তাম্বূলি-মহাসম্মেলন

(কার্য্যবিবরণী)

প্রথম অধিবেশন—৯ই ও ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল।

মূল্য—দুঃস্থ স্বজাতি ও ছাত্রগণের সাহায্যার্থ "জাতীয়-ভাণ্ডারে" সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ দান।

তাম্বূলি-মহাসম্মেলন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদার নাথ আশ বি. এল।

সভাপতি—রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূতনাথ পাল মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ পাল

মহাসম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী।

[মহাসম্মেলনের পর আমাদিগের সমাজে প্রায় সর্ব্বত্র জাতির অবস্থা ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতেছে। কেহ বা মহাসম্মেলনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, কেহ বা ইহার নিন্দা করিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছেন। লোক মুখে অনেক সময় অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। মফঃস্বলের কোন কোন সজাতি কৌতুহল বশতঃ সঠিক সংবাদ অবগত হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। এরূপ অবস্থায় শীঘ্র কার্য্য বিবরণী প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের কোন মুখপত্র না থাকায় বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে এই ব্যয়বহুল কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইল সত্বর এই কার্য্য বিবরণী প্রকাশ করার জন্য কিছু দোষ বা ত্রুটীও থাকিতে পারে। আশা করি সজাতিগণ সেজন্য ক্ষমা করিবেন এবং সজাতির যথার্থ মঙ্গলকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিতে সচেষ্ট হইবেন— মহাসম্মেলনের সম্পাদকদ্বয়।]

বিগত ১৩৩৭ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে বাঙ্গলা এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সজাতিগণের উদ্যোগে কলিকাতায় ৪নং শোভারাম বসাক ষ্ট্রীটে মাড়োয়াড়ীগণের মহেশ্বরী ভবনে তাম্বুলি-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বহু সজাতি অর্থ সাহায্য ও অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া এই মহাসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

মহাসম্মেলনের ইতিবৃত্ত।

সজাতির উন্নতির জন্য কংগ্রেসের আদর্শে সকল স্থানের প্রতিনিধি লইয়া একটী জাতীয় মহাসম্মেলন আহ্বান করা যায় কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য তাম্বুলি-সম্মিলনী সভার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিহারী লাল মল্লিক মহাশয় কলিকাতার বহু সজাতিকে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ আশ, পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নাথ সোম, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ

দত্ত প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্থির হয় যে মহাসম্মেলন অসম্ভব নহে, এবং সেই স্থানেই অভ্যার্থনা-সমিতি গঠিত হয়। রাজেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে এবং পূর্ণবাবু ও বিহারীবাবুর সমর্থনে নফরবাবু অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কেদারবাবুর প্রস্তাবে এবং সকলের সমর্থনে তাম্বুলীসম্মিলনী সভার কর্ম্মী রাজেন্দ্র-বাবু এই মহাসম্মেলনের গঠনকারী ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। রাজেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণের অনুরোধে কিশোরীবাবু ও মহাসম্মেলনের প্রধান উদ্যোগী শৈলেনবাবু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের তালিকা।

সভাপতি --মহাত্মা শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদার নাথ আশ বি-এল, উল্টসাগর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ, শ্রীযুক্ত লালগোপাল দত্ত।

সম্পাদক -শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রক্ষিত, এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি-এ।

সহকারী সম্পাদক --শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ পাল, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে, বি-এল্।

গঠনকারী ও কোষাধ্যক্ষ -শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্।

সদস্য—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ রক্ষিত বি-এ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক,

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুঁই।

এই সভায় ইহা স্থির হয় যে পরে সদস্য-সংখ্যা আরও বৰ্দ্ধিত হইতে পারিবে এবং সদস্যের চাঁদা অন্ততঃ ২৲ টাকা দিলে সজাতি মাত্রই সদস্যভুক্ত হইতে পারিবেন।

উক্ত সভায় ইহাও স্থির হয় যে ২১০নং হ্যারিসন রোডে, কিশোরীবাবুর দোকানে মহাসম্মেলনের কার্য্যালয় হইবে। সেই অবধি নিয়মিত ভাবে সেই গদীবাটীতেই সভা হয়।

মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ।

মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রচার করিতে তাম্বুলি-পত্রিকা ও তাম্বুলি-হিতৈষী দুইখানি পত্রিকাই যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিধন কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র লাহা শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ রক্ষিত প্রভৃতি কলিকাতাবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কর মহাশয় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝালদা পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গমন করেন। সেই সকল স্থানে তাঁহারা সজাতিগণকে মহাসভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন এবং অর্থ সংগ্রহ করেন। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রায় এক পক্ষ কাল পরে তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হন।

নফরবাবুর মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে অসম্মতি।

যখন মহাসম্মেলনের কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন নিশ্চিত-ভাবে জানা গেল যে নাটুদহের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার সজাতি ছাত্রগণের সাহায্যদাতা শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় মহাসম্মেলনে যোগদান করিবেন না। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে

১৩৩৭ সালের আশ্বিন মাসের "তাম্বুলি-হিতৈষীর" একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি কোন জাতীয় সভাতেই যোগদান করিবেন না। এই প্রবন্ধের লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় এবং আলোচ্য বিষয় নফরচন্দ্র ট্রাস্ট ফণ্ড। মহাসম্মেলনের সহিত এ সকল আলোচনার কোনই সম্পর্কই নাই। নফর বাবুকে পুনঃ পুনঃ একথা বুঝাইলেও কোন ফল নাই। প্রথমে তাঁহাকে সভায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার 'আবাদে' পত্র লেখা হয়। পরে রাজেন্দ্র বাবু এবং কেদার বাবু তাঁহার কৃষ্ণনগরের বাটীতে যান। তাঁহার কলিকাতার বাসাবাড়ীতেও বিহারীবাবু, কিশোরীবাবু, রাজেন্দ্রবাবু, কেদারবাবু প্রভৃতি তাঁহাকে মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে বারং বার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

মহাসম্মেলনের কার্য্যের ব্যবস্থা।

এইরূপে মহাসম্মেলনের কার্য্যে বিঘ্ন হওয়ায় অনেকেই উদ্যম বিহীন হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কিশোরীবাবু পদত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন। পরিশেষে নানা আলোচনার পর স্থির হয় যে অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ আশ মহাশয় নফরবাবুর অনুপস্থিতিতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য্য করিবেন। কেদারবাবু মহাসম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুরকে সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলে তিনিও সে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। দ্বিজেন্দ্রবাবু কিশোরী বাবু প্রভৃতি চেষ্টা করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন।

সভাপতির কলিকাতায় আগমন।

৮ই ফাল্গুন তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল দত্ত এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ দত্ত বি, এল, শ্রীযুক্ত

বাবু খগেন্দ্র নাথ সিংহ এল, এম, এস্, ; শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সিংহ এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি দত্ত, এম, বি, এবং শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার সিংহ, কেশিয়াডাঙ্গার এই কয়েকজন প্রতিনিধির সহিত কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান। শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ আশ, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু হরিধন কুণ্ডু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রতিনিধিবর্গকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে বিহারীবাবুর বাটীতে আনয়ন করেন।

প্রতিনিধি সমাগম।

সেই দিবস মফঃস্বলের বহু প্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান। স্বেচ্ছাসেবকগণ হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসে তাঁহাদিগকে লইয়া আসেন।

৯ই তারিখে প্রাতঃকালে বেলা ৮ ঘটীকার সময় মহাসম্মেলনের সভাপতি স্বয়ং নফরবাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়। ৯ই তারিখে বেলা তিন ঘটীকার বহুপূর্ব্বেই সজাতিগণ দলে দলে সভা-মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন। এবার সভাগৃহের বিশেষত্ব ছিল তিনটী। প্রথম— মহিলাগণের জন্য 'চিকে'র ব্যবস্থা; দ্বিতীয় স্বর্গীয় মহাপ্রাণ আদর্শ সজাতিসেবক ভূতনাথ পাল মহাশয়, সভার সেবক স্বর্গীয় দীননাথ দাঁ মহাশয় প্রভৃতির চিত্র, তৃতীয় চেয়ারে বসিবার আসন ও স্বেচ্ছাসেবক-গণের বন্দোবস্ত।

কলিকাতা সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে তাঁহার এই বন্ধুদ্বয় ভিন্ন বোধ হয় সকল বিশিষ্ট সজাতিই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মফঃস্বলের ও বহু সজাতি সভায় উপস্থিত হইয়া ইহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, বালেশ্বর, দুমকা, মানভূম, সিংভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি বহু জেলার সজাতিগণ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বহুক্লেশ সহ্য করিয়া সভায় যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিহেন।

সভারম্ভ।

যথা সময়ে কেদারবাবু সভাপতি মহাশয়ের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে বরাহনগরের সজাতিযুবকগণ ঐক্যতান বাদন আরম্ভ করেন। প্রথমে কেদারবাবু স্বয়ং সভাপতি মহাশয়কে মাল্যদান করেন এবং মহাসম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করেন। তৎপরে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমতী বেণুকাবালা নন্দী আহ্বান গান গাহিবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ আশ মহাশয় অভিভাষণ আরম্ভ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় প্রথমে উপস্থিত সজাতিবর্গকে বহু কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া এবং আপন আপন কার্য্যের ক্ষতি করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাম্বুলি-সম্মিলনী-সভার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি

তাম্বূলি-মহাসম্মেলন।

সভাগৃহের দৃশ্য

স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ

বলেন যে আটাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০৯ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে স্বর্গীয় মহাত্মা ভূতনাথ পাল মহাশয়ের চেষ্টায় স্বষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের বাটীতে এই সভা প্রথমে আহূত হয়। এই সভায় বহু সজাতি সমবেত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সিংহ, রাধিকাচরণ সিংহ, ব্রহ্মানন্দ দত্ত, রাজকৃষ্ণ পাল, বালেশ্বরের মহারাজ প্রভৃতির সাহায্যে এই সভা ক্রমে সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সভায় স্থির হইয়াছিল **আমরা সব থাক এক**; কুলচী দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছিল যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ের জন্য আমরা গমন করিলেও বস্তুতঃ আমরা একজাতি। আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান সম্বন্ধে কোন বাধা থাকিবে না—সকলে একসঙ্গে ভোজন করিব। যদি এখনও কেহ বলেন যে আমরা এক নহি, আমরা ভিন্ন থাকের সঙ্গে মিশিতে পারিব না তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে যে তিনি পিতৃদ্রোহী। যে জিনিষ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা অসিদ্ধ করিবার উপায় নাই। যাঁহারা বলেছেন "মিল্‌ব না" তাঁহাদিগকে এইটুকু বলিতে পারি যে তাঁহাদের পূর্ব্বে অনেক মহা মহা মনীষী ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন যে আমরা এক এবং অনেক থাক ভাঙ্গা বিবাহ ও তাম্বুলী-সম্মিলনী সভার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ভূতনাথবাবুর অকাল মৃত্যুতে এই সভার নানারূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। এই সময়ে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ পাল মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার পালচৌধুরী মহাশয় অতি কষ্টে এই সভাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। ৺দীননাথ দাঁ মহাশয় তাঁহার চিনি-পটীর গদীবাটীতে সভাকে স্থান দেন এবং সভার জন্য অনেক অর্থব্যয় করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র হরিপদ দাঁ মহাশয় এখনও তাম্বুলি-সম্মিলনীর সভার কোষাধ্যক্ষ আছেন।

তাম্বুলি-সম্মিলনী-সভার উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার করা। এ বিষয়ে তাম্বূলি-সম্মিলনী-সভা বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমা-দিগের সম্মিলনী-সভার সভাপতি মাননীয় নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়

অনেক টাকা দান করিয়াছেন। এ জাতির দরিদ্র বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য তিনি এ পর্য্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ জাতিতে এ পর্য্যন্ত কেহ এরূপ দান করেন নাই এবং কেহ করিবেন কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট অশেষ ভাবে ঋণী। তিনি যে আমাদিগের ধন্যবাদভাজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি এ সভায় আজ উপস্থিত নাই। তাহার কারণ বলবার আবশ্যক করে না।" তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে আমরা কাহারও নিন্দাবাদের পক্ষপাতী নই। কাহারও দোষ থাকলেও আমরা তাহার নিন্দা কর্ব্বোনা। আমরা দেখব মানুষের গুণ। তা না হলে আমাদের সমাজ থাকে না, সমাজের নিয়ম থাকে না। সমাজে যদি আমরা সকলের দোষ অনুসন্ধান করি, ছিদ্র অনুসন্ধান করি, তাহলে খুব কম লোকই আছেন যাহার কিছু না কিছু দোষ না পাওয়া যায়। দোষগুণে জড়িত মানুষ। এটা সকলেই জানেন সুতরাং দোষহীন মানুষ, একেবারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ, পবিত্র মানুষ পাওয়া সম্ভব নহে। তারপর আমাদের নিয়ম এই যে আমরা কাহারও দোষ দেখবো না। যার যতটুকু গুণ পাব সেই গুণের প্রশংসা কর্ব্বো এবং সেই গুণের দ্বারা আমাদিগের যতটুকু উপকার হয় সেই উপকারটুকু পেতে আমরা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকবো। সুতরাং যদি নফরবাবুর কোন নিন্দাবাদ হয়ে থাকে তাহা করা উচিত নহে। এর বেশী কথা বল্লে আমাদের পরস্পরের বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে সুতরাং এ সম্বন্ধে এইটুকু আভাষ দিলাম—আর কিছু বলবো না। আমার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বা চেয়ারম্যান হিসাবে এ সম্বন্ধে অন্য কোন কথা বলবার অধিকার নাই এবং তাও বলতে পার্ব্বো না। (শুনিতে চাই) যদি আবশ্যক হয়, যদি কেহ বিবেচনা করেন বলা আবশ্যক, তাহ'লে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদিগের কাছে বলবো। যদি আপনারা কেহ শুনিতে চান, শুনিতে প্রস্তুত থাকুন।

শিক্ষার জন্য নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় টাকা দিয়াছেন। অতঃপর তিনি যদি তাহা না দিতে পারেন। মানুষের অবস্থার বিপর্য্যয় সব সময়ই হতে পারে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণও শাস্ত্রে আছে। নফর চন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় যে চিরকাল দান চালাতে পার্ব্বেন তার স্থিরতা কি? তিনি যদি অতঃপর না দেন তা হলে আমাদের এই সমাজে এই জাতির দরিদ্র বালক বালিকাগণের কি শিক্ষা হবে না? নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ের দানের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কি তাম্বুলি দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষা শেষ হবে? আপনারা কি তাহাই অনুমোদন করেন? যদি তা না করেন তা হলে এই দরিদ্র বালক বালিকাগণের শিক্ষা সম্বন্ধে আপনারা উপায় বিধান করুন। প্রত্যেকে শিক্ষার জন্য যে একটা ভাণ্ডার হয়েছে তাতে যথাসাধ্য দান কর্ব্বেন। নিজেরাও দান কর্ব্বেন, অন্যকেও দান কর্ব্বার জন্য প্রেরণা দিবেন এবং অনুরোধ কর্ব্বেন। দরিদ্রগণের ভরণ পোষণের এবং দরিদ্র বালক বালিকাদিগের শিক্ষার এবং অন্যান্য হিতকর কার্য্যের জন্য এই ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত হইবে। যে কারণেই হউক না কেন যখন নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় এ সভায় আগমন করেননি তখন বুঝিতে হইবে যে এরপর তিনি দান কর্ব্বেন কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। ভিতরের কোন কথা বলিতে চাহি না। তবে সহজবুদ্ধিতে অনুমান হয় যে তিনি হয় ত অতঃপর আর সভার সঙ্গে সংস্রব রাখিবেন না এবং দরিদ্র বালক বালিকাগণের জন্য যে দান করেছেন সে দানও তিনি আর কর্ব্বেন না। আপনাদিগের সম্মুখে এক ভীষণ সমস্যা। আলোচনা-সমিতির বৈঠকে আপনাদিগকে ইহার সমাধান করিতে হইবে।"

তাম্বুলি-পত্রিকার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুঃখ করিয়া বলেন যে অনেকে পত্রিকা লইয়াও ইহার জন্য বার্ষিক একটাকা চাঁদা দেন না। তিনি সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে উপদেশ দেন।

আমরা বৈশ্য। বাঙ্গলাদেশে শূদ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা বৈশ্যাচার হারাইয়াছি। আমরা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি; এক মাস অশৌচবিধি পালন করিতেছি। আমাদের পেশাও চাকুরী নহে ব্যবসায়। সজাতিগণকে বৈশ্যাচার গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে এবং সমাজে এ বিষয়ে আন্দোলনও চালাইতে হইবে।

ব্যবসায় এ জাতির প্রাণ। আমরা চিনি প্রভৃতির ব্যবসায় হারাইয়া দিন দিন নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছি। এখন পুনরায় ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। পৃথিবীর সকল স্থানেই এখন সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসায় চলিতেছে. আমরা কি তাহা পারি না?

তিনি বলেন, পণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সকলেই জানেন ইহা কিরূপে লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সমাজে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। ইহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সকলকেই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ করিবেন না। যিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন তিনিই প্রতিজ্ঞা করুন। প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষা না করিলে মনুষ্য-ধৰ্ম্ম ও সত্যের অবমাননা করা হয়।

এখন ১৩।১৪ বৎসরের পূর্ব্বে বালিকাগণের বিবাহ হইতেছে না। সুতরাং পাত্রেরও বয়স অন্ততঃ ২১।২২ বৎসর হইয়া উঠিয়াছে। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইলে তাহার বিবাহ দিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত। তাহাতে পুত্রের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল। পুত্র কন্যার বিবাহের কাল বৰ্দ্ধিত হইলে পণপ্রথাও নিবারিত হইতে পারিবে।

ইহার পর সভাগৃহ ও সালিশি বোর্ডের আবশ্যকতার বিষয় আলোচনা করিয়া কেদারবাবু তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

কেদারবাবুর কথা শেষ হইলে মফঃস্বলের একজন প্রতিনিধি (গৌরীশঙ্করবাবু, মেদিনীপুর) প্রশ্ন করেন। "নফরবাবু আজ কেন

আসেন নি? রাজেন্দ্রবাবু কেন উপস্থিত হন নি? সেটা আমার জানতে ইচ্ছে কর্চ্ছে।"

কেদারবাবু "সেটা ব্যক্তিগত জিনিষ, সে জবাব এখন দিতে পার্ব্বো না।"

মহাসম্মেলনের সভাপতির

অভিভাষণ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ!

মুখবন্ধ।

১। আমার এই অশীতিপর বার্দ্ধক্যবস্থায় শরীর ও মনের গতি অতি দুর্ব্বল ইহা জানিয়াও আমার কি গুণে আপনারা আমাকে তাম্বুলি-মহাসম্মেলনের সভাপতি পদে বরণ করিলেন তাহা বলিতে পারি না। তত্রাচ যখন আমাকে এই পদে অভিষিক্ত করিলেন তখন আমি এই পদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও আপনাদের আদেশ পালন জন্য আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই কার্য্যে আমার সহস্র ত্রুটী ও অক্ষমতা যাহা প্রকাশ পাইবে তাহা আপনাদের উদারতাগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

সভার উদ্দেশ্য।

২। এই সভার অধিবেশন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য নহে, সমগ্র ভারতের হিতকামনার জন্য নহে, এমন কি সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্যও নহে, কেবল আমাদের মুষ্টিমেয় সজাতির হিতকামনার জন্য। সভাতে অন্য জাতির অধিষ্ঠান নাই, সকলেই তাম্বুলি সুতরাং এটী আমাদের পূণ্যভূমি ও তীর্থক্ষেত্র।

জাতি।

৩। আমরা জাতিতে তাম্বুলী। তাম্বুল উৎপন্নকারী নহে, তাম্বুল ব্যবসায়ী। এটি অতি সদ্বৃত্তি। ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইলে শাস্ত্রানুসারে তাম্বুল এবং শঙ্খ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সুতরাং ইহা সদ্বৃত্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে জাতি এইরূপ সদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা কোন প্রকারেই শূদ্রপদবাচ্য হইতে পারে না। আমরা বৈশ্য এবং আমাদের কর্ম্ম দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় তাঁহার তাম্বুল-বণিক নামক গ্রন্থে বিষদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই তাঁহারা পাঠ করিলেই এ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। আজকালকার দিনে সকল জাতি স্ব স্ব জাতিকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়া দশ রাত্রি অশৌচ পালন করিতেছেন, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইয়া দ্বাদশ রাত্রি অশৌচ পালন করিতেছেন, আমরা আচার ব্যবহার ও ব্যবসায়ে প্রকৃত বৈশ্য হইয়াও জানি না কি অপরাধে শূদ্রপদবাচ্য হইয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করিতেছি। অনেক জল-অনাচরণীয় জাতিও বৈশ্য হইয়া পঞ্চদশ দিবস অশৌচ করিতেছেন। আমাদের আচার ব্যবহার বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতির আচার ব্যবহার অপেক্ষা হীন নহে। অতএব শাস্ত্রানুসারে সংস্কার গ্রহণ করিয়া আমাদের বৈশ্যোচিত পঞ্চদশ দিন অশৌচ পালনই কর্ত্তব্য মনে করি।

সর্ব্বথাক সম্মেলন ও পণপ্রথা।

৪। আমাদের জাতি অন্য অনেক জাতির তুলনায় সংখ্যায় অতি অল্প। এই অল্প সংখ্যার মধ্যেই আমরা বহু থাকে বিভক্ত। পরস্পর

থাকের সহিত আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার এমন কি পরিচয় পর্য্যন্ত কিছুদিন পূর্ব্বে ছিল না। আমাদের মধ্যে এই প্রকার ব্যবধান দূর করিয়া জাতির উন্নতি করিতে হইলে সকলের সম্মেলন প্রয়োজন। ইহা বুঝিয়াই ন্যূনধিক ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সজাতির মধ্যে স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয়, চণ্ডীচরণ সিংহ মহাশয়, মহারাজ বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুর, দীননাথ দাঁ মহাশয়, সহায় নারায়ণ পাল মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী, বিহারীলাল মল্লিক কেদারনাথ আশ মহাশয় প্রমুখ কতিপয় মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়া যে আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা শত বাধা বিপত্তি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া আজ এই মহা-সম্মেলনে পরিণত হইয়াছে। জাতির মধ্যে থাক যত বেশী থাকিবে ততই জাতি দুর্ব্বল হইবে সুতরাং থাক বলিয়া কোন কথা না থাকে তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে পরস্পর থাকের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনই প্রকৃষ্ট উপায়। এখন যেমন নিজ নিজ থাকের মধ্যে গোত্রভেদে অবাধে আদান প্রদান চলিতেছে, সেইরূপ থাক উঠাইয়া দিয়া সমস্ত তাম্বুলী জাতির মধ্যে যাহাতে গোত্রভেদে আদান প্রদান চলে তাহার ব্যবস্থা করাই একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও আমাদের মধ্যে এখন থাক-ভাঙ্গা বিবাহ কতক কতক চলিতেছে তথাপি উহা এখনও সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয় নাই। উহার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদের মধ্যে যাঁহারা থাক-ভাঙ্গা বিবাহে অগ্রণী হইতেছেন তাঁহারা যাহাতে এরূপ কার্য্যে নিজ নিজ থাকের সজাতিদিগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া বরং উৎসাহ প্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা আমাদের সকলেরই করা কর্ত্তব্য। আমরা সকলে যদি এই কথা মনে রাখি তবে থাক-ভাঙ্গা কার্য্য সত্বরে সম্পন্ন হইবে আশা করা যায়।

৫। আমরা দেখিতেছি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগণা,

বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলার স্বজাতিগণের আচার ব্যবহার শুদ্ধ। কিন্তু রাঁচি, ছোটনাগপুর প্রভৃতি মধ্য-বিভাগের তাম্বুলিগণের মধ্যে অধিকাংশের আচার ব্যবহারেও হীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারাও যখন আমাদের সজাতি তখন তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিয়া এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের আচার ব্যবহার উন্নত ও শুদ্ধ হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। আমার ইচ্ছা ২।৪ জন কর্ম্মিপুরুষ প্রচারকস্বরূপ তাঁহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিয়া শিক্ষা বিস্তার ও আচার ব্যবহারের সংশোধনের উপদেশ দিয়া তাঁহাদের সহিত আহার শয়ন উপবেশনাদির দ্বারা তাঁহাদের আচার ব্যবহারের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন।

৬। আজকাল কন্যা পুত্র আদান প্রদানে পণপ্রথা কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত আছেন যে আমাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যাদায়ে ঋনগ্রস্ত এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছেন। আমার মনে হয় থাকভাঙ্গা বিবাহ প্রশস্ত ভাবে চলিলে এই কেনা বেচা রূপ নিষ্ঠুর আচরণ উঠিয়া যাইতে পারে। তবে কন্যার পিতা তাঁহার অবস্থানুসারে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যাহা দিবেন তাহাতেই পুত্রের পিতার সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ।

শিক্ষা।

৭। শিক্ষার উন্নতি মনুষ্যজীবনের উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র উপায়। শিক্ষা বিষয়ে আমাদের এই জাতি অন্যান্য অনেক জাতি অপেক্ষা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। আমাদের জাতির মধ্যে শিক্ষা বহুলভাবে বিস্তৃত হয় নাই। যদিচ কোন কোন স্থানে কেহ

কেহ উচ্চ শিক্ষিত হইতেছেন তথাপি সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ দারিদ্রতা এবং শিক্ষার জন্য আগ্রহের অভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া আমার মনে হয়। যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কোন গতিকে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করার মত হইলেই আর পড়াশুনার দিকে তাদৃশ আগ্রহ থাকে না। তাহার উপর উচ্চ শিক্ষা যেরূপ ব্যয়বহুল হইয়া পড়িয়াছে অধিকাংশ ব্যক্তি তাদৃশ গুরুভার গ্রহণ করিতে না পারাও একটি বিশেষ কারণ। এই সমস্যার সমাধান কিরূপে হইতে পারে তাহা আমাদের সকলেরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ। প্রথমতঃ আমাদের স্বজাতির মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা যাহাতে অধিকতর ভাবে জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা করা ও ঐ আকাঙ্ক্ষা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এই দুইটী প্রধান কার্য্য। আমাদের স্বজাতির মধ্যে অধিকাংশ পল্লীবাসী। ঐ পল্লীগ্রাম বাসীদের মধ্যে যাঁহারা অর্থশালী তাঁহারা চেষ্টা করিয়া যদি মফঃস্বলে স্কুল স্থাপনা করিয়া বা করাইয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং যাঁহারা অত্যন্ত দুঃস্থ তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বা করা-ইয়া যাহাতে তথাকার সমস্ত সজাতির ছেলেরা শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করেন তবে মফঃস্বলে শিক্ষার সমস্যার কতকটা সমাধান হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সহরে বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের বিদ্যালয়ের অভাব বোধ করিতে হয় না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অর্থশালী তাঁহারা যদি মফঃস্বলে ঐরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং যে যে সহরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে সেখানে দুঃস্থ সজাতি বালকদিগের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটীকে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার সাহায্য করেন তাহা হইলে শিক্ষা ক্রমে ক্রমে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইতে পারে। ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে যাঁহারা অর্থশালী আছেন তাঁহারা যদি সজাতির উন্নতিকল্পে

অর্থ সাহায্য দ্বারা স্বজাতি বালকের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন তাহা হইলেও কতকটা শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য হইতে পারে। এবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় যে ভাবে সাহায্য করিতে-ছেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি বাস্তবিকই প্রত্যেক স্বজাতির ধন্যবাদার্হ। যদি এইরূপ যাঁহার যতটুকু সাধ্য তিনি ততটুক শিক্ষা বিস্তার জন্য চেষ্টা ও সাহায্য করেন তবে আমার বিশ্বাস অচিরে আমাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিবে। এবং শিক্ষার উপকারিতা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে সাধারণের আগ্রহ ও দিন দিন বাড়িতে থাকিবে।

৮। আমাদের এই শিক্ষা বালক ও বালিকা উভয়েরই মধ্যে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। উভয় চেষ্টা একত্রে না হইলে শিক্ষার অঙ্গহানি হইবে। তাই বলিয়া আমার মতে বালক ও বালিকার শিক্ষা এক প্রণালীতে চালাইলে চলিবে না। আমাদের জাতি অতি দরিদ্র। আমাদের মেয়েরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস না শিখে ও গৃহকর্ম্মে আস্থাহীনা না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অর্থাগমের উপায়

৯। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অর্থোপার্জ্জনের সুগম উপায় স্থির করিতে হইবে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চাকুরীর জন্য যাহাতে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন। আমরা ব্যবসায়ী জাতি। অর্থশালী হইতে হইলে শিক্ষা ও ব্যবসায়ই প্রধান উপায়। কিন্তু তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন যাঁহারা কেবলমাত্র নিজ বা পৈতৃক অর্থে সুচারুভাবে কারবার চালাইতে সমর্থ। যাঁহাদের সে সৌভাগ্য আছে তাঁহারা নিজ নিজ দরিদ্র

আত্মীয় স্বজনের শিক্ষিত বালক ও যুবকদের লইয়া তাঁহাদিগের ব্যবসায় শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিলে কতক বালকের উপায় হইতে পারে। এ বিষয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের দেশাগত ব্যক্তিগণের জন্য যেরূপ ভাবে তাঁহাদের ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন তাহা বোধ হয় অনুকরণযোগ্য।

১০। সমস্ত সভ্যদেশে যৌথ-কারবার, লিমিটেড্ কোম্পানী, প্রচলিত আছে। সেই সকল দেশে ঐ প্রকার কারবার দ্বারাই ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ায় সেই সকল দেশ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার সুবিধা এই যে ইহাতে ব্যক্তিগত মূলধন বেশী প্রয়োজন হয় না। অনেকের নিকট সামান্য সামান্য মূলধন লইয়া একটী বিশাল ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে এই ভাবে যৌথ-কারবার প্রচলিত ছিল না। অধুনা এখানে যদিও যৌথ-কারবার সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি তাহা ভালরূপে চলিতেছে না। ইহার প্রধান কারণ পরস্পরের উপর বিশ্বাসের অভাব। যদি আমরা সজাতির মধ্যে পরস্পরের সহিত বিশিষ্টভাবে মেলামেশা করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হইতে পারি তবে আমরা নিজেদের সমাজের মধ্যে অল্প অল্প মূলধন লইয়া যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ব্যবসায়ে মূলধন-অভাব-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। আর একটী উপায়, কো-অপারেটিভ সিস্টেম অবলম্বন করিয়া কার্য্য চালান। তাহাতেও ব্যক্তিগত প্রচুর মূলধনের আবশ্যক হয় না। অথচ সেই কো-অপারেটিভের অধীনে ছোট ছোট ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহার উন্নতি করিতে পারা যায়। ইহাও আমাদের সজাতির মধ্যে পরস্পর পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন কার্য্যকরী হইতে পারে না। আমার মতে যাহাতে আমাদের মধ্যে এইরূপ মিলামিশি দিন দিন বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিৎ।

১১। আজ কাল ভারতে যে নব জাগরণ আসিয়াছে তাহার স্রোত আমাদের মধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা হইবে যাহ আমাদের সভায় আলোচ্য নহে। কিন্তু ঐ নব-জাগরণের প্রধান নায়ক ও মূলাধার মহাত্মা গান্ধীর মূলমন্ত্র আমাদের দরিদ্র জাতির অনেক অভাব দূর করিতে পারে। সে তাঁহার চরকার বাণী। আমি আমার বালককালে আমাদের দেশে এবং যুবা বয়সেও বীরভূম প্রদেশে দেখিয়াছি সাধারণ গৃহস্থের বস্ত্রের জন্য কাহাকেও দোকানদারের নিকট যাইতে হইত না। তাহারা নিজ গ্রামজাত কার্পাসের দ্বারা ঐ চরকায় গৃহজাত সূতা প্রস্তুত করিয়া স্বগ্রামবাসী তন্তুবায়কে সামান্য বানি দিয়া নিজ নিজ বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিত। আমরা তাঁহাদেরই বংশধর। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল তাহা পুনরায় সম্ভব করা আয়াসসাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে। তাহাতে রাজনৈতিক সমস্যার কতদূর সমাধান হইবে তাহা সেই মহাপুরুষই জানেন। তবে ইহাতে আমাদের দরিদ্র জাতির যে একটা প্রধান অর্থ সমস্যার সমাধান হয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেই ইহা করিতে পারি। কোন বাধাই ইহাকে রোধ করিতে পারে না। যদি আমরা প্রত্যেকে মনে করি যে আমরা এই কার্য্য করিবই সময়ের অভাব, যৌথ-পরিবারের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি যাহা ইহার আপাততঃ অন্তরায় বলিয়া মনে হয় তাহা কেবল ইচ্ছার অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

১২। উপসংহারে আমার নিবেদন আমরা যেন সকল থাকের এবং সকল স্থানের স্বজাতিকে এক বংশোদ্ভব মনে করিয়া পরিবারের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করি এবং সকলকে আমরা আপন বলিয়া বুকের দিকে টানিয়া লই। স্নেহ ও সহৃদয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সুখ-শান্তির প্রতি যত্নবান হই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা

যে তিনি আমাদের এই মহাসম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হউন।

ইহার পর কিছুক্ষণের জন্য সভার কার্য্য বন্ধ থাকে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী জলযোগ ও পরস্পরের সহিত আলাপ করেন। পরে ৭॥ ঘটীকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটির বৈঠক হয়।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি।

সভাপতি মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল দত্ত মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। রাত্রি ৭॥ ঘটীকার সময় কলিকাতা ও মফঃস্বলের সকল স্থানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ আশ, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীবিহারীলাল মল্লিক, শ্রীখগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীহরিধন কুণ্ডু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত, ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত, শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী, শ্রীহরিপদ দাঁ, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুঁই, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীনিবারণ চন্দ্র রক্ষিত, শ্রীদুর্গাদাস দে, শ্রীকালীপ্রসন্ন রক্ষিত, শ্রীহরিপ্রসন্ন রক্ষিত, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, শ্রীলালগোপাল দত্ত, শ্রীঅনুকূল চন্দ্র লাহা, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রীরামরঞ্জন সিংহ, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর, শ্রীপ্রমথ নাথ আশ, শ্রীসুশীলচন্দ্র কর, শ্রীশশিভূষণ রক্ষিত।

হাওড়া।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সিংহ, শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ শ্রীসতীশ চন্দ্র রক্ষিত, শ্রীমনোহর রক্ষিত, শ্রীপশুপতি নাথ দে।

হুগলী।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র কর, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীসাধন চন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাদি চরণ নন্দী, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পাল, শ্রীমোহন লাল সিংহ, শ্রীনীলমণি সিংহ শ্রীচণ্ডীচরণ রক্ষিত, শ্রীযুগলকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ সিংহ, শ্রীনিরঞ্জন পদ সেন।

বৰ্দ্ধমান।

শ্রীবৈদ্যনাথ হালদার, শ্রীউপেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীগজেন্দ্র কৃষ্ণ দে।

বীরভূম।

শ্রীবক্রনাথ দত্ত, শ্রীশশিভূষণ কর, শ্রীযতীন্দ্র নাথ কোঁচ (সীতাপুর)।

মেদিনীপুর।

শ্রীবিপিন বিহারী দাস, শ্রীআশুতোষ সেন, শ্রীদুর্গাচরণ দাস, শ্রীযজ্ঞেশ্বর কর, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে, শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস, শ্রীশরৎচন্দ্র কর, শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র মল্লিক, শ্রীরজনীকান্ত মল্লিক, শ্রীমাণিকেশ্বর কুণ্ডু, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীকিশোরী মোহন দত্ত, শ্রীখগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীকালীচরণ গুঁই।

বাঁকুড়া।

শ্রীরামসদয় দত্ত, শ্রীগোপেশ্বর কুণ্ডু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল, শ্রীগোপীনাথ রক্ষিত, শ্রীদোল গোবিন্দ দে, শ্রীপ্রমথ নাথ কুণ্ডু, শ্রীরাম কিঙ্কর দত্ত, শ্রীরামসৃষ্টি কুণ্ডু, শ্রীরামলাল কুণ্ডু, শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীভূপতি চরণ দত্ত, শ্রীহর্ষগোপাল কুণ্ডু।

পুরুলিয়া (মানভূম)

শ্রীশশধর পাল, শ্রীবিভূতিভূষণ সেন।

সিংভূম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীদুর্গাচরণ দে, শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ ভদ্র।

ডুমকা।

শ্রীবসন্ত নাথ দে, শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে।

ঝাঁটীপাহাড়ী।

শ্রীগজেন্দ্রকৃষ্ণ দে।

মুর্শিদাবাদ।

শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ, শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীআশুতোষ দত্ত।

নদীয়া।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ সিংহ, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীরামগোপাল দত্ত, শ্রীগুরুদাস সিংহ, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন দত্ত, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীজগবন্ধু লাহা।

বালেশ্বর।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ কর। শ্রীরবীন্দ্র নাথ কর, শ্রীরামকৃষ্ণ কর।

ফরীদপুর।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত।

মালদহ।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ।

প্রথমেই শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন যে মফঃস্বলের ও সহরের অনেকেই এই সভায় নফরবাবু ও রাজেন্দ্রবাবুকে না দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। সুতরাং পর দিবস প্রাতঃকালে প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিগণকে লইয়া তিনি নফরবাবুকে সভায় যোগদান করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিবার পক্ষপাতী। সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে ইহা স্থির হইল যে পরদিবস যাঁহার ইচ্ছা তাঁহার সঙ্গে নফরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এবং

তাঁহাকে সভায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। মহাসম্মেলনের সম্পাদক কিশোরীবাবু তৎক্ষণাৎ নফরবাবু কোন সময়ে বাটী থাকিবেন তাহা সঠিক জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। উত্তর আসিল নফরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রশস্ত সময় পরদিবস বেলা ৯ ঘটীকা।

কিশোরীবাবু প্রেরিত প্রস্তাবগুলির 'ফাইল' সভায় দাখিল করিলেন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে সকলেই আপন আপন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। নানা আলোচনার পর নিম্নলিখিত ষোলটী প্রস্তাব ও তাহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থক স্থির হইল।

১। যে সকল সজাতি প্রথমে সর্ব্বথাক মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এই মহাসম্মেলন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সমর্থক—শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত।

২। যে তাম্বুলি-জাতির সকল থাকের মধ্যে থাকভাঙ্গা-বিবাহ আরও বেশী প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে।

৩। যেহেতু সর্ব্বথাকের মিলন একান্ত প্রয়োজন সেই হেতু ভিন্ন ভিন্ন থাকের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য একটী কমিটি গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীহরিধন কুণ্ডু, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে।

৪। থাকভাঙ্গা বিবাহের সুবিধার জন্য পণপ্রথা সম্পূর্ণ রহিত করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস; সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ কর ও শ্রীদুর্গাচরণ দাস।

৫। যে সমগ্র তাম্বুলী জাতির ডাইরেক্টারী প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কমিটি গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—কালীচরণ গুঁই।

৬। যে মহাসভা হইতে একটী তাম্বুলী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, সমর্থক—শ্রীমনোহর রক্ষিত ও মোহিনীমোহন দত্ত।

৭। যে তাম্বুলী-জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরাদির সংস্কারকল্পে একটী কমিটি গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক—সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল।

৮। যে এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

নামের তালিকা—রায় শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর (সভাপতি) শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীকেদারনাথ আশ, শ্রীবিহারীলাল মল্লিক, শ্রীহরিপদ দাঁ, রায় মন্মথনাথ দেব বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর, শ্রীরামগোপাল দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীখগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীহরিধন কুণ্ডু, শ্রীপঞ্চানন সিংহ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী, শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত (বাঁকুড়া), শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর। শ্রীরামরঞ্জন সিংহ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (বাঁকুড়া), শ্রীনীলমণি সিংহ (বৈঁচি), শ্রীপশুপতি দে (ডুমকা), শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে (গড়বেতা), শ্রীহর্ম-গোপাল কুণ্ডু, (রাজগ্রাম), শ্রীজগবন্ধু লাহা (কৃষ্ণনগর) শ্রীপ্রভাত-রঞ্জন সোম, শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত, শ্রীনিশানাথ দত্ত (সাঁওতাল পরগণা),

শ্রীনবগোপাল দে (বীরভূম), শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা (সাঁওতাল পরগণা), শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (মেদিনীপুর), শ্রীকানাইলাল কর (মেদিনীপুর) শ্রীনিতাইহরি দে, রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে বালেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ দে, (বালেশ্বর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত (বাঁকুড়া) শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত।

প্রস্তাবক—শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, সমর্থক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত।

৯। যে এই মহাসম্মেলনের কার্য্য পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটী constitution committee (নিয়মাবলী প্রস্তুতকারী কমিটী) গঠিত করা হউক। উক্ত কমিটি অদ্য হইতে তিন মাসের মধ্যে নিয়মাবলী লিখিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে দাখিল করিবেন।

ভদ্রমহোদয়গণের নাম। রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর, শ্রীকেদারনাথ আশ, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীরামগোপাল দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীজগবন্ধু লাহা, শ্রীবিহারী লাল মল্লিক, শ্রীহরিপদ দাঁ, শ্রীকালীপ্রসন্ন রক্ষিত।

প্রস্তাবক—শ্রীজগবন্ধু লাহা, সমর্থক শ্রীঅনুকূল চন্দ্র লাহা।

১০। যে স্বজাতীয় দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী জাতীয় ফণ্ড করা হউক। উক্ত ফণ্ডে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ প্রত্যেকে ॥০ হিসাবে এবং দর্শকগণের যাঁহার যাহা ইচ্ছা এই ফণ্ডে দান করুন এবং "কলিকাতার মধ্যে সজাতি ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের দোকানে এক একটী বাক্স রাখিয়া তাহার মধ্যে দৈনিক এক পয়সা, আইন ব্যবসায়ীগণ ও ডাক্তারগণ মাসিক ॥০ করিয়া এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া দান করুন। ফণ্ডের টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে।

প্রস্তাবক অনুকূল চন্দ্র লাহা। সমর্থক—দুর্গাচরণ দাস।

১১। যে রাজহাটী থাকের সজাতিগণকে পুনরায় একটী চতুঃ-

সাগরী সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্ব-থাক-মিলন-বিষয়ে মত দিতে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীপ্রমথ নাথ কুণ্ডু, সমর্থক—শ্রীদোলগোবিন্দ দে।

১২। যে জাতির শিক্ষা-বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হউক। নাম—শ্রীনফর চন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীকেদার নাথ আশ, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম, শ্রীহরিপদ দাঁ, শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল, শ্রীকিশোরী মোহন রক্ষিত, শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত।

১৩। যে সকল থাকের বৈশ্যোচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য এবং বৈশ্য জাতির অনুরূপ ১৫ দিনে অশৌচাদি আচার পালন বিধির বিশেষ ভাবে বিচার প্রয়োজন।

প্রস্তাবক—শ্রীতারিণী শঙ্কর সিংহ, সমর্থক—শ্রীআশুতোষ দত্ত।

১৪। যে এই মহাসম্মেলন সজাতিগণকে সজাতির দোকান হইতে সমস্ত জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে এবং উপযুক্ত সজাতি থাকিলে তাঁহাকে কর্ম্মচারিরূপে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে

প্রস্তাবক—শ্রীসতীশ চন্দ্র রক্ষিত, সমর্থক—শ্রীচারু চন্দ্র রক্ষিত।

১৫। যে যে দুই পত্রিকা বাহির হইতেছে তাহারা পরস্পর কাহাকেও নিন্দাবাদ করিতে পারিবেন না। যদি এই দুই পত্রিকার মধ্যে পরস্পরের নিন্দাবাদ হয় তাহা হইলে এই মহাসম্মেলনের পক্ষ হইতে একটী নূতন পত্রিকা বাহির হইবে এবং তাহাই জাতীয় পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীরজনীকান্ত মল্লিক, সমর্থক—শ্রীবিহারী লাল মল্লিক।

১৬। যে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ শীল মহাশয় জাতীয় পত্রিকার প্রেসের জন্য যে ৮০০৲ টাকা দান করিয়াছেন তাহা লইয়া একটী প্রেস স্থাপনের জন্য একটী কমিটি গঠিত করা হউক এবং উক্ত কমিটির উপর প্রেস স্থাপনের ভার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ড, সমর্থক—চণ্ডীচরণ দত্ত।

ইহার পরে সহর ও মফঃস্বলের সর্ব্ব থাকের বহু সজাতি শ্রদ্ধেয় বিহারী বাবুর বাটীতে এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিয়াছিলেন। বিহারী বাবু চির দিনই সজাতির সেবা করিতে পাইলে আনন্দিত। সুতরাং এই মহাসম্মেলনের সুযোগ তিনি হারান নাই। তিনি যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই "আনন্দ-মেলায়" শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র বাবু ও পূর্ণবাবুকেও যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রদ্ধেয় সুরেশ চন্দ্র পাল মহাশয় শৈলেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বহু সজাতির সহিত নফর বাবুর বাসা বাটীতে গমন করেন এবং তাঁহাকে সভায় আগমন করিতে অনুরোধ করেন। রাজেন্দ্র বাবু এবং পূর্ণ বাবুও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তিন জনে সমগ্র জাতির মহাসভায় যোগদান করিতে অসম্মত হন। অবশেষে নানা বাদানুবাদের পর নফর বাবু স্থির করিয়া দেন যে তাঁহার একটী প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইলে তিনি সভায় যোগদান করিবেন। তাঁহার প্রস্তাবটী এই-- "সন ১৩৩৭ সালের আশ্বিন সংখ্যক তাম্বুলি-হিতৈষী পত্রিকায় মাননীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী ট্রাষ্ট ষ্টেট সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা এই সভা অনুমোদন করেন না।" অতঃপর সজাতিগণ মহাসম্মেলনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অঙ্গীকার করিয়া সানন্দচিত্তে প্রত্যাগমন করেন।

যথাসময়ে সুরেশ বাবু মহামান্য সভাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নফর বাবুর প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যদিও এই প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে আলোচিত হয় নাই তথাপি সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাবটীর আলোচনা হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং প্রকাশ্য সভার এ বিষয়টী আলোচনা করিবার অনুমতি দেন।

সভাগৃহে

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু সজাতি সভাগৃহে উপস্থিত হন। যাঁহারা বিশেষ কার্য্যানুরোধে পূর্ব্বদিন সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় সভায় উপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে কেদার বাবু বলেন "অদ্যকার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমার একটী বক্তব্য আছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ কাল জানিতে চাহিয়াছিলেন যে আমাদের মহাত্মা নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সোম, উদ্ভটসাগর পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় এ সভায় যোগদান করেননি কেন ? আপনাদিগের এই ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সোম এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় এ সভার উদ্যোক্তা। তাঁহাদিগের আমন্ত্রণে এই সভাপতি মহাশয় আসিয়াছেন। (অবশ্য অভ্যার্থনা সমিতির যিনি সভাপতি তাঁহার আমন্ত্রণ না গেলে তিনি আসিতে পারেন না।) সমস্ত কারণ আমার মুখ দিয়া প্রকাশ না হইয়া তাঁহারা কেন আসেন নাই তাহার জন্য একটী resolution বা প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। সেটীর আলোচনা কালে আপনারা সমস্তই অবগত হইবেন। সভায় সেই প্রস্তাব উত্থাপিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইলে মাননীয় মহাত্মা নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় সভায় আসিতে সম্মত আছেন। যখন সভায় এ প্রস্তাবের আলোচনা হইবে তখন সভাপতি মহাশয় যাঁহাকে অনুমতি দিবেন তিনিই সে সম্বন্ধে বলিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলিলে সভার নিয়মভঙ্গ হইবে। যাহা হউক, মূল কথা হইতেছে যে নফরবাবু কোন লেখকের লেখায় ব্যথিত হইয়াছেন। সেই লেখাটী যদি আপনারা অনুমোদন করেন তাহা হইলে তিনি আর এ সভায় আসিতে পারেন না। তাঁহার অনাগমন হেতু শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সোম এবং উদ্ভটসাগর মহাশয় আসেন নাই। তিনি না আসিলে ইহারা

দুইজনেও আসিতে পারেন না। কাল আমি বলিয়াছিলাম এইটী ব্যক্তিগত বিষয়। এ সভার মধ্যে ব্যক্তিগত কোন জিনিষ থাকা উচিত নহে। আপনারা এ কথা বলিতে পারেন যে যদি আপনার আমার মধ্যে কোন বিবাদ থাকে তাহা বাহিরের, তাহাতে আমি আসিব, আপনি আসিবেন না. একথা বলা যাইতে পারে না। এটা সাধারণের কার্য্য আমাদিগের জাতির কার্য্য। তবে এটা নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেচনার উপর। আপনারা যদি মনে করেন অমুক ব্যক্তি আসিয়াছেন, সুতরাং আমি যাইব না তাহা হইলে এ মতের পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। যাহা হউক সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এ প্রস্তাবটী আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। যাঁহারা কল্য বা অদ্য প্রাতে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ভাল হয়। আমি অবগত হইয়াছি যে রামসৃষ্টি কুণ্ডু মহাশয় আপনাদিগের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। তিনি অদ্য নফরবাবুর নিকট গিয়াছিলেন।

এই সময়ে রামসৃষ্টি কুণ্ডু মহাশয় নফরবাবুর প্রেরিত প্রস্তাবটী পাঠ করেন। প্রস্তাবটী এই যে "গত ১৩৩৭ সালের আশ্বিন সংখ্যক তাম্বুলি-হিতৈষী পত্রিকায় মাননীয় মহাত্মা নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ট্রাষ্ট ষ্টেট সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা এই সভা অনুমোদন করেন না।"

এই প্রস্তাবটীর অর্থ বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত কেদার নাথ আশ মহাশয় সভায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর সেই প্রবন্ধটী পাঠ করেন। তাহার পরে বলেন যে "এই প্রবন্ধে দেখিতেছেন যে প্রথম দফায় মহাত্মা নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের কথা আছে। এই প্রবন্ধটী ইহা অপেক্ষা ভাল ভাষায় লেখা যাইতে পারিত। অবশ্য লেখকের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তত্রাচ আমার মনে হয় যে এ কথাগুলি এইরূপে না বলিয়া অন্যরকম ভাবে বলিলেও চলিতে পারিত। সুতরাং

যদি আপনারা মনে করেন যে সত্য কথা লিখিলে—যে ভাবে লিখিয়াছেন (সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই) সেই ভাবটী আপত্তির বিষয়; সে ভাবের আমরা অনুমোদন করি না তাহা হইলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করাই প্রয়োজন।" ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। এই প্রবন্ধের লেখক, সম্পাদক প্রভৃতি কাহারও প্রতি কটাক্ষ হইবে না। এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিলে মহাত্মা নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী যদি সভায় যোগদান করেন তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। নফরবাবু সজাতির পৃষ্ঠপোষক, তিনি এতকাল ধরিয়া দান করিয়া আসিতেছেন এবং গত পনেরো বৎসরে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করিতে পারি। সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা আমাদিগের কিছুতেই উপযুক্ত নহে। তাহা হইলে আমাদিগের যেরূপ ক্ষতি হইবে তাহা পুরণের সম্ভাবনা থাকিবে না। আমি মনে করি আপনাদিগের ব্যক্তিগত কাহারও কিছু থাকিলেও সেগুলি আপাততঃ চাপিয়া রাখিয়া সজাতির মঙ্গলের জন্য এই প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করুন।

(প্রশ্ন হইল—সভা এই প্রস্তাব পাশ করিলে ভবিষ্যতে এরূপভাবে আলোচনার বাধা হইবে কিনা?"

কেদারবাবু উত্তর দেন—"আলোচনা চলিতে পারিবে, বাধা হইবে না।

মালদহের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ মহাশয় এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ইহাতে বৈঁচীর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি সিংহ আপত্তি করিয়া বলেন "এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় এ সভায় উপস্থিত না থাকায় আমরা সম্পূর্ণ দুঃখিত। কিন্তু

তিনি যে ভাবে সভায় অনুপস্থিত আছেন তাহাতে মনে হয় সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা বলবার ক্ষমতা বোধ হয় কোন লোকের থাকে না। সত্য জিনিষটা অপ্রিয় হ'লেও সেটা সত্য। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় যেটুকু লিখিয়াছেন তাহা একেবারে সত্য জিনিষ; কিন্তু অপ্রিয় সত্য হয়েছে মহাত্মা নফর চন্দ্র পাল চৌধুরীর কাছে। কিন্তু যদি এই নিয়ে, ব্যক্তিগত জিনিষ নিয়ে একটা মহাসম্মেলনের কার্য্যে ব্যাঘাত হয় তা হলে বুঝতে হবে যে ন্যায়, সত্য, ও ধর্ম্ম যার উপর এই জগতের প্রতিষ্ঠা সে জিনিষটা লোপ পেতে বসেছে। তা, হলে কেহ আর ন্যায় কথা বলবে না, সত্য কথা বলবে না, ধর্ম্ম কথা বলবে না। এখন সকলেই বিবেচনা করুন, ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে যে কোনটা যথার্থ এবং কোনটা অযথার্থ। যেহেতু মহাত্মা নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় ক্ষুন্ন হয়েছেন অতএব তাঁহাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য লেখককে অপদস্থ করা উচিত কিনা মনে রাখিবেন। সেই সময় কেদার বাবু বলেন—"সে কথা বলা হয়নি, ভাবের কথাই বলা হয়েছে।" বক্তা পুনরায় বলেন "খপরের কাগজে অনেক রকম লেখা হয়। হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী প্রভৃতির সম্পাদকগণ অনেকের সম্বন্ধে অনেক রকম লেখেন। criticism চিরকাল আছে ও চিরকাল থাকিবে। criticism is the product of wisdom এখন আমরা যে ভাষাটা শুনেছি তাহার মধ্যে এমন কোন বিশেষ অপ্রিয় কথা নাই যাহার জন্য লেখককে লাঞ্ছিত করিতে হইবে।

অতঃপর রামরঞ্জন সিংহ মহাশয় বলেন যে নফর বাবু বিস্তর টাকা দান করিয়াছেন। তিনি হয়ত একটী বিরাট সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণ বশতঃ, বিরাগ হেতু বা যে কোন কারণেই হউক তিনি হয়ত সেটা দিতে পাল্লেন না। তাহাতে দাতার বোধ হয় ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে কোন অপমান করা যায় না। কারণ তিনি

তাম্বুলি-মহাসম্মেলন

সভামণ্ডপের একাংশের দৃশ্য

দাতা এবং আমরা দান গ্রহণ করিয়াছি। যদি নফর বাবুর মনে লেখকের ভাষার জন্য আঘাত লেগে থাকে তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সভায় আনা উচিত।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্র বাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া এই আলোচনায় যোগ দেন। তিনি প্রথমে তাম্বুলি-হিতৈষীর জন্মকথা বর্ণনা করেন। তিনি তাম্বুলি-সম্মিলনী-সভার একজন সদস্য সুতরাং ইহার কর্ম্ম পদ্ধতির বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত। সেই সভা জাতির মঙ্গল করা অপেক্ষা ধনী সদস্যগণের মনোরঞ্জন করাই অধিক প্রয়োজন বলিয়া মনে করে। সুতরাং সেখানে সত্য বা স্বাধীন মতের কোন সম্মান নাই। এই জন্য সজাতিগণও সভার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। যুবকগণের সহিত কয়েক জনের এই সকল বিষয়ে নানা মতবিরোধ হয় এবং তাহার ফলে একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ও মাসিক পত্রিকা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই হিতৈষী কাহারও কাহারও চক্ষুঃশূলও হইয়াছে। এবং ইহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া নষ্ট করিবার জন্য সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনজন মাত্র ব্যক্তি এই মহাসম্মেলনে যোগদান না করিয়া নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা না হইলে তাম্বুলি পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত সেই প্রবন্ধের কোন প্রতিবাদ না করিয়া ছয়মাস পরে অকস্মাৎ মহা-সম্মেলনে এই প্রস্তাব তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই মহাসম্মেলনের দুইজন উদ্যোগীর হঠাৎ সভায় অনুপস্থিত হইবারই বা কি কারণ ছিল? আলোচ্য প্রস্তাবটী অতি কৌশলের সহিত লিখিত হইয়াছে। লেখা আছে "যেরূপ ভাবে" ইহার অর্থ বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। ভাষার জন্যও দাতার মনঃকষ্ট হইতে পারে বা ভাবের জন্যও হইতে পারে। দ্বিজেন্দ্র বাবু মনে করেন যে প্রস্তাবটীর ভাষা অস্পষ্ট রাখিয়া সত্য গোপনের চেষ্টা হইয়াছে। প্রস্তাবটীর অর্থ ইহাও হইতে পারে যে সমালোচনাটী সত্য নহে, মিথ্যা। তাহার পর তিনি বলেন যে

প্রবন্ধটীর ভাষা অনেক স্থলেই মূল দলিল হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং quotation এর মধ্যে দেখান হইয়াছে। প্রবন্ধটীর মধ্যে মাত্র কয়েকটী প্রশ্ন আছে। সমাজে যখন একজনে ট্রাষ্ট করেছেন তখন তাঁহার সেটা দেওয়া হয়ে গেছে। সম্পত্তিটী সমাজের এবং ট্রাষ্টিগণ তাহার রক্ষক মাত্র। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক সজাতিরই ঐ ট্রাষ্ট সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার অধিকার আছে সুতরাং কৌশল করিয়া সমালোচনা বন্ধ করা উচিত নহে। এই সময়ে সভাপতি মহাশয় দ্বিজেন্দ্র বাবুকে স্মরণ করাইয়া দেন যে তিনি সভার অত্যধিক সময় লইতেছেন। তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু অতি সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন এবং বলেন যে স্বাধীন সমালোচনা বন্ধ করিলে এই মহাসভা অনেক স্বাধীনচেতা প্রবীণ ব্যক্তি ও উৎসাহী যুবকদলের শ্রদ্ধা ও সাহায্য হারাইবে এবং জাতিরও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। তিনি উপসংহারে সজাতিগণকে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া এবং ন্যায় ও সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিতে পরামর্শ দেন। সেই সময় রাণাঘাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি দত্ত (এম, বি) উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া একটী নূতন প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাঁহার প্রস্তাব এই- "এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের দান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনি এই প্রবন্ধের জন্য যদি কষ্ট পাইয়া থাকেন তাহা হইলে এই সম্মেলন তজ্জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র নন্দী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

মেটিয়ারীর শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ দত্ত বলেন "নফর বাবুর দান সম্বন্ধে কথা হচ্ছে যে নফর বাবু অনেক দান করেছেন। আর ট্রাষ্ট সম্বন্ধে তিনি কি দিচ্ছেন না দিচ্ছেন, তাহা আমাদের ততটা দেখবার দরকার নাই। কেননা আমরা প্রার্থী। তিনি তাঁর কর্ত্তব্য করবেন।

কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে বিচার করা মানুষের কাজ নয়, ভগবান সেটা করেন।”

হাবড়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ বলেন—“সমস্ত সজাতিকে এক করে জাতির উন্নতি করিতে হইবে। আমাদের সমগ্র জাতির ভিতর সৎ, অসৎ, চোর, সাধু, মহাত্মা, নীচ সব রকম আছে। কিন্তু আমরা সব এক জাতি। সেই জাতীয়তার ভিতর বড়লোক গরীব কিছুই নাই, সকলেই আমার ভাই। যদি জাতির উন্নতি করিতে হয় নফর বাবু যতই অপরাধ করে থাকুন না কেন তাঁহাকে ভাই বলে আজ বুকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। (আনন্দধ্বনি) কেন নিয়ে আসিতে চাই? যে অসৎ তাহাকে সৎ করিবার জন্য বুকে টানতে চাই।” তিনি আরও বলেন “একদিক দিয়া দেখিলে এ প্রস্তাবের কোন মূল্য নাই। আজ এ প্রস্তাব যদি আপনারা অনুমোদন করেন, কালই যদি আবার তাঁহার দোষ-ত্রুটী দেখেন সম্পূর্ণভাবে আপনারা তাহার আলোচনা কর্ত্তে পার্ব্বেন, তাঁকে সংশোধন কর্ত্তে পার্ব্বেন। অতএব আমি আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে এই প্রস্তাব আপনারা অনুমোদন করুন তার পরে যা কিছু দোষ থাকে, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর্ত্তে হয় তা করুন।”

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ রক্ষিত বলেন—দুইটা বিরুদ্ধভাব চলেছে। একদিকে নফরবাবু, অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্র বাবু। আমরা যেমন নফর বাবুকে ত্যাগ কর্ত্তে পারি না, তেমনি দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত কর্ম্মীকেও ত্যাগ কর্ত্তে পারি না। যাঁহার চেষ্টায় একটী যুবক-সম্মিলনী গড়ে উঠতে পারে, যাঁহার চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষের দিনেও একখানা কাগজ চলতে পারে, যাঁহার চেষ্টায় শিক্ষিত সজাতিগণের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগৃহীত হইতে পারে তাঁহাকে আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। আমার মনে হয়, একটী মীমাংসা দরকার—সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া যে একটী সংশোধন

প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে আমরা সেটার পক্ষপাতী। আমরা নফর বাবুর কাছে মস্তক অবনত কর্বো এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুকেও আলিঙ্গন কর্বো, ভাই বলে গ্রহণ কর্বো। সুতরাং আমার মনে হয় সংশোধন প্রস্তাবটী গ্রহণ করাই ভাল। তাহার পর তিনি গৌরহরি বাবুর প্রস্তাবটী পাঠ করেন এবং সেই প্রস্তাবটী গ্রহন করিতে বলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ সেন মহাশয় বলেন—প্রথমতঃ কথা হচ্ছে যে আমরা নফরবাবুকে এই মহাসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু তিনি সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন 'এই হ'লে (অর্থাৎ তাঁহার প্রস্তাবটী গৃহীত হইলে) আমি যাইব।" তিনি আমাদের নেতৃস্থানীয়। যাঁহারা দেশের সেবা করেন, দশের সেবা করেন তাঁদের মনে কর্ত্তে হয় যে তাঁহারা দেশের ও দশনারায়ণের সেবক মাত্র। এখন আমরা এটা (তাঁর প্রস্তাবটী) পাশ করলে তিনি আসবেন, তাঁহার মনের মত না হইলে পর তাঁহার আসার স্থিরতা নাই। এই সম্মিলনী-সভার সভাপতি হয়ে এবং তাহার পর সমগ্র সজাতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে তিনি কি সমগ্র জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান নি? আমি চাই আপনারা সংশোধিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করুন। আমরা প্রার্থনা করি নফরবাবু আসুন। আমরা কাহাকেও ছাড়তে চাই না। আমরা এসেছি সবাই মিলে যুক্তি করে জাতির উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ কর্ত্তে। তিনি যদি অভিমান করে বসে থাকেন তা হ'লে ভাল হয় না।

ইহার পর সভার রীতি অনুসারে প্রথমে সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট লওয়া হইল। তাহাতে দেখা গেল যে প্রায় সকলেই ইহার পক্ষপাতী। পরে নফরবাবুর মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট লইয়া দেখা গেল মাত্র চারিজন ব্যক্তি ইহার পক্ষে হস্ত উত্তোলন করিলেন। এইরূপে মূল প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়া মহাসভায় সংশোধন প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

এই প্রস্তাবের আলোচনায় প্রায় এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

বেলা পাঁচ ঘটীকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচনসমিতির প্রস্তাবগুলির আলোচনা আরম্ভ হইল।এবং নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি গৃহীত হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১। যে সকল সজ্জাতি প্রথমে সর্ব্বথাক-মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এই মহাসম্মেলন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।

প্রস্তাবক--শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সমর্থক—শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত ;

থাকভাঙ্গা বিবাহের অধিক প্রচলন।

২। যে তাম্বুলি-জাতির সকল থাকের মধ্যে থাকভাঙ্গা-বিবাহ আরও বেশী প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক —শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, সমর্থক --শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে ;

আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য।

৩। যে হেতু সর্ব্বথাকের মিলন একান্ত প্রয়োজন সেই হেতু ভিন্ন ভিন্ন থাকের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীহরিধন কুণ্ডু, সমর্থক--শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে।

কমিটির সভ্যগণের নাম।

রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর, শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীবিহারীলাল মল্লিক, শ্রীআশুতোষ সেন, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর, শ্রীকালীপ্রসন্ন রক্ষিত, শ্রীহরিপদ দাঁ, শ্রীসরলকুমার কুণ্ডু, শ্রীনিমাইচরণ পাল, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী, শ্রীসত্যপদ কুণ্ডু,

শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত এবং শ্রীহরিধন কুণ্ডু। (গৃহীত হইল)

পণপ্রথা।

৪। থাক্-ভাঙ্গা বিবাহের সুবিধার জন্য পণপ্রথা সম্পূর্ণ রহিত করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস; সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ কর ও শ্রীদুর্গাচরণ দাস।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত মহাশয় ইহার একটী সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন। তিনি বলেন—"সর্ব্বথাকের বিবাহের সুবিধার জন্য পণপ্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা আবশ্যক তবে কন্যার পিতা তাঁহার অবস্থানুসারে—স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হইয়া যাহা দিবেন তাহাতেই পুত্রের পিতাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে"

ডাক্তার কৃষ্ণ প্রসাদ দে ইহা সমর্থন করেন; অধিকাংশের মতে চণ্ডীবাবুর এই সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডাইরেক্টারী।

৫। যে সমগ্র তাম্বুলী-জাতির ডাইরেক্টারী প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কমিটি গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—কালীচরণ গুঁই।

(গৃহীত হইল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

৬। যে মহাসভা হইতে একটী তাম্বুলী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, সমর্থক—শ্রীমনোহর রক্ষিত ও মোহিনী মোহন দত্ত। (গৃহীত হইল)

প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা।

৭। যে তাম্বুলি-জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরাদির সংস্কারকল্পে একটি কমিটি গঠন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল।

(গৃহীত হইল)

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

৮। যে এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

নামের তালিকা—রায় শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর (সভাপতি) শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীকেদারনাথ আশ, শ্রীবিহারীলাল মল্লিক, শ্রীহরিপদ দাঁ, রায় মন্মথনাথ দেব বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর, শ্রীরামগোপাল দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীখগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীহরিধন কুণ্ডু, শ্রীপঞ্চানন সিংহ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী, শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত (বাঁকুড়া), শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর। শ্রীরামরঞ্জন সিংহ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (বাঁকুড়া) শ্রীনীলমণি সিংহ (বৈঁচি), শ্রীপশুপতি দে (ডুমকা), শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে (গড়বেতা), শ্রীহর্ষগোপাল কুণ্ডু (রাজগ্রাম), শ্রীজগবন্ধু লাহা (কৃষ্ণনগর) শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সোম, শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত, শ্রীনিশানাথ দত্ত (সাঁওতাল পরগণা) শ্রীনবগোপাল দে (বীরভূম) শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা (সাঁওতাল পরগণা), শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (মেদিনীপুর), শ্রীকানাইলাল কর (মেদিনীপুর) শ্রীনিতাইহরি দে, রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে বালেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ

দে. (বালেশ্বর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত (বাঁকুড়া) শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত। পরে সদস্য সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে।

প্রস্তাবক—শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, সমর্থক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত।

(গৃহীত হইল)

নিয়মাবলী প্রস্তুতকারী কমিটি।

৯। যে এই মহাসম্মেলনের কার্য্য পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটী constitution committee (নিয়মাবলী প্রস্তুতকারী কমিটী) গঠিত করা হউক। উক্ত কমিটি অদ্য হইতে তিন মাসের মধ্যে নিয়মাবলী লিখিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে দাখিল করিবেন।

ভদ্রমহোদয়গণের নাম। রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর, শ্রীকেদারনাথ আশ, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীরামগোপাল দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীচণ্ডীচরন দত্ত, শ্রীজগবন্ধু লাহা, শ্রীবিহারী লাল মল্লিক, শ্রীহরিপদ দাঁ, শ্রীকালীপ্রসন্ন রক্ষিত।

প্রস্তাবক—শ্রীজগবন্ধু লাহা, সমর্থক শ্রীঅনুকূল চন্দ্র লাহা।

(গৃহীত হইল)

জাতীয় ভাণ্ডার।

১০। যে স্বজাতীয় দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী জাতীয় ফণ্ড করা হউক। উক্ত ফণ্ডে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ প্রত্যেকে ॥০ হিসাবে এবং দর্শকগণের যাঁহার যাহা ইচ্ছা এই ফণ্ডে দান করুন এবং কলিকাতার মধ্যে সজাতি ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের দোকানে এক একটী বাক্স রাখিয়া তাহার মধ্যে দৈনিক এক পয়সা, আইন ব্যবসায়ীগণ ও ডাক্তারগণ মাসিক ॥০ করিয়া এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া দান করুন। ফণ্ডের টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে।

প্রস্তাবক—শ্রীঅনুকূল চন্দ্র লাহা। সমর্থক—শ্রীদুর্গাচরণ দাস।

সেই সময়ে দর্শকগণের মধ্যে একজন বলেন "মফঃস্বলের টাকা যা আদায় হবে সেটা কি audit হবে?" শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় বলেন "আজ জাতীয় সম্মেলনে অনেক স্বজাতি মহোদয় ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। তাঁহারা যদি কিছু দিতে ইচ্ছা করেন আজ তাহা সাদরে গ্রহন কর্ব্বো এবং যে পাবার উপযুক্ত তাঁকে দান করা হবে।"

এই সময়ে শ্রীযুক্তবাবু হরিপদ দাঁ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন "এই যে টাকা তোলা হচ্চে এটা তাম্বুলি-হিতৈষীর হাতে দিয়ে দান হবে না পত্রিকার যে দরিদ্রভাণ্ডার আছে তার হাত দিয়ে হবে?"

কেদার বাবু উত্তর দেন টাকা আদায় হলে তা ঠিক হবে; দরিদ্রের জন্য তা দেওয়া হবে; আপনি আমি তা পাব না!"

এই সময় অর্থ সংগৃহীত হয় এবং মহাসম্মেলনের সভাপতির নিকট উক্ত টাকা জমা রাখা হয়।

প্রস্তাবটী সভায় গ্রাহ্য হইলে সভাপতি মহাশয় সাধারণের ইচ্ছা অনুসারে ঐ ফণ্ডের টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে আদেশ দেন।

চতুঃসাগরী সভা।

একাদশ প্রস্তাবটী এই যে "রাজহাটী থাকের সজাতিগণকে পুনরায় একটি চতুঃসাগরী সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বথাক মিলনের বিষয়ে মত দিতে অনুরোধ করা হউক।" শৈলেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজহাটী থাকের রাজকৃষ্ণবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, প্রভৃতিকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ কুণ্ডু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গোলগোবিন্দ দে মহাশয় ইহা সমর্থন করেন। ইহা যথানিয়মে গৃহীত হয়।

শিক্ষা বিস্তার কমিটি।

১২। যে জাতির শিক্ষা-বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা

হউক। নাম—শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীকেদার নাথ আশ, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম, শ্রীহরিপদ দাঁ, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীকিশোরী মোহন রক্ষিত, শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত।

প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সমর্থক—শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত।

(গৃহীত হইল)

বৈশ্যাচার।

দ্বাদশ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার পর শ্রীযুক্তবাবু তারিণীশঙ্কর সিংহ মহাশয় বৈশ্যাচার গ্রহণের প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাঁহার প্রস্তাব এই যে "সকল থাকেরই বৈশ্যাচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য এবং বৈশ্য জাতির অনুরূপ পনেরো দিনে অশৌচাদি আচার পালন বিধির বিশেষভাবে বিচার প্রয়োজন"। শ্রীযুক্তবাবু আশুতোষ দত্ত ইহা সমর্থন করেন। এ বিষয়ে নানা আলোচনা হয়। শেষে শ্রীযুক্তবাবু যজ্ঞেশ্বর কর বলেন "এটা বিশেষ গুরুতর জিনিষ ; অন্ততঃ এক বৎসর সময় দেওয়া হউক" পরে অধিকাংশের ভোটে ইহা এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হইল।

সজাতির পৃষ্ঠপোষকতা।

১৪। যে এই মহাসম্মেলন সজাতিগণকে সজাতির দোকান হইতে সমস্ত জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে এবং উপযুক্ত সজাতি থাকিলে তাঁহাকে কর্ম্মচারিরূপে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীসতীশচন্দ্র রক্ষিত, সমর্থক—শ্রীচারুচন্দ্র রক্ষিত।

(গৃহীত হইল)

নূতন পত্রিকা।

১৫। যে দুই পত্রিকা বাহির হইতেছে তাহারা পরস্পর কাহাকেও নিন্দাবাদ করিতে পারিবেন না। যদি এই দুই পত্রিকার মধ্যে পরস্পরের নিন্দাবাদ হয় তাহা হইলে এই মহাসম্মেলনের পক্ষ

হইতে একটী নূতন পত্রিকা বাহির হইবে এবং তাহাই জাতীয় পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীরজনীকান্ত মল্লিক, সমর্থক—শ্রীবিহারীলাল মল্লিক।

(গৃহীত হইল)

প্রেসের টাকা।

১৬। যে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ শীল মহাশয় জাতীয় পত্রিকার প্রেসের জন্য যে ৮০০৲ টাকা দান করিয়াছেন তাহা লইয়া একটী প্রেস স্থাপনের জন্য একটী কমিটি গঠিত করা হউক এবং উক্ত কমিটির উপর প্রেস স্থাপনের ভার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সমর্থক—শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত।

(গৃহীত হইল)

সেই সময়ে শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয় বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব আনয়ন করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই বিষয়টী বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটির দ্বারা প্রস্তাবিত হয় নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় আপত্তি করেন। অতঃপর যোগেন্দ্রবাবু বিধবা-বিবাহের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মেদিনীপুরের প্রতিনিধিবর্গ আগামী-বর্ষে মেদিনীপুরে মহাসম্মেলনকে আহ্বান করেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্তবাবু কেদারনাথ আশ এবং শ্রীযুক্তবাবু শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, স্বেচ্ছাসেবকগণ, সজাতি-সেবক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত নিতাই হরি দে, বরাহনগরের সজাতি যুবকগণের ঐক্যতান-বাদন-সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবার পর মহানন্দের মধ্যে সভাভঙ্গ হয়।

মহাসম্মেলনের হিসাব।

শ্রীহরিপদ গুঁই ১৲, শ্রীকৃষ্ণচরণ গুঁই ৫৲, শ্রীনীলরতন সেন ২৲, শ্রীআশুতোষ পাল ২৲, শ্রীগোবর্দ্ধন গিরী ৪৲, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ১৲, শ্রীসত্যচরণ দে ১৲, শ্রীমন্মথনাথ পাল ২৲, শ্রীতিতুরাম কর ১৲ চৌধুরাণী সৌদামিনী দাসী ৫৲, শ্রীআশুতোষ সেন ১৲, শ্রীমোহিনী মোহন মল্লিক ১৲, শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক, ১৲, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে ১৲, শ্রীদুর্গাচরণ দাস ১৲, শ্রীঈশানচন্দ্র দে ১৲, শ্রীরাধাগোবিন্দ কর ১৲, শ্রীরাজকৃষ্ণ কর ১৲, শ্রীযজ্ঞেশ্বর কর ২৲, শ্রীমানিকেশ্বর কুণ্ডু ১৲, শ্রীগোপালচন্দ্র মাল ১৲, শ্রীবিপিনবিহারী দাস বি-এল (উকীল) ২৲, শ্রীহারাধন মল্লিক ১৲, শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে ॥০ শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত ২৲, শ্রীবিপিনবিহারী দে ১৲, শ্রীঅনন্তচন্দ্র লাহা ১৲, শ্রীঅখিলচন্দ্র কুণ্ডু ১৲ শ্রীরামদাস কর॥০, শ্রীরাধাগোবিন্দ কুণ্ডু ॥০, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহা ॥০, শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত ॥০, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে ।০, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে ।০, শ্রীমনীন্দ্র নাথ দে ॥০, শ্রীআশুতোষ লাহা ॥০ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে ১৲, শ্রীরাধাপদ কুণ্ডু ৵০, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে ১৲, শ্রীউপেন্দ্রনাথ লাহা ৩৲, শ্রীগোপাললাল দত্ত ২৲, শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার ২৲, শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা ২৲, শ্রীচুনীলাল দে ৩৲, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আশ ১০৲, শ্রীহরিপদ পাল ৩৲, শ্রীফকিরচন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীসুসারময় সেন ॥০, শ্রীহরিপ্রসন্ন রক্ষিত ১৲, এম, দত্ত (ফটোগ্রাফার) ২৲, শ্রীসহায়রাম রক্ষিত ২৲, শ্রীসত্যপদ কুণ্ডু ।০, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রক্ষিত ৪৲, শ্রীগিরীশচন্দ্র নন্দী ২৲, শ্রীনিতাইহরি দে ২৲, শ্রীফকিরচন্দ্র সেন ১২৲, শ্রীঅনিলবিহারী নন্দী, ৫৲, শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত বি-এ, ২৲, শ্রীললিতমোহন রক্ষিত ২৲, শ্রীলালগোপাল দত্ত ৫৲, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উল্টাসাগর ২৲, শ্রীননীগোপাল দত্ত ২৲,

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ২৲, শ্রীসুধীরকুমার রক্ষিত ২৲, শ্রীজগবন্ধু দত্ত ২৲, শ্রীনিমাইচরণ পাল ৪৲, শ্রীপ্রমথনাথ পাল ৫৲, শ্রীখগেন্দ্র নাথ পাল ৫৲, শ্রীহারাধন দে ২৫৲, শ্রীনবকৃষ্ণ বর্দ্ধন ১৲, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে ১৲, শ্রীরামরঞ্জন সিংহ ১০৲, শ্রীমতিলাল নন্দী ৩৲, শ্রীমনোহর রক্ষিত ৪৲, শ্রীফকির চন্দ্র দে ২৲, শ্রীধর্ম্মদাস নাগ বি, এল (উকিল) ২৲, শ্রীযতীন্দ্রনাথ কোঁচ ২৲ শ্রীউষাকান্ত দাস ২৲, শ্রীলালবিহারী মল্লিক ২০৲. শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত ২৲, শ্রীগোষ্ঠবিহারী কর ২৲, শ্রীমহাদেবচন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু ১৲, শ্রীকানাইলাল সিংহ ২৲, শ্রীহরিদাস দে ৩৲, শ্রীদেবেন্দ্র নাথ লাহা ২৲, শ্রীঅটলবিহারী দাস ১৲, শ্রীপুলিনবিহারী দাস ১৲, ৺বিপিনবিহারী দাস ১৲, শ্রীভূধরনাথ সিংহ ২৲, শ্রীমতিলাল দাস ২৲, শ্রীসিধুগোপাল দত্ত ১০৲, শ্রীবিজয়কেশব সেন ৫৲, শ্রীধর্ম্মদাস সেন ১৲, শ্রীকমলাকান্ত দে ২৲, শ্রীহরিপদ দত্ত ১০৲, শ্রীশ্রীপতিচরণ কুণ্ড ৫৲, শ্রীআশুতোষ গুঁই ১৲, শ্রীফণীভূষণ পাল ২৭৲, শ্রীযুগোল কিশোর সেন ৫৲, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৲, শ্রীতুলসী চরণ আশ ২৲, শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ২৲, শ্রীবেণীমাধব দাস ১৲ ১৲, শ্রীকড়িচরণ সার ১৲, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি-এল, (উকিল) ২৲, শ্রীসুরেন্দ্র মোহন দাস ১৲, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ২৲, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ কুণ্ডু ২৲, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দরিপা ॥০, শ্রীবিনোদবিহারী দাস ২৲, ঝালদা তাম্বুলি-সমিতি ১০৲, (মারফত শ্রীযুক্ত উমাকান্ত পাল), শ্রীসারদা-প্রসাদ দে ১৲, শ্রীহরিনারায়ন সেন ১৲, রাখহরি দত্ত ১৲, শ্রীরাম-নারায়ণ কুণ্ডু ১৲, শ্রীদুর্লভচন্দ্র কুণ্ডু (ছোট) ॥০, শ্রীকৃত্তিবাসী সেন ১৲, শ্রীবনবিহারী দে ১৲, শ্রীফকিরচন্দ্র কুণ্ডু ১৲, শ্রীদুল ভচন্দ্র কুণ্ডু (বড়),২৲ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥০, শ্রীহরিপদ দাঁ ৩৲, শ্রীআশুতোষ পাল ২৲,

শ্রীরাখালচন্দ্র কুণ্ডু ১৲, শ্রীহেমচন্দ্র কর ৪৲. শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ কর ১৲, শ্রীশ্রীধর চৌধুরী ৪৲, শ্রীভুবনেশ্বর কর ২৲, শ্রীকালীপদ সেন ১৲, শ্রীবেনীমাধব সেন ৫৲, শ্রীশ্যামাচরণ রক্ষিত ২৲, শ্রীগোপীনাথ দত্ত ১০০৲, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ রক্ষিত ১৲, শ্রীগোপীনাথ দরিপা ১০৲, শ্রীনেপালচন্দ্র নন্দী ১৲, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীরামময় কর ২৲, শ্রীরামপদ কুণ্ডু ১৲, শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু ১৲, শ্রীজন্মেঞ্জয় নন্দী ১৲, শ্রীরামলাল কুণ্ডু ২৲, শ্রীজয়নারায়ণ কর ২৲, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত (মোক্তার) ৫৲, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ১১৲. শ্রীকালীপদ চৌধুরী ৫৲, শ্রীবরদাকান্ত বর্দ্ধন ১৲, শ্রীহৃদয়চাঁদ কর (ডাক্তার) ৷৷০, শ্রীভাগবৎচন্দ্র দে ১৲, শ্রীরামকৃষ্ণ কর ১৲, শ্রীকানাইলাল কর ১৲, রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে ১৲, শ্রীগিরীশচন্দ্র কর ১৲ শ্রীবিনোদবিহারী কর (ডাক্তার) ১৲, শ্রীগগনবিহারী কর ৷৷০, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার কুণ্ডু ৫৲, শ্রীবক্রনাথ দত্ত ৫৲, মেসার্স বামাচরণ দত্ত ও গোপীনাথ দত্ত ১৫৲, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল ২৲, শ্রীরঘুনাথ নন্দী ২৷৷০, শ্রীপৃথ্বীনাথ দে ২৷৷০, শ্রীসীতানাথ দত্ত ২৷৷০, শ্রীভগবান মহাপাত্র ২৷৷০, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পিরী ২৷০, শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র মহাপাত্র ৷৷০, শ্রীমোহন ভদ্র ২৷৷০, শ্রীমদন-মোহন দে ২৷৷০, শ্রীক্ষীরনারায়ণ পিরী ২৷৷০ শ্রীদুর্গাচরণ দে ২৷৷০ শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ পিরী ৷৷০, শ্রীবনমালী ভদ্র ৷৷০, শ্রীক্ষেত্রমোহন ভদ্র ৷৷০, শ্রীচিন্তা-মণি দত্ত ৷৷০, শ্রীরাধাবল্লভ দে ২৷৷০, শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত ৷৷০, শ্রীরঘুনাথ পিরি ৷৷০, শ্রীপরীক্ষিৎ দত্ত ৷৷০, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে ৷০, শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৲, শ্রীধ্বজাধারী বর্দ্ধন ২৲, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত ২৲, শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল, ২৲, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে ২৲, শ্রীরজনীকান্ত পাল ২৲, শ্রীনিশানাথ দত্ত এম-এ ২৲, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল ২৲, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত ২৲, শ্রীকিশোরীমোহন রক্ষিত ৪৲, শ্রীকেদারনাথ আশ বি-এল ৫০৲, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুঁই ২৲, শ্রীসতীশচন্দ্র রক্ষিত ২৲, শ্রীহরিপদ দাঁ

ও যতীন্দ্রনাথ দাঁ ৭৲, শ্রীহরিদাস রক্ষিত ১৲, শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী দাসী ২৲, শ্রীবিমলচন্দ্র পাল ১৲, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল ২৲, শ্রীকালীদাস রক্ষিত ৫৲, শ্রীইন্দুভূষণ আশ ২৲, শ্রীদুর্লভচন্দ্র সোম ২৲, শ্রীপশুপতি দাস ৮৲, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৲, শ্রীমহামূল্য আশ ৭৲, শ্রীগণেশচন্দ্র পাল ১৲, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং ৪৲, শ্রীরাধাচরণ দত্ত ২৲, শ্রীরাইচরণ চেল ৫৲, শ্রীকালীচরণ রক্ষিত ২৲, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল ১৲, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল ২৲, শ্রীসুবলচন্দ্র সেন ১৲, শ্রীমন্মথনাথ দাস ১৲, শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস ১৲, শ্রীভূতনাথ সেন ২৲, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৲, শ্রীপতিচরণ আশ ১৲, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর ২৲, শ্রীপরেশচন্দ্র পাল ৫৲, শ্রীখগেন্দ্রনাথ পাল ২৭৲, শ্রীগোপালচন্দ্র দে ২৲, শ্রীযোগজীবন কোঁচ ২৲, শ্রীরাখালচন্দ্র পাল ২৲, শ্রীমাণিকচন্দ্র লাহা ॥০, শ্রীঅধরচন্দ্র রক্ষিত ২৲, শ্রীআশুতোষ রক্ষিত ১৲, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲, শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী বি-এল ২৲, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲, শ্রীবিনোদবিহারী নন্দী ২৲, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস ৫৲, শ্রীসাগরচন্দ্র রক্ষিত ৪৲, শ্রীনফরচন্দ্র সিংহ ১৲, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল ১৲, শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত ৩৲, শ্রীসুরেশচন্দ্র দে ১৲, শ্রীনীলোৎপল দত্ত ১৲, শ্রীযুগোলকিশোর দরিপা ও লক্ষ্মীনারায়ণ পাল ৭৶০, রাজহাটী থাকের তাম্বুলী মহোদয়গণ (মারফত শ্রীরাখালচন্দ্র সেন) ১৬৲, মারফত শ্রীরামস্বষ্টি কুণ্ডু ১০৲, শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু ২৲, শ্রীরজনীকান্ত হালদার ৫৲, শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে ২৲, শ্রীনিবারণচন্দ্র রক্ষিত ২৲, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ॥০, শ্রীসর্বেশ্বর ভদ্র ।০, শ্রীবেণীমাধব দে ১৲, শ্রীঅক্ষয়কুমার দে ॥০ মোট আদায় আটশত পঁচিশ টাকা চারি আনা মাত্র ৮২৫।০

—খরচ—

১। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বালেশ্বর, মেদিনীপুর ইত্যাদি যাতায়াতের খরচ— ৪৩৶১০,

২। মেদিনীপুর যাতায়াতের খরচ— ১০৲

৩।	বোলপুর কৃষ্ণনগব ও বৰ্দ্ধমান যাতায়াতের খরচ—	১১৶০
৪।	মনিহারি দ্রব্য খরিদ—	৫৲
৫।	তুলা, কাপড়, গঁদ ইত্যাদি খরিদ—	৩।০
৬।	কাগজ ও খাম খরিদ—	১০৵০
৭।	প্রেস খরচ—	৬৮৸৶৫
৮।	ডাক টিকিট খরিদ—	৩৪৲
৯।	ট্যাক্সিভাড়া—	১৬৵০
১০।	ট্রাম, বাস, গাড়ী ও রিক্সাভাড়া—	৩১৸১৫
১১।	মহেশ্বরী ভবনের ভাড়া—	৪০৲
১২।	মনিঅর্ডার ফিঃ রেজিষ্ট্রেশন ফিঃ	॥৵০
১৩।	টেলিগ্রাফ খরচ—	২৲
১৪।	জলখাবার ইত্যাদি খরচ—	১৪১/০
১৫।	চা সরঞ্জাম ও চা, দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি খরচ—	১৮৲
১৬।	ফুলের মালা, তোড়া ইত্যাদি—	১১৵০
১৭।	পান খরিদ—	১৫॥৶০
১৮।	খুচরা খরচ—	১৲
১৯।	কমড খরিদ—	৭৸০
২০।	মাটির ডিস খরিদ—	১২৸০
২১।	কনসার্ট পার্টির গাড়ী ভাড়া—	১২৲
২২।	প্ল্যাট- ফরম টিকিট খরিদ—	১॥৵০
২৩।	চেয়ার, পর্দ্দা ইত্যাদি ভাড়া—	৩০৲
২৪।	ব্যাজ খরিদ—	১১।০
২৫।	কাষ্ঠ ও কয়লা খরিদ—	১।০
২৬।	চাকরের বেতন—	৯॥০
২৭।	চাকরের বকশিষ—	২৲
২৮।	জমাদারের বকশিষ—	৩৲

২৯। দফে প্রেস খরচ— ৪৷৷০

৩০। চেয়ার ভাড়া ইত্যাদি দঃ ১খানি চেয়ারের কমতার জন্য মূল্য দেওয়া হয়— ১৷৷০

মোট খরচ—পাঁচশত ষাট টাকা চারি আনা দুই পয়সা মাত্র— ৫৬০।১০

আয় ও ব্যয়ের হিসাব

মোট জমা—৮২৫।০

মোট খরচ—৫৬০।১০

মজুত—২৬৪৮৵১০

Calcutta
9th April
1931

Examined and found correct
Nilmoni Singha
Kali Krishna Rakshit
Auditors.

জাতীয় ভাণ্ডার

রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর ৫৲, শ্রীরামনিধি দে ১৲, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সিংহ ১৲, শ্রীগৌরগোপাল সিংহ ১৲, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে ১৲, শ্রীতুলসী চরণ সেন ১৲, শ্রীবিপ্রচরণ রক্ষিত ১৲, শ্রীচন্দ্র মোহন সেন (মাজি) ৷৷০. শ্রীঅধর চন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীনিবারণ চন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীপ্রিয়নাথ নাগ ১৲, শ্রীবিদ্যাধর আশ ১৲, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ গুঁই ১৲ শ্রীকালীপ্রসন্ন রক্ষিত ১৲, শ্রীমতিলাল কুণ্ডু ১৲, শ্রীদুর্গাচরণ দাস ২৲ শ্রীরজনী কান্ত মল্লিক ১৲, শ্রীগোষ্ঠ বিহারী সিংহ ১৲, শ্রীঅনাদি চরণ নন্দী ২৲, শ্রীতুলসী চরণ আশ ১৲, শ্রীগঙ্গাহরি নন্দী ১৲, শ্রীভবতারণ গুঁই ১৲, শ্রীনগেন্দ্র নাথ নাগ ১৲, শ্রীউমাচরণ কর ৷৷০, শ্রীযজ্ঞেশ্বর কর ১৲, শ্রীআশুতোষ সেন ১৲, শ্রীসুধন্য চরণ কর ৷৷০, শ্রীবটকৃষ্ণ দে ১৲, শ্রীশরৎ চন্দ্র কর ১৲, শ্রীবৈদ্যনাথ হালদার ১৲,

শ্রীনবকিশোর বর্দ্ধন ১৲, শ্রীহরিনারায়ণ রক্ষিত ১৲, শ্রীগৌরহরি রক্ষিত ১৲, শ্রীপ্রমথ নাথ কুণ্ডু ২৲, শ্রীকালীচরণ গুঁই ১৲, শ্রীসত্য কিঙ্কর দত্ত ১৲, শ্রীশম্ভুনাথ রক্ষিত ১৲, শ্রীদ্বিজপদ কুণ্ডু ১৲, শ্রীদোলগোবিন্দ দে ১৲, শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে ১৲, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কুণ্ডু ।০, শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত ১৲, শ্রীশ্রীপতিচরণ কুণ্ডু ১৲, শ্রীরামকৃষ্ণ কর ১৲, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র পাল ১৲, শ্রীমাণিকেশ্বর কুণ্ডু ॥০, শ্রীখগেশ চন্দ্র দত্ত॥০ শ্রীহরিপদ সেন ॥০, শ্রীযতীন্দ্র নাথ দে ১৲, শ্রীঅভয় চরণ নন্দী ॥০, শ্রীরামেশ্বর মল্লিক ১৲, শ্রীগোষ্ঠবিহারী লাহা ১৲, শ্রীতিনকড়ি গুঁই ১৲, শ্রীতারিণী শঙ্কর সিংহ ২৲, শ্রীভূতনাথ সেন, ১৲ শ্রীতুষার-ময় সেন ১৲ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ সেন ১৲, শ্রীখগেন্দ্র নাথ সিংহ ১৲ শ্রীমোহিনী মোহন দত্ত ১৲, শ্রীসতীশচন্দ্র রক্ষিত ১৲, শ্রীশশিভূষণ দাস ১৲, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দত্ত ১৲, শ্রীপ্রমথনাথ আশ ১৲, শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র পাল ১৲, শ্রীনিরঞ্জন পদ সেন ১৲, শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ১৲ শ্রীপ্রভাশ চন্দ্র আশ ১৲, শ্রীগোবর্দ্ধনধারী লাহা ১৲, শ্রীকিশোরী মোহন রক্ষিত ৪৲।

মোট ... ৭৬৸০

মহাসম্মেলনের পর

প্রথম সভা।

তারিখ—১৫ই চৈত্র, ১৩৩৭ সাল, স্থান—ট্রেনিং একাডেমি স্কুল।

আলোচ্য বিষয়—কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

সভাপতি—**শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল,**

নানা আলোচনার পর সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক **সমিতি গঠিত হয়।**

মহাসম্মেলনের পর।

সভাপতি—রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর।

সহঃ সভাপতি—শ্রীকেদার নাথ আশ বি, এল্।
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সোম বি, এল্।
শ্রীবিহারীলাল মল্লিক।
শ্রীরামরঞ্জন সিংহ।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীকিশোরী মোহন রক্ষিত এম, এ, বি, এল্।
শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু বি, এ।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীনিমাইচরণ পাল।
শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত।
শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীহরিপদ দাঁ।
শ্রীহরিধন কুণ্ডু।

হিঃ পরীক্ষক—শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত বি, এ, বি,টি।
শ্রীনীলমণি সিংহ।

সভ্যগণ।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ নন্দী এম, বি, বি, এস্ সি,।
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্,।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর।
শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী—বি, এল।
শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত।
শ্রীঅনুকূল চন্দ্র লাহা।
শ্রীভূতনাথ সেন।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু এম, বি, ডি, টি, এম্।

শ্রীহরিদাস মল্লিক।

শ্রীচারুচন্দ্র মল্লিক।

উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া তাম্বুলি মহাসম্মেলনের কার্য্য-করী সমিতি গঠিত হইল।

এই সভায়—নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ সাধারণ সভ্যনির্ব্বাচিত হন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে (ডুমকা) শ্রীপ্রমথ নাথ সিংহ (বৈঁচী), শ্রীহরি নারায়ণ সেন, (মেটিয়ারি), শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ সেন (মেটিয়ারি) শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন (মেটিয়ারি) শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (তমলুক), শ্রীযতীন্দ্র নাথ কর (বালেশ্বর), শ্রীলালগোপাল দত্ত (হবিবপুর) শ্রীরাখালদাস সিংহ (কলিকাতা) শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীতারাপদ দত্ত, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুগোল কিশোর সেন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, শ্রীগোবর্দ্ধন দাস, শ্রীহরিদাস মল্লিক।

কার্য্যকরী সমিতির দ্বিতীয় সভা।

তারিখ—১৮চৈত্র স্থান—২১০ হ্যারিসন রোড

সভাপতি—শ্রীরামরঞ্জন সিংহ

রাজেন্দ্রবাবুর প্রেরিত তালিকা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত হারে মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইল।

শ্রীমতী কালীদাসী—২৲

খানাকুল

শ্রীমতী উত্তমমণী দাসী—২৲

মেদিনীপুর

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী—২৲

মেদিনীপুর

শ্রীমতী তারা দাসী—২৲
বালেশ্বর

শ্রীপাঁচকড়ি মল্লিক—৩৲
ঘাঁটাল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত—২৲
মেদিনীপুর

শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী—২৲
বাঁকুড়া

২। রাজেন্দ্রবাবু সহকারী সভাপতির কার্য্য করিতে অক্ষম এই মর্ম্মে একখানি পত্র দিয়াছিলেন তাহা সভায় পঠিত হয়।

৩। হরিপদ দাঁ মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্রলেখা হয়।

কার্য্যকরী সমিতির তৃতীয় সভা

তারিখ ২৭ বৈশাখ—স্থান ২১০নং হ্যারিসন রোড

সভাপতি—শ্রীবিহারীলাল মল্লিক

নানাস্থানের ছাত্রগণের প্রেরিত পত্রগুলি পঠিত হয়।

হঠাৎ ছাত্রগণের দান বন্ধের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং যাহাতে দান পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সভাস্থ সকলেই চেষ্টান্বিত হইলেন।

স্থির হইল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সিংহ, রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্তশ্রীরাম চন্দ্র কর, শ্রীযুক্তশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ আশ, ডাঃ রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডুকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইবে। তাঁহারা নফরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমিচীন মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিবেন।

এই সভায় মেহেরপুরের কয়েকটি ছাত্রের দুরবস্থার কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবু চারু চন্দ্র নন্দী তাহাদিগের একজনকে ১২ মাসের (১৯৩১ সালের) মাহিনা দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ইহাও স্থির হয় যে গত মহাসম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে তাম্বুলি-পত্রিকা অথবা তাম্বুলি-হিতৈষী এই পত্রিকা দ্বয়ের মধ্যে যদি পরস্পরের নিন্দাবাদ হয় তবে মহাসম্মেলনের পক্ষ হইতে একটী নূতন পত্রিকা বাহির হইবে এবং তাহাই জাতীয় পত্রিকা বলিয়া 'গৃহীত হইবে। উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রমে তাম্বূলি-পত্রিকায় মাঘ, ফাল্গুন সংখ্যায় (১০ ও ১১ দশ) ১৩৩৭, কতিপয় অত্যন্ত আপত্তিকার উক্তি মহাসম্মেলনের বিরুদ্ধে লিখিত হওয়ায় ইহা স্থিরীকৃত হইল যে তাম্বুলি-মহাসম্মেলন তাম্বুলি-হিতৈষী' পত্রিকাকে তাঁহাদের মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করিবেন। এবং উপস্থিত এই মহাসম্মেলনের যাবতীয় কার্য্যবিবরনী উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। যুবক-সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয়কে এবিষয় জ্ঞাপন করা হউক।

এই সভায় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ পাল, শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার রক্ষিত এবং শ্রীযুক্ত মহামূল্য আশ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

পূর্ব্বমাসের ন্যায় এমাসেও দরিদ্রদিগকে দানকরিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। শ্রীমতী চঞ্চলা দাসীকে এমাসের জন্য ২৲ টাকা দেওয়া হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চতুর্থ সভা।

তারিখ—১৩ আষাঢ় ২১০ হ্যারিসন্ রোড।

সভাপতি—শ্রীরামরঞ্জন সিংহ।

সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নিকট চাঁদা আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভার দেওয়া হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীবৈদ্যনাথ রক্ষিত, শ্রীসতীশচন্দ্র রক্ষিত শ্রীহরিধন কুণ্ডু, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত। পত্র ছাপাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজেন্দ্র বাবু তাম্বুলি-হিতৈষী গ্রহনের প্রস্তাব পুনরায় আলোচনার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু নফর চন্দ্র ট্রাষ্টফণ্ডের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে নানা মত বিরোধ হয়। অবশেষে তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

কার্য্যকরী সমিতির পঞ্চম সভা।

তারিখ—৩রা শ্রাবণ স্থান ২১০ হ্যারিসন রোড।

সভাপতি—শ্রীরামরঞ্জন সিংহ।

১। চাঁদা আদায় কারিগণ বিল বহি লইলেন।

২। মহাসম্মেলনের কার্য্য বিবরণী ছাপাইবার জন্য ১০০৲ টাকা মঞ্জুর হয়।

৩। বালেশ্বরের শ্রীমতী তারা দাসীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার স্থানে যাদববাটীর শ্রীমতী আতরমণী দাসীকে মাসিক ২৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়।

৪। গড়বেতার ছাত্র শ্রীমান্ সুধীর চন্দ্র পিরিকে সাহায্য করিবার জন্য সভাতেই সভ্যগণের নিকট হইতে ১২৲ টাকা নগদ এবং ১৩৲ টাকার অঙ্গীকার পাওয়া গেল!

জাতীয় ভাণ্ডারের হিসাব

সন ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন মাসের জের——

মোট জমা-- ৭৬৸০ ৬০৸৶০

চৈত্র মাসের দান—১৫৲

মনিঅর্ডার খরচ— ৸৶০

৬০৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ কর	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত দত্ত	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ দে	৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ দত্ত	১৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু জানকী নাথ লাহা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল মল্লিক	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠ বিহারী দে	॥০
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ দত্ত	১৲
মেসার্স জয়হরি দত্ত এণ্ড সন্সস্	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কেশব সেন	॥০
শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র নন্দী (একটী দরিদ্র সজাতি শিক্ষার্থী বালকের জন্য)	২০৲
শ্রীযুক্ত বাবু অনিল বিহারী নন্দী	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামরঞ্জন সিংহ	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল দত্ত	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন রক্ষিত	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ রক্ষিত	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ বক্ষিত	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু এককড়ী চেল	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূল চন্দ্র লাহা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি সিংহ	১৲
	৭৭৲ ৭৭৲

মোট জমা	১৩৭৮৵০
বাদ খরচ	৯৫॥০
মজুত	৪২।৶০

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ		একুনে
শ্রীমতী কালীদাসী	২৲	২৲	২৲	„	=	৬৲
শ্রীমতী উত্তমমণি দাসী	২৲	২৲	২৲	„	=	৬৲
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী	২৲	২৲	২৲	„	=	৬৲
শ্রীমতী তারামণি দাসী	২৲	০	০	„	=	২৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী	২৲	২৲	২৲	„	=	৬৲
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি মল্লিক	৩৲	৩৲	৩৲	„	=	৯৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	২৲	২৲	২৲	„	=	৬৲
শ্রীমতী চঞ্চলা দাসী	২৲	২৲	২৲	„	=	৬৲
শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত (ছাত্র)	০	০	২০৲	„	=	২০৲
শ্রীসুধীরচন্দ্র গিরি (ঐ)	০	০	০	২১৲	=	২১৲
জনৈক সজাতি (এককালীন দান)				২৲	=	২৲
শ্রীমতী আতরবালা দাসী	০	০	২৲	০	=	২৲
	১৭৲	১৫৲	৩৭৲	২৩৲	=	৯২৲
মনি অর্ডার খরচ						৩।০
মোট খরচ						৯৫।০

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—

বরাহনগরের সজাতি ফটোগ্রাফার এম, দত্ত মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে মহাসম্মেলনের ফটো তুলিয়া দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যদি কেহ মহাসম্মেলনের ফটো বা তাহার এনলার্জ্জমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র লিখিতে পারেন।

এম, দত্ত
ফটোগ্রাফার
পালপাড়া, বরাহনগর,
পোঃ বরাহনগর, জেলা ২৪ পরগনা।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	পৃষ্ঠা
সাহাষ্য	সাহায্য	১৭	১
কোনই	কোন	৬	৪
ফল	ফল হয়	৭	৪
সম্বীয়	স্বর্গীয়	১৪	৫
মহাশর	মহাশয়	২	৬
মফস্বলের ও	মফঃস্বলেরও	৪	৬
করিয়াছিহেন	করিয়াছিলেন	১০	৬
বেণুকা বালা	রেণুকা বালা	১৭	৬
হইল	হইলেন	৩৩	৬
কুলচী	কুলজী	৭	৭
বিবাহ ও	বিবাহও	১৬	৭
যহাশয়	মহাশয়	১৮	৭
পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত	২	৮
লধিকার	অধিকার	২৩	৮
প্রতীক্ষা	প্রতিজ্ঞা	১৫	১০
আগ্রহ ও	আগ্রহও	৪	১৬
যাহ	যাহা	৩	১৮
সভায়	সভার	৪	১৮
সংস্কাব কল্পে	সংস্কার কল্পে	৯	২৩
সভার	সভায়	২৫	২৬
উৎসুকা	ঔৎসুকা	৯	২৭
ইহারা	ইঁহারা	২৬	২৭
করেন	করে	১৯	২৮
ছইতে	হইতে	২৩	৩৩

তাম্বূলি মহাসম্মেলনের স্মারকপত্র

ও

নিয়মাবলী

(১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজেষ্টারী কৃত)

সম্পাদক, তাম্বূলি মহাসম্মেলন
৭৭, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড,
কলিকাতা।

Memorandum of Association

(সম্মেলনের স্মারক পত্র)

১) এই সমিতির নাম তাম্বুলি মহাসম্মেলন (অতঃপর) ইহা মহাসম্মেলন নামে অভিহিত হইবে।

২) মহাসম্মেলনের সরকার অনুমোদিত (Registered) কার্য্যালয় কলিকাতা সহরেই থাকিবে—বর্ত্তমান কার্য্যালয় ৪৭, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে অবস্থিত।

৩) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি লইয়া মহাসম্মেলন গঠিত হইয়াছে :—

(ক) দুস্থ তাম্বুলি জাতি ও তাহাদের পরিবারবর্গের দুঃখ মোচনার্থ দানের ব্যবস্থা করা—

(খ) তাম্বুলি জাতির নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্ম্ম ও শিক্ষার সুবিধা ও উন্নতি বিধান করা—

(গ) সমগ্র তাম্বুলি জাতির ও ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে আবশ্যকীয় জ্ঞানের প্রচার করা—

(ঘ) মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি এবং সামাজিক সভাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সংঘবদ্ধ জীবনের সুবিধা ও উপকারিতা বিষয়ক জ্ঞানের পুষ্টি সাধন করা—

(ঙ) তাম্বুলি জাতির হিতার্থে গৃহাদি নির্ম্মাণ, আশ্রম, হাসপাতাল, পুস্তকাগার, পাঠাগার, বান্ধব সমিতি, নৈশ বিদ্যালয়, শিল্প, ধর্ম্ম এবং সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন, ক্রীড়া কৌতুকাদির ব্যবস্থা করা—

(চ) বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তাম্বুলি সম্প্রদায়ের মিলন সংঘটন করা এবং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে সহযোগীতা ও সাহার্য্যের মনোভাব পরিস্ফুট হয় তাহার বিধান করা—

(ছ) যাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ সকল থাকের তাম্বুলিগণের মধ্যে মিলন আরও গভীরতরভাবে হইতে পারে এবং যাহাতে তাহাদিগকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে একত্রিত (মিলিত) করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা—

(জ) বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশস্থ অন্যান্য জাতির সহিত যাহাতে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা—

(ঝ) নিরাশ্রয় তাম্বুলি জাতির নরনারী এবং শিশুদের জীবন এবং ধন সম্পত্তির রক্ষার ব্যবস্থা করা—

(ঞ) মহাসম্মেলনের হিতার্থে ইহার বিষয় সম্পত্তি ক্রয়, অধিকার, বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া, বন্ধক রাখা এবং পাট্টাবিলির অধিকার থাকিবে ; ইহার সুদ দিবার অঙ্গীকার পত্র (Debenture) দান করিবার, কোন ব্যবসায়ের অংশীদার নিযুক্ত হইবার, সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার এবং অন্য উপায়ে টাকা খাটাইবার ক্ষমতা থাকিবে দান গ্রহণ, চাঁদা আদায় করিবার অধিকার থাকিবে, যে কোন সম্পত্তির বা ইহা অছি নিযুক্ত হইবার ও ইহার ক্ষমতা থাকিবে।

(ট) সময়ে সময়ে যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেইরূপ ভাবে মহাসম্মেলনের তহবিলে চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যরূপে চেষ্টা করিতে পারিবে বা লিখিত আবেদন পত্র বাহির করিতে পারিবে।

(ঠ) উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহের যে কোনটীর অনুরূপ কর্ম্ম-পন্থা কোন সমিতি বা সংঘ গ্রহণ করিলে ইহা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে।

(ড) সময়ে সময়ে যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেইরূপ ভাবে ইহা ইহার সঞ্চিত অর্থ খাটাইতে পারিবে।

(ঢ) যে কোন সভা বা সমিতি একই উদ্দেশ্যে গঠিত ইহা তাহাদিগকে ইহার সহিত একত্রিত করিতে পারিবে।

(ণ) ইহা অন্যান্য যে কোন কার্য্য করিতে পারিবে যাহা আকস্মিক বলিয়া অথবা যাহা ইহার সমুদয় বা কোন একটীর উদ্দেশ্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। মহাসম্মেলনের সম্পত্তি বা আয় ইহার গৃহীত কর্ম্মপন্থার প্রসার এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত হইবে—ইহার লভ্যাংশ কখনও সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত বা বণ্টিত হইতে পারিবে না।

(ক) তবে ইহা প্রকাশ থাকে যে কর্ম্মচারী বা ভৃত্যগণের বেতন অথবা সভা বা অন্য কাহারও ইহার জন্য কৃত কোন কর্ম্মের বিনিময়ে পারিতোষিক বা দর্শনীরূপে দিবার ইহার অধিকার থাকিবে।

(খ) ইহার কোনও একজন সভ্যের বা অন্য কোন সভ্যের সহিত একত্রিত ভাবে বা অপর কাহারও প্রদত্ত ঋণের সুদ পরিশোধ অথবা আইনতঃ অন্য কোনরূপ পাওনার টাকা পরিশোধ দিতে পারিবে।

(গ) মহাসম্মেলনের সাময়িক বিধানানুযায়ী চাঁদার টাকা সভ্যগণকে ফেরৎ দস্তুরী, অনুগ্রহ স্বরূপ অন্য কোনরূপ বাদ বা ধরাট (rebate) দিবার ইহার অধিকার থাকিবে।

(ঘ) মহাসম্মেলনের প্রকাশিত কোন পুস্তক বা অন্য কোন প্রচার পত্র ইহা বিনামূল্যে সভ্যগণের মধ্যে বিতরণ বা দাম কমাইয়া বিক্রয় করিতে পারিবে বা ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনাবশ্যক বাজার পাওনা ছাড়িয়া দিতে পারিবে কিন্তু প্রকাশ থাকে যেন ইহা ইহার কার্য্যকরী সমিতির কোনও সভ্যকে মাহিনা বা, দর্শনীযুক্তপদে বাহাল করিতে পারিবে না—তাঁহারা কেবল মহাসম্মেলনের কোন কার্য্যের জন্য যদি কিছু নিজের তহবিল হইতে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা ফিরাইয়া পাইবেন অথবা যদি কিছু কর্জ্জ দিয়া থাকেন—তাহার সুদ দিবার কিম্বা ইহার ব্যবহৃত গৃহের ভাড়া দিবার অধিকার ইহার থাকিবে।

৬। নিম্নে যে সকল সভ্যের উপর মহাসম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির ভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহাদের নাম ঠিকানা এবং পেশার বিবরণ দেওয়া হইল।

	নাম, ঠিকানা	পেশা	
১।	শ্রীবসন্তকুমার সিংহ ৬, মার্কাস স্কোয়ার, কলিকাতা	ব্যবসায়	সভাপতি
২।	শ্রীবিহারীলাল মল্লিক ৭, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা	ঐ	সহকারী ঐ
৩।	রায় সাহেব তারাপদ দত্ত বি, ই ১।১, রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর	চাকরী	ঐ
৪।	শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী বি, এল ৪৭, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা	ব্যবসায়	সম্পাদক
৫।	অনুকুলচন্দ্র লাহা ৬।১, বিন্দু পালিত লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা	ঐ	যুগ্ম সম্পাদক
৬।	শ্রীজীবনকুমার দত্ত ২২, নীয়োগীপাড়া লেন, তালতলা, কলিকাতা	ঐ	সহ সভাপতি
৭।	শ্রীধনকুবের নাগ ৬৭ এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড, তালতলা, কলিকাতা	চাকরী	ঐ
৮।	শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত বি, কম, জি, ডি, এ ২৩৩, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা	ঐ	হিসাব রক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ

৯। শ্রীরামহরি দে, এম, এ ঐ হিসাব পরীক্ষক
৩।১ এ, রামরতন ব্যানার্জ্জি লেন, শ্যামবাজার,
কলিকাতা

১০। শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ চিকিৎসক পত্রিকা সম্পাদক
৩৫।১।এ, শঙ্কর হালদার লেন, কলিকাতা

১১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল জমীদার ঐ সহ সম্পাদক
৩২, বাগবাজার, কলিকাতা

১২। শ্রীসত্যব্রত সিংহ ব্যবসায় ঐ
১৮৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩। শ্রীভূপতিভূষণ সিংহ এম, এ, বি, এল, ৩৫।১, হরিঘোষের ষ্ট্রিট, কলিকাতা সবিসিটার, 'ল' অফিসার। ১৪। শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত বি, এ, বি টি, শিক্ষক প্রচার সম্পাদক, ১৫। শ্রীফণীভূষণ পাল, ৯, রমানাথ পাল রোড, খিদিরপুর, ব্যবসায় সভ্য। ১৬। শ্রীচারুচন্দ্র পাল, ১১।১, গোলক দত্ত লেন, আহিরীটোলা, সভ্য। ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ধারসা সাঁতরাগাছি, হাওড়া, সভ্য। ১৮। শ্রীফকিরচন্দ্র পাল ব্যবসায়, ৪৭ এ, গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জি লেন, খিদিরপুর, সভ্য। ১৯। শ্রীবামনদাস লাহা, ব্যবসায়, ১০৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড কলিকাতা, সভ্য। ২০। শ্রীপরেশচন্দ্র রক্ষিত ব্যবসায়, টোবিন রোড, বরাহনগর, ২৪ পরগণা, সভ্য। ২১। শ্রীতারকদাস দত্ত, চাকরী ১১৫, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সভ্য। ২২। শ্রীতুলসীচরণ দে চাকরী, ৩১, গোপীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা, সভ্য। ২৩। শ্রীনবকৃষ্ণ বর্দ্ধন ব্যবসায়, ৮৪, কাশী ঘোষ লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, সভ্য। ২৪। শ্রীতারাপ্রসাদ সেন, ব্যবসায়, ৬৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, সভ্য। ২৫। শ্রীকানাইলাল সেন, ব্যবসায়, বাগনান হাওড়া, সভ্য। ২৫। শ্রীকানাইলাল দত্ত, জমীদার ৩৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা, সভ্য।

৬। আমরা নিম্নলিখিত কয়জন সভ্য সমবেত হইয়া এই স্মারক পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে অঙ্গিকার করিয়া এই সম্মেলন গঠিত করিলাম।

স্বাক্ষর, ঠিকানা এবং পেশা।

১। শ্রীতারাপদ দত্ত, এক্সামিনর অফ পেটেন্টস্, ১।১, রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর। ২। শ্রীবিহারীলাল মল্লিক, ব্যবসায়, ৭, রতন্ সরকার

গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। শ্রীফণীভূষণ পাল, জুয়েলার ও ব্যবসায়, ৯, রমানাথ পাল রোড, খিদিরপুর] ৪। শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, চিকিৎসক, ৩৫।১।৪, শঙ্কর হালদার লেন, কলিকাতা। ৫। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র লাহা, ব্যবসায়, ১১৩, মনোহর দাসের চক্, কলিকাতা। ৬। বিভূতিভূষণ রক্ষিত, চাকরী, ২৩৩ ১এ, অপর সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ৭। রামহরি দে, ব্যবসায়, ৩।১এ, রামরতন বোস লেন, কলিকাতা।

তারিখ ৬।১২।৪০

সাক্ষীর সহি, ঠিকানা এবং পেশা :—

শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত, ৬।১।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শিক্ষক।

তাম্বূলি মহাসম্মেলনের নিয়মাবলী।

সাধারণ নিয়ম :—

১। সভ্য হইবার নিয়ম :—তাম্বূলি সম্প্রদায় (জাতি) ভুক্ত স্ত্রী পুরুষ যে কেহ আঠার বৎসর অতিক্রম করিলেই এবং মহাসম্মেলনের নিয়মাবলী মানিয়া লইলেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।

২। সভ্যের শ্রেণী বিভাগ :—(১) সাধারণ, (২) অসাধারণ বা বিশিষ্ট (৩) আজীবন (৪) প্রতিপোষক বা পৃষ্ঠপোষক এবং (৫) সম্মানিত বিশিষ্ট সভ্য ভেদেসভ্যগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) সাধারণ সভ্য :—তাম্বূলি-জাতীয় যে কেহ বার্ষিক ১৲ টাকা চাঁদা দিয়া সাধারণ সভ্য হইতে পারিবেন।

(খ) অসাধারণ বা বিশিষ্ট সভ্য :—যে কোন সজাতি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতিনিধিরূপে মহাসম্মেলনে যোগদান করিবেন তিনি ইহার অসাধারণ বা বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া গৃহীত হইবেন—তাহাকে বাৎসরিক ৩৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

পরিপোষক বা পৃষ্ঠপোষক সভ্য :—(গ) যে কোন সজাতি বাৎসরিক ১২৲ টাকা চাঁদা দিয়া ইঁহার পৃষ্ঠপোষক সভ্য হইতে পারিবেন।

(ঘ) আজীবন সভ্য :—যে কোন সজাতি মহাসম্মেলনের ধন ভাণ্ডারে এককালীন অন্ততঃ একশত টাকা চাঁদা দিবেন কিম্বা একশত টাকা মূল্যের কোন সম্পত্তি ইহাকে দান করিবেন তিনি ইহার আজীবন সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহাকে আর চাঁদা দিতে হইবেনা।

(ঙ) সম্মানিত বিশিষ্ট সভ্য :—যাঁহারা প্রথমোক্ত নিয়মানুসারে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারো না অথচ তাঁহাদের মহাসম্মেলনের কার্য্য কলাপে এবং

ইহার মতে সহানুভূতি আছে এবং মহাসম্মেলনের কল্যাণে কোনও সভা সমিতি গঠনকালে যাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তাঁহাদিগকে কার্য্যকরী সমিতির কোনও অধিবেশনে সম্মানিত বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারিবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মহাসম্মেলনের ধনভাণ্ডারে যে কোনরূপ দান করিতে পারিবেন।

৩। সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়ম :—যাঁহারা সভ্যপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগের নাম যে কোন সভ্য কার্য্যকরী সমিতির কোন অধিবেশনে প্রস্তাব করিলে এবং অপর একজন সভ্য উহা সমর্থন করিলে উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশের সম্মতিতে তাঁহারা যথা নিয়মে নির্ব্বাচিত হইবেন। (নিয়মাবলীর শেষভাগে সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার আবেদন পত্রের নমুনা দেওয়া হইল)

৪। ভোট বা মত প্রকাশের নিয়ম :—উক্ত সম্মানিত বিশিষ্ট সভ্যভিন্ন অন্য সকল শ্রেণীর সভ্যের ভোট দিবার বা সভ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে মত প্রকাশের ক্ষমতা আছে। কোন সভ্য সভাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া হাত তুলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতে অথবা লিখিত মত প্রকাশ করিতে পারিবেন ইহা সেই সভায় যেরূপ স্থির হইবে সেইভাবেই গ্রহণ করা হইবে এবং এই নিয়ম ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত না হইলে এইভাবেই চলিতে থাকিবে। সভ্য হিসাবে সভাপতির একটী ভোট বা মত প্রকাশের ক্ষমতা এবং একটী অতিরিক্ত ভোটও থাকিবে।

৫। কি কি কারণে সদস্য পদ লোপ পাইবে :—কোনও সদস্যের মৃত্যুতে, পাগল হইয়া যাইলে অথবা তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তিনি মহাসম্মেলনের সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

৬। পদ ত্যাগ :—কোনও সদস্য আবেদন করিয়া সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন কিন্তু সদস্য পদ ত্যাগ করিলেও তাঁহার নিকট মহাসম্মেলনের প্রাপ্য টাকাকড়ির জন্য তাঁহাকে দায়ী থাকিতে হইবে এবং উহা আদায় দিতে হইবে।

চাঁদা দেওয়ার ক্রটী :—কোনও সদস্য যদি বার মাসের অধিক কাল চাঁদা আদায় না দেন বা দিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি আর সদস্য থাকিতে পারিবেন না কিন্তু তিনি সমস্ত প্রাপ্য চাঁদা মিটাইয়া দিলেই আবার সদস্য হইতে পারিবেন।

উল্লিখিত ৭ নং নিয়মানুসারে কোনও সদস্য পদ ত্যাগ করিলেও মহাসম্মেলনের সভাদিতে যোগদান করিতে পারিবেন কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না।

৮। নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা :—(ক) প্রত্যেক সদস্যকে তাঁহার একটী ঠিকানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখাইয়া দিতে হইবে। সেই ঠিকানায় তাঁহাকে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট ঠিকানার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাও সম্পাদককে জানাইতে হইবে। কোনও সদস্যকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় ডাকযোগে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (ইস্তাহার) প্রেরিত হইলে তিনি উক্ত ঠিকানায় অনুপস্থিতির জন্য বা অন্য কোন কারণে প্রকৃতপক্ষে উহা না পাইলেও উক্ত বিজ্ঞাপন বা সংবাদাদি তাঁহাকে বিলি করা এবং জানান হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংবাদাদি ডাকযোগে প্রেরিত হইলে যদি ঠিকানা ঠিকভাবে লেখা হইয়া থাকে তাহাতে উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহা যথাসময়ে ডাকে দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নিয়মিত ভাবে পাঠান হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) কোনও সদস্য সভাসমিতির সংবাদাদি না পাইলেও উক্ত সভার কার্য্য বাতিল হইবে না।

৯। সদস্যের বিশেষ অধিকার :—(ক) সদস্যগণ বাৎসরিক সভায় যোগদান করিতে এবং ভোট দিতে পারিবেন এবং সাধারণ সমিতি (General Assembly) এবং কার্য্যকরী সমিতির সদস্যের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন।

(খ) সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে মধ্যে মধ্যে কার্য্যকরী সমিতি কার্য্য করিবার সময় যেরূপ নির্দ্ধারিত করিবেন সেই সময়ের মধ্যে মহাসম্মেলনের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ইহার কাগজপত্র, পুস্তক বা দলিলপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(গ) মহাসম্মেলনের পুস্তকাগার এবং পাঠাগারে সদস্যগণের প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং মহাসম্মেলন যে সকল বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিবেন তাঁহারা তাহাতেও যোগদান করিতে পারিবেন।

(ঘ) মহাসম্মেলন যদি কোন সাময়িক পত্রাদি বাহির করেন সদস্যগণ তাহা বিনামূল্যে পাইবেন।

১০। সম্মানিত বিশিষ্ট সদস্যগণ পূর্ব্বোক্ত সকল সুবিধাই পাইবেন কেবল তাঁহারা কার্য্যকরী সমিতি কিংবা সাধারণ সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে যোগদান করিতে পারিবেন না এবং কোন সভাতেই ভোট দিতে পারিবেন না।

১১। সদস্যশ্রেণী হইতে বহিস্করণের নিয়ম :—যদি কোন সদস্য মিথ্যা প্রচার দ্বারা মহাসম্মেলনকে প্রতারিত করেন কিংবা ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ কোন কার্য্য করেন যাহাতে ইহার ক্ষতি বা অপযশ হয় তাহা হইলে কার্য্যকরী সমিতি

রীতিমত তদন্তের পর উক্ত সদস্য দোষী সাব্যস্থ হইলে তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে পারিবেন। কার্য্যকরী সমিতিকে এই ব্যাপার বাৎসরিক সভায় তুলিয়া ইহার অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত হইয়া যে মত দিবেন তাহাই চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত হইবে।

তাম্বুলি মহাসম্মেলনের কার্য্যপ্রণালী

১২। সাধারণ সমিতি ও কার্যাকরী সমিতি দ্বারা তাম্বুলি মহাসম্মেলনের যাবতীয় কার্য্য চালিত, নিয়মিত ও শাসিত হইবে।

সাধারণ সমিতি

১৩। যে সকল সদস্য ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রতিনিধিরূপে যোগ দিবেন এই-রূপ এক শতের অনধিক সদস্য লইয়া সাধারণ সমিতি গঠিত হইবে। এই সকল সদস্যের নির্ব্বাচন কার্য্যকরী সমিতিতে শেষ নিষ্পত্তি হইবে।

১৪। সাধারণ সমিতির সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন কিন্তু বাৎসরিক অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যকাল থাকিবে।

১৫। সাধারণ সমিতির অধিবেশন অন্ততঃ বৎসরে একবার হইবে। কার্য্যকরী সমিতি ইহার তারিখ সময় এবং স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। এই সমিতি আগামী বৎসরের জন্য আয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, করিতে পারিবে এবং কার্য্যকরী সমিতি অন্যান্য যে সকল ব্যাপার ইহার অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবে তাহার তর্ক বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করিয়া দিবে। এই সমিতির অধি-বেশনের সংবাদ ঠিক চৌদ্দ দিন পূর্ব্বে সদস্যগণকে দিতে হইবে।

১৬। এই সমিতির নির্দ্দিষ্ট সাধারণ অধিবেশন ভিন্ন অতিরিক্ত সাধারণ অধিবেশন এবং আকস্মিক সাধারণ অধিবেশন হইতে পারিবে এবং এই অধি-বেশনগুলিতে কার্য্যকরী সমিতি যে সকল ব্যাপার মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করিবে তাহা তর্কবিতর্কের দ্বারা বিবেচিত এবং মীমাংসিত হইবে। অতিরিক্ত সাধারণ অধিবেশনর ৭ দিন পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে এবং আকস্মিক সাধারণ অধিবেশনের তিন দিন পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরণ করিলেই চলিবে।

১৭। পনরজন সদস্যের উপস্থিতি সাধারণ সমিতির অধিবেশনের কার্য্য সম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৮। সম্পাদক নিজে ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে সাধারণ সমিতির অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং যদি অন্ততঃ ত্রিশজন সদস্য সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া কোন সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য লিখিত আদেশ দেন তাহা পাইবার পনের দিনের মধ্যে সম্পাদককে এই সভা আহ্বান করিতে হইবে, সাধারণ সমিতির এই অধিবেশন এক মাসের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। যদি সম্পাদক উক্ত সদস্যগণের আদেশমত সভা আহ্বান না করেন তাহা হইলে তাঁহারা—এই বিষয় সভাপতির গোচর করিবার পর আপনারাই পনের দিন পরে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

কার্য্যকরী সমিতি

১৯। মহাসম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি ২৬ জনের অনধিক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে (ক) ১৬ জন পৃষ্ঠপোষক সদস্য শ্রেণী হইতে (খ) ৭ জন বিশিষ্ট সদস্য শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন বাকী ৩ জন সদস্য কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের দ্বারা সাধারণ সভ্য আজীবন সভ্য, কিম্বা সম্মানিত বিশিষ্ট সভ্য শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

চলতি বৎসরের কার্য্যকরী সমিতি উক্ত সদস্যগণের নাম পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য প্রস্তাব করিবেন কিন্তু তাঁহারা বাৎসরিক সভার অধিবেশনে শেষ নির্ব্বাচিত হইবেন।

২০। কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ এক বৎসরেব জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন কিন্তু পরবর্ত্তী বার্ষিক সভার অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যকাল থাকিতে পারিবে।

২১। কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ সাধারণ সমিতির সহকারী সদস্য হইতে পারিবেন।

২২। অন্ততঃ দুইমাসের মধ্যে একবার কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হওয়া আবশ্যক। সম্পাদক ইহার তারিখ, সময় এবং স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ৭ দিন পূর্ব্বে এই অধিবেশনের সংবাদ প্রচার করিতে হইবে।

কার্য্যকরী সমিতির গঠন প্রণালী

২৩। (ক) কার্য্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত রূপে গঠিত হইবে :—

১। সভাপতি
২। দুইজন সহকারী সভাপতি
৩। সাধারণ সম্পাদক
৪। যুগ্ম সম্পাদক
৫। দুইজন সহকারী সম্পাদক
৬। একজন কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক
৭। একজন হিসাব পরীক্ষক
৮। একজন পত্রিকা সম্পাদক
৯। দুইজন সহকারী সম্পাদক
১০। একজন অইন বিষয়ে পরামর্শ দাতা
১১। একজন প্রচার ব্যবস্থা কর্ত্তা
১২। ১২ জন অন্যান্য সদস্য

(খ) নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সহাসম্মেলনের প্রথম কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

	নাম—	পদ বিবরণ	কোন শ্রেণীর সদস্য
১।	শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সিংহ	সভাপতি	পৃষ্টপোষক
২।	„ বিহারী লাল মল্লিক	সহঃ সভাপতি	„
৩।	রায় সাহেব তারাপদ দত্ত বি, ই,	ঐ	„
৪।	শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র নন্দী, বি, এল,	সম্পাদক	„
৫।	„ অনুকূল চন্দ্র লাহা	যুগ্ম সম্পাদক	„
৬।	„ বিভূতি ভূষণ রক্ষিত, বি, এস, সি, জি, ডি, এ,	কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক	„
৭	„ সত্যব্রত সিংহ	সহ সম্পাদক	„
৮।	„ ভূপতি ভূষণ সিংহ, এম, এ, বি, এল,	আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা	„

৯।	শ্রীযুক্ত কালী কৃষ্ণ রক্ষিত, বি এ, বি, টি	প্রচার কর্ত্তা	পৃষ্টপোষক
১০।	" ফণী ভূষণ পাল	সদস্য	"
১১।	" চারু চন্দ্র পাল	ঐ	"
১২।	" বামন দাস লাহা	ঐ	"
১৩।.	" নব কৃষ্ণ বর্দ্ধন	ঐ	"
১৪।	তারা পদ সেন	ঐ	"
১৫।	কানাই লাল সেন	ঐ	"
১৬।	" কানাই লাল দত্ত	ঐ	"
১৭।	" ধনকুমার নাগ	সভার সহ সম্পাদক	বিশিষ্ট
১৮।	" রাম হরি দে এম, এ	হিসাবপরীক্ষক	"
১৯।	" নলিনাক্ষ সিংহ	পত্রিকা সম্পাদক	"
২০।	" রবীন্দ্র নাথ পাল	ঐ সহ সম্পাদক	"
২১।	,, উপেন্দ্র নাথ রক্ষিত	সদস্য	,,
২২।	,, ফকির চন্দ্র পাল	,,	,,
২৩।	,, তুলসী চরণ দে	,,	,,

২৪। শ্রীযুক্ত জীবন কুমার দত্ত, সহ সম্পাদক, সাধারণ সভ্য

২৫। ;, পরেশচন্দ্র রক্ষিত সদস্য ঐ

২৬। ,, তারক দাস দত্ত ঐ ঐ

(গ) তাম্বুলি মহাসম্মেলনের সদস্যগণ ইহা সরকারের অনুমোদন লাভ করিবার দুইমাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে সম্পাদকের নিকট লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে ইহার প্রথমকার সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

তাম্বুলি মহাসম্মেলনের কার্য্যকারী সমিতি সমীপেষু—

মহোদয়গণ—

(আমি নিম্নে আমার সই দিলাম) তাম্বুলি মহাসম্মেলনের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছি যে ২১ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত তাম্বুলি মহাসম্মেলনের খাতায় সাধারণ—বিশিষ্ট—পৃষ্ঠপোষক—আজীবন সদস্যরূপে আমার নাম লিখিয়া লওয়া হউক। আমি তাম্বুলি মহাসম্মেলনের স্মারক পত্র এবং

নিয়মাবলী এখন যেরূপ আছে বা ভবিষ্যতে আইন অনুযায়ী ইহার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইবে যে সকল মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইতেছি।

বশংবদ—

স্বাক্ষর—

তারিখ—

পুরানাম—

পদবী ইত্যাদি—

পেশার বিবরণ—

পিতার নাম—

নির্দ্দিষ্ট-ঠিকানা—

বাটীর ঠিকানা—

(ঘ) যাঁহারা মহাসম্মেলন রেজেষ্টারী করিবার পর এই নিয়মাবলী মতে নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারাই পশ্চাদ্বর্ত্তী সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৪। কার্য্যকরী সমিতির সাধারণ অধিবেশন ভিন্নও একদিন পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া আকস্মিক অধিবেশন আহ্বান করা যাইতে পারিবে।

২৫। পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিই কার্য্যকরী সমিতির কার্য্য সম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বলিয়া ধার্য্য হইবে।

২৬। ৪, ৫ এবং ৬নং নিয়মানুযায়ী সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ নূতন সদস্য দ্বারা পূরণ করিতে পারিবেন।

২৭। কার্য্যকরী সমিতির কোন সদস্য অসুস্থতা এবং অনুপস্থিতি এই দুইটি কারণ ভিন্ন অন্য কারণে যদি উপর্য্যুপরি ছয়টী অধিবেশনে যোগদান না করেন তহা হইলে তাহার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইবে এবং তাঁহার স্থানে কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ নূতন সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সম্পাদক ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে নিজেই কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন এবং যদি অন্ততঃ সাতজন সদস্য সভা আহ্বানের কারণ দর্শাইয়া লিখিত (স্বাক্ষরিত করিয়া) আদেশ দেন তবে সম্পাদককে ইহা প্রাপ্তির সাতদিনের মধ্যে কার্য্যকরী সমিতির সভা আহ্বান করিতে হইবে। কার্য্যকরী সমিতির এই অধিবেশন লিখিত আদেশ পাইবার পরে দিনের মধ্যে হওয়া

আবশ্যক ।যদি সম্পাদক এইরূপ সভা অহ্বান করিতে অবহেলা করেন (বা না করেন) তাহা হইলে আদেশকারী সদস্যগণ এই ব্যাপার সভাপতির গোচরে আনিয়া আপনারাই সাত দিন পরে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

২৯। কার্য্যকরী সমিতির কর্ত্তব্য

(ক) কার্য্যকরী সমিতিকে মহাসম্মেলনের উন্নতি ও কার্য্য কলাপের বিবরণ এবং আয় ব্যয়ের হিসাব বাৎসরিক সভায় দাখিল করিতে হইবে।

(খ) সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সভা সমিতির অধিবেশন এবং সমাজ হিতকর জনসভাদির আহ্বান করিতে হইবে।

(গ) মহাসম্মেলনের কাজ চলাইবার জন্যে কার্য্যচারী নিয়োগ, তাহাদের বেতনের ও কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) চলতি বৎসরে কার্য্যকরী সমিতিতে ইহা সদস্যের বা কর্ম্মীবৃন্দের পদ শূন্য হইলে তাহা পূরণ করিতে পারিবে তবে এই নিয়োগ পরবর্ত্তী বাৎসরিক সভায় অধিবেশন হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(ঙ) মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির এবং ইহার অভ্যন্তরিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ইহা বিধি ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(চ) কার্য্যকরী সমিতির কিম্বা ইহার অধীন নিম্ন সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উপবিধির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(ছ) উপবিধি ইত্যাদিতে যে সকল ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা পাওয়া যায় না কার্য্যকরী সমিতিকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

(জ) ইহা মহাসম্মেলনের সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(ঝ) কোন বিষয়ের বিবেচনা বা মীমাংসার জন্য মহাসম্মেলনের সদস্যগণের মধ্য হইতে যাঁহাদের আবশ্যক হইবে ইহা তাঁহাদের লইয়া নিম্ন সভা নিযুক্ত করিতে পারিবে। এই সকল সভার কার্য্যাবলী কার্য্যকরী সমিতির অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

৩০। যাহাতে মহাসম্মেলনের মূলধনের এবং আয় ব্যয়ের এরূপ উপযুক্তভাবে

হিসাব থাকে যে যে কোন সময়ে তাহা পরীক্ষা করিলে ইহার আর্থিক অবস্থার সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে কার্য্যকরী সমিতিকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র মহাসম্মেলনের (রাজস্ব) বর্ষ গণনা করা হইবে। প্রত্যেক বৎসরে মহাসম্মেলনের হিসাব এই ভাবেই প্রস্তুত করিতে হইবে—কার্য্যকরী সমিতি অনুমোদন করিলে এই হিসাব পত্র কোন একজন বা ততোধিক হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত এবং নির্ভুল বলিয়া বিবেচিত হইলে পরবর্ত্তী বৎসরের বার্ষিক সভায় তাহা পেশ (উপস্থাপিত) করা হইবে।

৩১। প্রচার কার্য্য

মহাসম্মেলনের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য যে ভাবে যে কোনরূপ সাময়িক পত্র নথি পত্র এবং প্রচার পত্র ইহা প্রকাশ করা উচিত মনে করে সেইভাবে ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এই সমস্ত কাগজ পত্র, নথি পত্র এবং প্রচার পত্র অগ্রাহ্য না হইলে তাহা মহাসম্মেলনের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে। কার্য্যকরী সমিতি সময়ে সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেই সর্ত্তে এই সকল প্রচার পত্রের নকল সকল সদস্যই পাইবেন কেবল মাসিক পত্রের ব্যবস্থা ৯ (ঘ) বিধি অনুযায়ী হইবে।

৩২। মামলা মোকদ্দমা

মহাসম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক নালিশ করিতে এবং ইহার পক্ষে এবং ইহার বিপক্ষে মামলা মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন।

৩৩ কার্য্যকরী সমিতির ক্ষমতা

ক) মহাসম্মেলনের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য কার্য্যকরী সমিতি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ইহার শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

খ) এই সমিতি নিম্ন সভা সমিতি আহ্বান বা তাহার বিলোপ সাধন করিতে পারিবে।

গ) ইহা মহাসম্মেলনের অভিষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল যে কোন কার্য্যে সহযোগীতা করিতে পারিবে।

ঘ) ইহার টাকা কড়ি তুলিবার, গ্রহণ করিবার, রাখিবার, বন্দোবস্ত

করিবার, বন্টন করিবার এবং ব্যয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জ্জন, ক্রয়, ভাড়া করিবার, জামীন, হস্তান্তরিত করিবার, বন্ধক দিবার এবং অবরুদ্ধ করিবার এবং অন্য প্রকারে বিন্যস্ত করিবার ইহার ক্ষমতা থাকিবে ইহার সম্মিলিত কারবারের অংশ নির্দ্ধারিত করিবার, অংশের ক্রয় বিক্রয় এবং সুদ দিবার অঙ্গীকার পত্র (Debenture) বাহির করিবার ক্ষমতা থাকিবে। ইহার টাকা খাটাইবার এবং তাহার নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কোনরূপ দান বা বৃত্তি বিনা সর্ত্তে বা ইহা যে কোনরূপ সর্ত্ত উচিত মনে করে সেইরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহা কোন টাকা কড়ির বা সম্পত্তির বন্দোবস্তের অছি (Trust) নিয়োগ করিতে পারিবে এবং মহাসম্মেলনের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য টাকা ধার করিতে কোন রূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঙ) এই সমিতি কর্ম্মীগণের কর্ম্মের ব্যবস্থা তাহাদের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ করিতে পারিবে। ইহা প্রচারক নিয়োগ কিছু দিনের জন্য তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা, জবাব দেওয়া এবং তাড়াইয়া দিতে পারিবে ইহার কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রচার কার্য্য চালাইতে, পুস্তক পত্রিকা ক্ষুদ্র পত্র সাময়িক পত্র, সংবাদ পত্রাদি প্রকাশ করিতে পারিবে। ইহা হাসপাতাল, আশ্রম, অনাথা ও শিশুদের আশ্রয় ও প্রসূতি আগার, সজাতীয়গণের প্রচারক ও কর্ম্মীগণের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে, বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্ম্ম শিল্প-কলা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। ইহা নৈতিক, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং যে কার্য্য মহাসম্মেলনের যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত তাহা নিষ্পন্ন করিতে ইহার ক্ষমতা থাকিবে।

চ) কোন সদস্যের বাকী চাঁদায় সমস্ত টাকা বা কিয়দংশ আবশ্যক মনে করিলে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

মহাসম্মেলনের অছি (Trustee)গণ

৩৪। মহাসম্মেলনের পাঁচজন অছি থাকিবেন তাঁহাদের উপর সমস্ত সম্পত্তির ভার থাকিবে। এই অছিগণ সাধারণ সমিতির কোন এক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইয়া তিন বৎসরের জন্য কার্য্য চালাইতে পারিবেন কিন্তু সাধারণ সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যকাল সমাপ্ত

হইবে না, কোন অছির মৃত্যু ঘটিলে, পদ ত্যাগ করিলে, তাঁহার অযোগ্যতা প্রকাশ পাইলে বা কোন কারণে তিনি অপসৃত হইলে কার্য্যকরী সমিতি তাঁহার পদে অন্য কোন সদস্যকে অছি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পাঁচজনের মধ্যে কোন তিন জন অছি সমস্ত বা কতকগুলি ক্ষমতা এবং কর্ত্তব্য পাইবেন।

৩৫। নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য মহাসম্মেলনের প্রথমকার অছি নিযুক্ত হইয়াছেন।

১। রায় সাহেব তারাপদ দত্ত, বি, ই,

২। শ্রীযুক্ত আনুকুল চন্দ্র লাহা

৩। ,, ফণিভূষণ পাল

৪। ,, কালীকৃষ্ণ রক্ষিত, বি, এ, বি,টি

৫। শৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত

বাৎসরিক সাধারণ সভা

৩৬। সাধারণতঃ মহাসম্মেলনের আয় ব্যয়ের (রাজস্ব) বর্ষ সমাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

ক) কার্য্যকরী সমিতির কার্য্যকলাপের বিবরণী, মহাসম্মেলনের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষিত হইবার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যকরী বা সাধারণ সমিতির মনোনীত হইবার পর বাৎসরিক সভায় বিবেচিত হইবে।

খ) মহাসম্মেলনের গত বৎসরের কার্য্যকলাপের সমালোচনা

গ) আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন

ঘ) যে কোন কারণে মহাসম্মেলনের আর্থিক অবস্থার অনর্থ ঘটিলে বাৎসরিক সভায় তাহার বিষয় আন্দোলন ও বিশ্লেষণ করা হইবে এবং ইহার নিবারণকল্পে মন্তব্য প্রকাশ করা হইবে।

ঙ) আরও অন্যান্য বিষয় এই সভার গোচর করিলে তাহারও নিষ্পত্তি করা হইবে।

৩৭। কার্য্যকরী সমিতি আবশ্যক বোধ করিলে এমন কি বার্ষিক সভায় সদস্য ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকেও আহ্বান করিতে পারিবে কিন্তু ইহাদের ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

৩৮। ১৪ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া বাৎসরিক সভা আহ্বান করা যাইবে।

৩৯। ২০ জন সদস্যের উপস্থিতি সভার কার্য্যসম্পাদনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪০। মহাসভা Conference

ক) বাৎসরিক সভা, অতিরিক্ত সাধারণ সভা, সাধারণ সভা এবং আকস্মিক সাধারণ সভা ভিন্নও কার্য্যকরী সমিতি বৎসরে একবার কিংবা দুই বা তিন বৎসরে একবার করিয়া জনসভা আহ্বান করিতে পারিবেন ইহা তাম্বুলি জাতীয় মহাসম্মেলন নামে অভিহিত হইবে।

খ) কার্য্যকরী সমিতি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া সকল স্থানের তাম্বুলি জাতিকে সামাজিক ব্যবহারের আন্দোলন এবং আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি কল্পে উপায় উদ্ভাবন করিতে আমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

গ) তাম্বুলি জাতীয় যে কেহ তিনি ইহার সদস্য হউন আর নাই হউন এই মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে এবং মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

ঘ) মহাসম্মেলনের নিয়মাবলী এই মহাসম্মেলনের মানিবার আবশ্যক নাই।

ঙ) এই মহাসম্মেলনের সভাপতি সদস্য ভিন্ন অন্য যে কেহ হইতে পারিবেন।

চ) এই মহাসম্মেলনের ব্যয়ের জন্য টাকা কড়ি সমগ্র তাম্বুলি জাতির নিকট হইতে তুলিতে হইবে। কার্য্যকরী সমিতির সম্মতিতে মহাসম্মেলন এই ব্যয়ের কিয়দংশ বহন করিতে পারিবে।

৪১। বিলোপ সাধন

ক) যদি কোন সময়ে মহাসম্মেলনের বিলোপ সাধনের আবশ্যক বোধ হয় বা ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এই মর্ম্মে একটি সাধারণ সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের চারিভাগের তিনভাগ সদস্য মহাসম্মেলন উঠাইয়া দেওয়া স্থির করিলে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

খ) মহাসম্মেলন উঠিয়া গেলে ইহার ঋণ এবং দায়িত্ব ইত্যাদি নিষ্পত্তি

হইবার পর যদি কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহা কার্য্যকরী সমিতির সম্মতি ক্রমে এবং সাধারণ সমিতি অনুমোদন করিলে ইহা যে কোন সভা সমিতি মহাসম্মেলনের গৃহীত সকল উদ্দেশ্য বা ইহার কতকগুলি বা কোন একটী উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছে সেই সভা সমিতিকে দেওয়া যাইবে।

৪২। আমরা কার্য্যকরী সমিতির নিম্ন স্বাক্ষরিত সদস্যগণ এতদ্বারা জানাইতেছি যে এই তাম্বূলি মহাসম্মেলনের প্রকৃত ও নির্দ্দোষ নিয়মাবলী।

নাম ও ঠিকানা	পেশা	স্বাক্ষীর স্বাক্ষর
১। শ্রীতারাপদ দত্ত ১।১ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন ভবানীপুর।	এক্সামিনার অফ পেটেণ্টস্	শ্রীকালী কৃষ্ণ রক্ষিত শিক্ষক ৬।১।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা
২। শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ ৩৫।১।৪, শঙ্কর হালদার লেন, কলিকাতা	চিকিৎসক	
৩। বিভূতি ভূষণ রক্ষিত ২৩০।১এ, আপার সার্কুলার রোড শ্যামবাজার, কলিকাতা	চাকুরী	

তাম্বুলি মহাসম্মেলনের নিয়মাবলীর
—ঃ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ঃ—

মহাসম্মেলনের নিয়মানুযায়ী এক বৎসরের কিছু অধিক কাল কার্য্য করার অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি বিধি, উপবিধির পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্যগুলি সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞতা লাভ দরকার। কলিকাতার পরিস্থিতির জন্য এ সকলের বিশেষভাবে আলোচনার সুযোগ ঘটে নাই। আশা করা যায় আগামী বৎসর পুনরায় এ বিষয় বিস্তারিতভাবে উত্থাপিত করা হইবে। নিম্নলিখিত কয়েকটী অত্যাবশ্যক নিয়মাবলী কার্য্যকরী সমিতির মাসিক সভায় উপস্থাপিত, বিবেচিত ও গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে এই সকল সাধারণের অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপিত হইবে।

শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী।
সাধারণ সম্পাদক।

—ঃ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত নিয়মাবলী ঃ—

১। ১১ নং —কার্য্যকরী সমিতি, **কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি** ও সাধারণ সমিতি দ্বারা তাম্বুলি মহাসম্মেলনের যাবতীয় কার্য্য চালিত. নিয়মিত ও শাসিত হইবে।

২। ১৯ নং —মহাসম্মেলনের কার্য্যাবলী পরিচালনার জন্য

(ক) সকল আজীবন ও পৃষ্ঠপোষক সদস্য,

(খ) বিশিষ্ট সদস্য শ্রেণী হইতে ১০ জন সদস্য ও

(গ) সাধারণ সদস্য শ্রেণী হইতে ১২ জন সদস্য

লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

বহির্গামী (বিদায়ী) কার্য্যকরী সমিতি পরের বৎসরের জন্য উল্লিখিত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বাৎসরিক সভার অধিবেশনে শেষ নির্ব্বাচিত হইবেন।

৩। নূতন ২৩ (ক) নং —মহাসম্মেলনের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনের পর কার্য্যকরী সমিতি ইহার প্রথম সভাতে স্বীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একটী সমিতি নির্ব্বাচন করিবে, উহাকে এই নিয়মাবলীতে "কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি" বলা হইবে এবং উহা নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবেঃ—

১। সভাপতি। (বহির্গামী কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত)
২। সহকারী সভাপতি
৩। " "
৪। সাধারণ সম্পাদক।
৫। যুগ্ম সম্পাদক।
৬। সহকারী সম্পাদক } সাধারণ সম্পাদক দ্বারা মনোনীত হইবে।
৭। " "
৮। কোষাধ্যক্ষ।
৯। হিসাব রক্ষক। কোষাধ্যক্ষ দ্বারা মনোনীত হইবে।
১০। হিসাব পরীক্ষক।
১১। সাময়িক পত্রের সম্পাদক।
১২। সাময়িক পত্রের সহকারী সম্পাদক } সাময়িক পত্রের সম্পাদক দ্বারা মনোনীত হইবে।
১৩। " " " "
১৪। আইন পরামর্শদাতা।
১৫। প্রচারকর্ত্তা।
১৬। সহকারী প্রচারকর্ত্তা } প্রচারকর্ত্তা দ্বারা মনোনীত হইবে।
১৭। " "
১৮। " "
১৯। বহির্গামী সভাপতি।
২০। " সাধারণ সম্পাদক।

৪। নূতন ২৩ (ক ক) নং —কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিই মহাসম্মেলনের কার্য্যাদি নিয়মিত করিবে এবং কার্য্যকরী সমিতির হইয়া যাবতীয় কার্য্য করিবে ও সকল ব্যাপারে কার্য্য পরিচালনোপযোগী সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, কিন্তু কার্য্যকরী সমিতির অনুশাসন ও নির্দ্দেশ সাপেক্ষ যাবতীয় কার্য্যাদি হইবে।

৫। নূতন ২৩ (কখ) নং —সাধারণতঃ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভার প্রত্যেক দুই মাসে অন্তত একবার অধিবেশন হইবে। এই সভার তারিখ, সময় ও স্থান সাধারণ সম্পাদক নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবেন। সভার দুই দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। চারিজন সদস্যের উপস্থিতি এই সভার কার্য্য সম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬। উপরোক্ত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর সংশোধন আবশ্যক।

নিয়ম সংখ্যা

১৫। "চৌদ্দ" দিনের স্থানে "আট" দিন।

১৬। "সাত" দিনের স্থানে "চার" দিন।

২২। "দুই" মাসের স্থানে "তিন" মাস।

২৩। (গ) সদস্যের আবেদন পত্র।

২৭। "ছয়টী" স্থানে "তিনটী"
ও "সভাপতি ব্যতীত" কথাটীর সন্নিবেশ।

৩৮। "চৌদ্দ" দিনের স্থানে "আট" দিন।

যদি কোনও সদস্যের এ বিষয় কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিবার থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৩৪৯ সালের ৯ই আষাঢ়ের মধ্যে তাহা লিখিয়া ৪৭নং সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোডস্থ কার্য্যালয়ে মহাসম্মেলনের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আরও বিশেষ অনুরোধ যে এই সঙ্গে যে সদস্য হইবার আবেদন পত্রখানি পাঠান গেল, উহা লইয়া সকল সদস্যই একজন নূতন সদস্য করাইয়া প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি করিবেন।

দ্রষ্টব্য :—পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত অংশ যথাক্রমে "নূতন" ও ও "বড় অক্ষরে" দিয়া জানান হইয়াছে।

দি নিউ রয়েল আর্ট প্রেস, ৬২।৫।১বি বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাত্র পাত্রী সংবাদ

প্রত্যেক স্বজাতি-ভদ্রমহোদয়কে ও বিশেষভাবে প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা সকলেই একটু সচেষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া তাম্বূলি মহাসম্মেলনের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করুন।

আরও এক অনুরোধ যে প্রত্যেক বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারের নিমন্ত্রণ পত্র এক খণ্ড সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় (৪৭নং, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা) পাঠাইয়া দিয়া সামাজিক সংবাদ তাম্বূলি মহাসম্মেলনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র "তাম্বূলি হিতৈষী" মারফৎ সর্ব্বসমক্ষে নীত করিবার ব্যবস্থা করুন।

সর্ব্বশেষে এই সূত্রে বিশেষ আবেদন যে বিবাহাদি সামাজিক সকল উৎসব উপলক্ষে মহাসম্মেলনের ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিয়া উহাকে কার্য্য করিবার সুযোগ দান করুন।

১। পাত্রের বা পাত্রীর নাম :—
২। জন্ম :—সাল মাস তারিখ বার সময়
৩। থাক ও গোত্র :—
৪। শিক্ষার বিবরণ :—
৫। স্বাস্থ্যের বিবরণ :—
৬। আর্থিক অবস্থা :—
৭। বিশেষ কোন বিবরণ :—
৮। দেশের ঠিকানা :—
৯। পিতার বয়স পেশা
১০। মাতা জীবিতা কি না
১১। বিবাহিত ও অবিবাহিত ভ্রাতা ও ভগ্নী :—
১২। যৌতুক { পাত্রপক্ষের দাবী / পাত্রীপক্ষের সাধ্য
১৩। পিতার (বা অভিভাবকের) নাম :—
১৪। তাঁহার ঠিকানা :—
১৫। সংবাদ প্রেরকের স্বাক্ষর (পুরা নাম)
১৬। তাঁহার ঠিকানা :—
১৭। তারিখ :—

তাম্বূলি মহাসম্মেলন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজেষ্টারী কৃত

সন ১৩৪৭ সালের কার্য্য বিবরণী।

শ্রী চারু চন্দ্র নন্দী, বি, এল,
সম্পাদক।

তাম্বুলি-মহাসম্মেলনের ১৩৪৭ সালের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সদস্যগণ ও সমবেত ভদ্র মণ্ডলী! আজ বাৎসরিক সভার দিনে আপনাদের শুভাগমন কেবল আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে তাহা নহে, আমাদিগকে প্রভূত শক্তিশালীও করিয়াছে মহাসম্মেলনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে যথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে দিনের পর দিন চলিয়া যাইবে ও নববর্ষ শুভাগমন করিয়া জাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিবে, আমরাও মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দিনের পর দিন নূতনের সন্ধানে অগ্রসর হইতে থাকিব। এখন আলোচ্য এই যে, গতবর্ষের পূর্ব্বে আমরা কোথায় ছিলাম এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছি বা আদৌ অগ্রসর হইতে পারিয়াছি কি না? আমি বলি অনেক অগ্রসর হইয়াছি ও আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতাই আমাদিগকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। সমষ্টির অগ্রগতি ব্যষ্টির আগ্রহ ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে আমি আশা করি আপনাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টা আপনাদিগকে ও জাতিকে আরও বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিবে। আশাকরি আপনাদের এক জনেরও সহানুভূতি ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইবনা, আমি উদ্বোধনী বক্তৃতায় পুনরুল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না যে মহাসম্মেলন গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা এরূপ সত্য যে আপনারা সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন।

এমনই এক বাৎসরিক উৎসবের দিন হুগলীতে যাঁহার গুরু গম্ভীর বাণী সভাপতির আসন হইতে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল - আজ তাহা নীরব —আজ সেই মহাপুরুষ চুয়াডাঙ্গার বিখ্যাত উকিল রায়বাহাদুর যোগেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয় অনন্ত ধামে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রতিভা বহুধা ছিল ও তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর জাতি ও সমাজের সেবা করিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে খুব বিচক্ষনতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শোক কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই কয়েক দিনের মধ্যে জাতির আর এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি রায় বাহাদুর চুনীলাল দত্ত মহাশয় মহাপ্রস্থান

করেন। রায়বাহাদুর দত্ত মহাশয় সামান্য কেরাণীর পদ হইতে দক্ষতা বলে সরকারী চাকুরীর অতি উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি অমায়িক ও স্বল্পভাষী হইলেও মহাসম্মেলনের বহু সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে বহু সৎযুক্তি দিয়া সাহায্য করিতেন।

কয়েক দিনের মধ্যে জাতির এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফকির দাস নন্দী ৺কাশী ধামে পরলোক গমন করেন। ইনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা করিয়া স্বল্পমাত্র মূলধন লইয়া স্বীয় দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এবং শেষ বয়সে বহু কীর্ত্তি কলাপ করিয়া গিয়াছেন। মহাসম্মেলনের এক বিশেষ সভায় ইহাদের মহাপ্রয়ানে শোক প্রকাশ করা হয়।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ আমাদের কাজ কর্ম্মে ও ব্যবসায়ে এক বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে আমরা ব্যবসায়ী জাতি, ব্যবসায়ে ব্যাঘাত ঘটিলে অন্নসংস্থানে গণ্ডগোল উপস্থিত হয় ও আমাদের আর্থিক মেরুদণ্ড অনেকটা পঙ্গু হইয়া পড়ে, আবার প্রদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে আমাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাক আমাদিগকে নানা ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে ; প্রবাদ আছে জোর যার মুল্লুক তার—এহেন অবস্থায় আমরা স্বল্প সংখ্যক, আমরা দিন দিন নিঃস্ব হইতে চলিয়াছি, এই ধ্বংসের মুখ হইতে কিরূপে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে তাহার উপায় এখন আমাদিগকে আবিস্কার করিতে হইবে। ব্যবসায় ব্যতীত আর কি বৃত্তি অবলম্বন করা যায় তাহাই চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—ইহা সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের ও সকল সমাজের লোকের অগাধ মেলা মেশায় উন্নতির পথে অগ্রসর হয়—কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িকতা ব্যাধি ইহাকে আক্রমণ করিতে সুরু করিতেছে এবং অসহযোগ আন্দোলন ব্যবসায়ের উপর মহাসঙ্কট অনয়ন করিতেছে——এ বিপদে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। হয়ত কিছু দিনের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিব যে সমিতি ছাড়া আমাদিগকে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না অতএব এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ করা আমার মনে হয় বিশেষ প্রয়োজন। অতএব আমি জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট

তাম্বুলি-মহাসম্মেলনের ১৩৪৭ সালের
বার্ষিক কার্য্য বিবরণী

আবেদন করিতেছি যে আপনারা অতি সত্বর মহাসম্মেলনের সদস্য হইয়া মহাসম্মেলনকে শক্তিশালী করুন।

মহাসম্মেলন আজ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। ইহা ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়, আপনাদের সাধারণ প্রতিষ্ঠান। জাতির গণ্য মান্য ব্যক্তি ইহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহার কর্ম্ম প্রচেষ্টা আজ সকলের সুবিদিত। সমস্ত মতভেদ দূর করিবার জন্যই মহাসম্মেলনের আবির্ভাব। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় মহাসম্মেলনের প্রথম সভাপতিত্ব করেন. বাঁকুড়ার উকিল স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মহাশয় ও স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয় ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

এক বিশেষ সভায় স্থির হয় যে মহাসম্মেলন জাতির মতভেদ দূর করিবার জন্য তিন বৎসরের জন্য কর্ম্ম প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবে. তাহাই করা হয়----পরে সন ১৩৪৪ সালে কর্ম্মবীর স্বর্গীয় রাম রঞ্জন সিংহ, রায়সাহেব তারাপদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ রক্ষিত, শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র পাল, শ্রীযুত শৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত ও শ্রীযুত ফণি ভূষণ পাল ও শ্রীযুত কিশোরী মোহন রক্ষিত প্রভৃতি চেষ্টা করিয়া এক বিশেষ সভা করিয়া স্থির করেন যে মহাসম্মেলনই এক মাত্র প্রতিষ্ঠান ইহাই জাতিকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে। সুতরাং ত্রৈমাসিক হিতৈষীর আবির্ভাব হইল ও নানা ভাবে মহাসম্মেলন জাতির সেবা আরম্ভ করিল। এখন সেবার পরিক্রমা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

রেজিষ্ট্রেশন

মহাসম্মেলন সরকারী সমিতি তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইং ১৯৪১ সাল হইতে ইহার এক নব অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। ইহার সুবিধা ও উপকারীতা শীঘ্রই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন। ইহার নিয়মাবলি এখন আর কাগজে লেখা থাকিয়া যাইবেনা, কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহার তহবিলের প্রত্যেক পয়সাটিরই হিসাব সরকার অনুমোদিত হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের

প্রাধান্য কোন দিন ছিলনা ও হইবারও পথ বন্ধ হইয়া গেল। এখন হইতে সব বিষয়ে শৃঙ্খলা করিয়া চলিতেই হইবে।

গত বৎসরেরও বিবরণীতে আমি বলিয়া ছিলাম, যে মহাসম্মেলনের জন্য তহবিল হইতে খরচ করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কার্য্যকরী সমিতির কোন সদস্য সম্মত নন, অতএব কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া ৪৯৲ টাকা উঠাইয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন, আর রায় সাহেব তারাপদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিভুতি ভূষণ রক্ষিত ও শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সিংহ মহাশয়গণ নিয়মাবলী প্রস্তুত, বিনা ব্যয়ে টাইপ, বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

গত সন ১৩৪৭ সালের পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ষোলজন পৃষ্ঠপোষক সদস্য, আটজন বিশিষ্ট সদস্য ও তিন জন সাধারণ সদস্য কার্য্য-করী সমিতিতে ছিলেন। নূতন সদস্যের আবেদন প্রত্যহ আসিতেছে। মহাসম্মেলনের এখন সদস্য হওয়া সকলেই গৌরব-জনক বলিয়া মনে করিতেছেন। কর্ম্মীদের মধ্যে নূতন কর্ম্মের প্রেরণা আসিয়াছে। ইহা একটা জাতির মধ্যে নব যুগের সূচনা বলিতে হইবে।

কর্ম্মচারী

বর্ত্তমান সময়ে মহাসম্মেলনের কর্ম্মীদের উপর যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মচারী না রাখিলে কার্য্য পরিচালনা একেবারেই অসম্ভব এই কারণে অল্প বেতনে সম্প্রতি একজন ম্যাট্রিক পাশ করা কর্ম্মচারী রাখা হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ রক্ষিত আজ চারি বৎসর ধরিয়া জেলার পর জেলার তাম্বুলি অধিবাসিগণের এক চমৎকার তালিকা সংকলন করিতেছেন, তাহা আমাদের গঠন মূলক কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। যে কোন গঠন-মূলক কার্য্য প্রণালী প্রস্তুত করা হউক না কেন, ডাইরেক্টরী সেই সব কর্ম্ম প্রণালী পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিবে।

গত চারি বৎসর ধরিয়া ত্রৈমাসিক তাম্বুলি হিতৈষী যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়া স্বজাতির দ্বারে দ্বারে বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে। হিতৈষীতে বহু জাতীয় উন্নতি-কর সার-গর্ভ প্রবন্ধ ও সম্পাদকের মূল্য

বান উপদেশ এবং ছাত্রদের পরীক্ষার ফল, বিবাহ-যোগ্য পাত্রের সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছে। বিনা মূল্যে বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন ছাপান হইয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় জাতীয় সংবাদ সমূহ সংকলিত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। হিতৈষী মহাসম্মেলনের এবং জাতির মুখপত্র। প্রবাসী স্বজাতির নিকট ইহা এক মল্যবান সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অম্বিকাচরণ ট্রাষ্ট এষ্টেটের দানের হিসাব এবং মহা-সম্মেলনের আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়। অনেকেই হিতৈষীর মাসিক প্রকাশের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু আমার মতে সভার আর্থিক ভিত্তি যত দিন না দৃঢ় হয়, তত দিন সে চেষ্টা না করাই ভাল।

মহাসম্মেলনের এখনও শৈশব কাল অতীত না হইলেও ইহা সেবার দিক দিয়া কোন অংশে ত্রুটি করে নাই। সর্ব্বথাক সমন্বয় সভার এক বিরাট পরিকল্পনা। ইহা নানা থাকের মধ্যে অবাধ মিলনের পথ প্রসস্ত করিয়া দিয়াছে। যে দিন স্বর্গীয় রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় 'মহেশ্বরী ভবনে' মিলন ব্যাপারে সর্ব্বদিক দিয়া সম্মতি দান করিয়া আচার ব্যবহার সমন্বয়ের জন্য একটা সাব-কমিটি স্থাপন করেন, সেই দিন হইতে গোঁড়া দলের মত পরিবর্ত্তন হয় ও বিবাহ ভোজানাদি ব্যাপারে কোনরূপ আপত্তি শুনা যায় নাই। আজ কাল থাকের প্রশ্ন অতি গৌণ হইয়া গিয়াছে। সভা পণ প্রথার বিরুদ্ধে বরাবরই মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছে এবং বর পক্ষ যাহাতে কন্যা পক্ষের উপর অন্যায় আর্থিক চাপ না দেন সেই জন্য সকলকেই বিশেষ অনুরোধ করা হইতেছে। সকল সমাজের পক্ষ হইতেই পণপ্রথার এরূপ তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে যে, সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কোন উদ্যম পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহাদের উদ্যোগ আয়োজন একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়, কারণ ছাত্রগণ জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল। তাহাদের আন্দোলন জাতির মধ্যে প্রাণের সাড়া আনিয়া দেয়। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের সজাতীয় ছাত্রগণের সাড়া পাওয়া যাইবে।

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এই সভা বহু দিন হইতে চেষ্টা

করিতেছে কিন্তু ইহা এক মহা জটীল ও কঠিন প্রশ্ন। জাতির এবং রাষ্ট্রের মুখ্য সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটী সাব-কমিটি বহু দিন হইতে গঠিত হইয়াছে এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ী ঐ সমিতির সদস্য। সজাতিদের স্ব স্ব কারবারে সম্ভবপর চাকুরী দান ও একটী যৌথ কারবার স্থাপন প্রভৃতি অনেক পরিকল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার সাফল্য নির্ভর করে জাতির তরুণদের আন্তরিক আকাঙ্খা এবং ধনীদের আর্থিক সাহায্যের উপর আমাদের জাতির তরুণেরা দিন দিন যেরূপ শ্রম-বিমুখ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা দুই একটী বেকার যাহাতে কাজ পায় তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সন্তানেরা শ্রম কাতর হইয়া পৈত্রিক ব্যবসায় নষ্ট করিয়া বেকার হইয়া পড়িতেছে—ইহা জাতির পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নহে। ইহাই বোধ হয় আমাদিগকে আরও পতনের পথে লইয়া যাইবে।

সভাব মারফতে ম্যাট্রিকুলেশনে কৃতি ছাত্রকে রামরঞ্জন বৃত্তি নামে মাসিক একটা বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু কোন আবেদন না পাওয়ায় দাতা দরিদ্র ছাত্রদের পুস্তক ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত কালিপদ দত্ত নামক একটী অন্ধ ছাত্রকে পরীক্ষার ফি বাবদ আংশিক সাহায্য দান করা হইয়াছে আরও দুই একটি দরিদ্র বিধবার পুত্রের শিক্ষার্থে কিছু কিছু সাহায্য দান করা হইয়াছে। সভার দান করিবার আকাঙ্খা থাকিলেও অর্থের অভাবে ইহা বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছে না। আপনারা অর্থ সাহায্য করিয়া সভাকে শক্তিশালী ও জাতির মুখোজ্জ্বল করুন।

আমরা দুই এক স্থান হইতে বৈশ্যাচার গ্রহণের সংবাদ পাইয়া হিতৈষীতে প্রকাশ করিয়াছি। বৈশ্যাচার বলিতে প্রধানতঃ ১৫ দিবসে অশৌচান্ত হওয়ার কথা বুঝায়। বহু স্থানে এরূপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু এবিষয়ে প্রধান অন্তরায় হইয়াছে আমাদের পূজক ব্রাহ্মণ লইয়া— কারণ আমাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সৎশূদ্র কায়স্থাদির ব্রাহ্মণ আর নবশাকের অন্য সম্প্রদায়েরা বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতেছে না, কাজেই এই

জায়গায়ই এক প্রধান বাধা উপস্থিত হইয়াছে।

গত মার্চ্চের আদমসুমারীতে আমাদের পৃথক গণনার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু শেষ ফল কিরূপ হইয়াছে আদমসুমারীর সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ না হইলে বলা কঠিন।

আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব আমাদের সভার নিজস্ব কোন গৃহ নাই। এই বিষয়ে অনেক স্বজাতি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। কার্য্য করী সমিতির চেষ্টায় একটী গৃহ নির্ম্মাণ তহবিল গঠন করা হইয়াছে। শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী, শ্রীযুত কালিকৃষ্ণ রক্ষিত, শ্রীযুত সত্যব্রত সিংহ মহাশয় প্রত্যেকে এক শত টাকা দান করিয়া এবিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। উক্ত টাকাগুলি ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা আছে। অদ্য বাৎসরিক সভার দিনে অনেকেই উক্ত ফণ্ডে অর্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হউন। সভার একটী গৃহের যে প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে সাহায্য করিবায় জন্য আমরা প্রত্যেকরই কাছে আবেদন জানাই য়াছি, জানাইতেছি ও জানাইতে থাকিব।

উপসংহারে আমি এই কথাই বলিতে চাই যে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে সভার কার্য্য যথানিয়মে চলিতে থাকিবে। যাঁহারা সভাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিনা। যাঁহারা সভায় অর্থ দান করিয়া সভার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। রায় সাহেব তারাপদ দত্ত শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সিংহ, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ রক্ষিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত এবং আরও অনেক সদস্য শুধু যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহা নহে সভার কার্য্যালয়ে আসিয়া নানারূপ কার্য্য করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় মহাসম্মেলনের সহিত ওতঃপ্রথ ভাবে জড়িত - তাহার ঐকান্তিক চেষ্টাই আজ আমাদের এতদূর আগাইয়া দিয়াছি। তিনি সমস্ত জাতিরই ধন্যবাদার্হ। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিদায়ী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সিংহ মহাশয় সারা বৎসরই নানা কঠিন ব্যাধিতে ভুগিয়াছেন সেই জন্য তিনি আমাদের আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু

তিনি শয্যাশায়ী অবস্থাতেও আমাদিগকে ও সভাকে ভুলেন নাই। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছেন—সেই জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সর্ব্বশেষে আমারা মেসার্স এন, সরকার এণ্ড কোং পাবলিক অডিটারকে বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী বি, এল,
সম্পাদক।

১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে অগ্রহায়ণ সন ১৩৪৭ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা		খরচ	
সদস্যের চাঁদা আদায় মোট জমা	১০৭৲	কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বাবদ খরচ	৭৶০
পৃষ্ঠ পোষক	৭২৲	তাম্বুলি হিতৈষী বাবদ খরচ	৭৫।৵০
বিশিষ্ট	২৩৲	রেজেষ্ট্রেশন বাবদ খরচ	৫৭৵০
সাধারণ	১২৲	সর্ব্বসমেত খরচ	১৩৯৷৶০
ডাইরেক্টরী বিক্রয় বাবদ জমা	৷০		
বিবিধ চাঁদা বাবদ মোট জমা	১১৲		
রেজেষ্ট্রেশন বাবদ আদায়	৪৯৲		
সর্ব্বসমেত আদায়	১৬৭৷০	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (হেড অফিস)	
গত বৎসরের মজুত	১৮৵০	হোম সেভিংস ব্যাঙ্ক	
সর্ব্বসমেত জমা	১৬৯।৵০	৩৭১২২নং এ্যাকাউণ্টে	
বাদ সর্ব্বসমেত খরচ	১৩০"৶০	মোট জমা	৬১০।৴০
নগত তহবিল মজুত	২৯৷৶০	মঃ তিনশত দশ টাকা পাঁচ আনা মাত্র।	
মঃ উনত্রিশ টাকা এগার আনা মাত্র।			

(স্বাক্ষর) শ্রীবিভূতি ভূষণ রক্ষিত।
কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক

(স্বাক্ষর) শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী।
সম্পাদক

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
(স্বাক্ষর) শ্রীরাম হরি দে
হিসাব পরীক্ষক

১লা পৌষ হইতে ৩১ চৈত্র ১৩৪৭ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা—

সদস্যগণের নিকট চাঁদা আদায়		১৪০৲
পৃষ্ঠ পোষক	৭৬৲	
বিশিষ্ট	১১৲	
সাধারণ	৫৩৲	
দান বাবদ আদায়		৩০৲
আজীবন সদস্যের চাঁদা আদায় (আংশিক)		২৫৲
মোট		১৯৫৲

খরচ-

তাম্বুলি হিতৈষীর ছাপার ও কাগজ খরচ	৬৭৷৴১০
তাম্বুলি মহাসম্মেলনের জন্য কাগজ ও ছাপার খরচ	৪০৴০
বিবিধ খরচ	৮৷০
দাতব্য খাতে খরচ	৩০৲
সঞ্চিত তহবিল বাবদ রাখা হয়	২৫৲
	১৭০৸৴১০
উদ্বৃত্ত	২৪৶৴১০
মোট	১৯৫৲

শ্রীবিভূতি ভূষণ রক্ষিত
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব পরীক্ষক)

শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী
(সম্পাদক)

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
এন সরকার এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস
কলিকাতা, ২৬শে এপ্রেল ১৯৪১।

দেনা পাওনার হিসাব ৩১শে চৈত্র ১৩৪৭ সাল

দেনা—		পাওনা—	
গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ তহবিল	৬১০।/০	নগদ এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত	
সঞ্চিত তহবিল—	৫৪॥৶০	বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	
ব্যয়ের উদ্বৃত্ত আয়	২৪৵১০	স্থায়ী আমানত জমা	৫৮৫।/০
		সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা	২১॥০
মোট—	৬৮৯৵১০	নগত তহবিল মজুত—	৮২।/১০
		মোট—	৬৮৯৵১০

শ্রীবিভূতি ভূষণ রক্ষিত।
কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক।

শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী।
সম্পাদক।

We have audited the Balance Sheet of the Tambuli Mahasammelan, Calcutta as at 31st Chaitra, 1347, B. S. as above set forth with books and vouchers of the Sammelan. In our opinion, the above Balance Sheet is drawn up properly and shows a correct view of the state of affairs of the Sammelan.

N. SARKAR & CO.
Registered Accountants.
Calcutta, 26th April, 1941.

দেনা—

১। ইমারৎ নির্ম্মাণ তহবিল।

সাবেক তহবিল ৩১০।/০ পাওয়া যায় এবং রেজেষ্টেশনের পূর্ব্বে আদায় ১৫০ পরে আদায় ১৫০ সর্ব্বসমেত ৬১০।/০ হইয়াছে।

২। সঞ্চিত তহবিল।

সাবেক আয় ব্যয়ের উদ্বৃত্ত ২৯৷৵০ পাওয়া যায় উহা সঞ্চিত তহবিলে রাখা হইয়াছে এবং আজীবন সদস্যের আংশিক চাঁদা ২৫ বাবদ এই তহবিলে রাখা হইয়াছে সর্ব্বসমেত ৫৪৷৵০ হইয়াছে।

৩। উদ্বৃত্ত আয়।

সর্ব্বসমেত আয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় করিয়া মোট ২৪৵১০ উদ্বৃত্ত থাকিল তন্মধ্যে ২০।/০ সঞ্চিত তহবিলে রাখিয়া ৩৵১০ আগামী বৎসরে ব্যয় করিলে ভাল হয়।

পাওনা—

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত স্থায়ী আমানত মোট ৫৮৫।/০ এবং সেভিংস ডিপোজিট ২১॥০ আছে।

নগদ ৮১।/১০ হস্তে মজুত আছে। তন্মধ্যে ৫০ পুনরায় স্থায়ী আমানত জমা রাখা হইল এবং ২৮॥০ সেভিংস ডিপোজিট দেওয়া হইল সর্ব্বসমেত ৭৮॥০ জমা দিয়া ৩৵১০ কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত থাকিল।

সদস্যগণের নিকট বাকী চাঁদা হিসাবে ধরা হইল না কিন্তু উহা যাহাতে সম্পূর্ণ আদায় হয় সে জন্য সদস্যগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইতেছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীবিভূতি ভূষণ রক্ষিত।
কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক।

(স্বাক্ষর) শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী
সম্পাদক।

সন ১৩৪৭ সালের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ।

	নাম	পেশা	
১।	শ্রীবসন্তকুমার সিংহ	ব্যবসায়	সভাপতি
২।	শ্রীবিহারী লাল মল্লিক	ঐ	সহকারী ঐ
৩।	রায় সাহেব তারাপদ দত্ত বি, ই	চাকরী	ঐ
৪।	শ্রীচারু চন্দ্র নন্দী বি, এল	ব্যবসায়	সম্পাদক
৫।	শ্রীঅনুকূল চন্দ্র লাহা	ঐ	যুগ্ম সম্পাদক
৬।	শ্রীজীবন কুমার দত্ত	ঐ	সহ সম্পাদক
৭।	শ্রীধনকুবের নাগ	চাকরী	ঐ
৮।	শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত বি, কম, জি, ডি,এ	ঐ	হিসাব রক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ
৯।	শ্রীরামহরি দে, এম, এ	ঐ	হিসাব পরীক্ষক
১০।	শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ	চিকিৎসক	পত্রিকা সম্পাদক
১১।	শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাল	জমিদার	ঐ সহ সম্পাদক
১২।	শ্রীসত্যব্রত সিংহ	ব্যবসায়	ঐ
১৩।	শ্রীভূপতিভূষণ সিংহ এম, এ, বি, এল	সলিসিটার	'ল' অফিসার
১৪।	শ্রীকালিকৃষ্ণ রক্ষিত বি, এ, বি টি,	শিক্ষক	প্রচার সম্পাদক
১৫।	শ্রীফণীভূষণ পাল	ব্যবসায়	সদস্য
১৬।	শ্রীচারু চন্দ্র পাল		ঐ
১৭।	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত		ঐ
১৮।	,, ফকির চন্দ্র পাল	ব্যবসায়	ঐ
১৯।	,, বামনদাস লাহা	ঐ	ঐ
২০।	,, পরেশচন্দ্র রক্ষিত	ঐ	ঐ
২১।	,, তারক দাস দত্ত	ঐ	ঐ
২২।	,, তুলসীচরণ দে	ঐ	ঐ
২৩।	,, নবকৃষ্ণ বর্দ্ধন	ঐ	ঐ
২৪।	,, তারাপ্রসাদ সেন	ঐ	ঐ
২৫।	,, কানাই লাল সেন	ঐ	ঐ
২৬।	,, কানাই লাল দত্ত	জমিদার	ঐ

তাম্বুলি সমাজ মন্দির

(সজাতির প্রতি আমার নিবেদন)

সম্প্রতি তাম্বুলি মহাসম্মেলন ১৮৬০ সালের ২১নং সমিতি আইন অনুসারে ইংরাজী ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪০ সালে রজেষ্ট্রী হইয়াছে। মহাসম্মেলনের জন্মাবধি ইহার রেজেষ্ট্রী করণের জন্য আমি বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম এমন কি ইহার জন্য পৃথক চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু তথাপি অনেকের আপত্তি থাকায় উহা সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন তাঁহারা সমগ্র সজাতির ধন্যবাদের পাত্র। তাম্বুলি মহাসম্মেলন রেজেষ্ট্রী কৃত হইল কিন্তু ইহার এখনও একটী নিজস্ব গৃহ নাই কলিকাতায় একটী নিজস্ব গৃহ একান্ত প্রয়োজন। একটী ছোট খাট মহাসম্মেলনের উপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আনুমাণিক ব্যয় কমপক্ষে ১৫০০০৲ পনের হাজার টাকা। আমাদের সমগ্র বঙ্গভাষী সজাতির সংখ্যা আনুমাণিক ৪৮০০০। যদ্যপি জনপ্রতি ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা করিয়া "জাতীয় কর" আদায় দেন তাহা হইলে এক বৎসরেই প্রায় ১৫০০০৲ পনের হাজার টাকারও কিছু বেশী পাওয়া যাইতে পারে। ইহা আমাদের কর্ত্তব্য বটে, ধর্ম্মও বটে, জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, ইহার একটী চিরস্থায়ী আশ্রয় বা আশ্রম অতীব প্রয়োজন। তারপর জাতীয় ব্যাঙ্ক, জাতীয় সমবায় ব্যবসায় প্রভৃতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে।

কলিকাতায় তাম্বুলি মহাসম্মেলনের যে গৃহ নির্ম্মাণ হইবে উহাতে কার্য্যালয় থাকিবে, পাঠাগার, গ্রন্থাগার, নৈশ বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার, সভার স্থান ও সজাতীয় ছাত্রবাস প্রভৃতি থাকিবে। যে সমস্ত সজাতি কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করেন তাঁহারা থাকিতে পারিবেন এবং যে সমস্ত সজাতি মাত্র ২।৩ দিনের জন্য কলিকাতায় কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া থাকেন তাঁহাদের জন্য ধর্ম্মশালা থাকিবে মোটের উপর সমগ্র সজাতি একস্থানে ২৪ঘণ্টা কাল যখন যাহার সুবিধা আসিয়া থাকিতে পারিবেন। সব কিছুরই অনুসন্ধান সেখানে পাওয়া যাইবে। নানা প্রকারে সাহায্য দান ও সাহায্য গ্রহণের সুবিধা থাকিবে। সমগ্র বঙ্গভাষী সজাতীয় শক্তি এইখানেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিবে।

তাম্বুলি-হিতৈষী

এইবার আমি আমার দায়ের কথা বলিব। আমি সপ্তগ্রামীয় লোক সপ্তগ্রামীয় লোক সংখ্যা আনুমাণিক ১২০০ বার শত (এক প্রকার গণিত বলিলেও চলে)। যে হেতু এই সপ্তগ্রামীই

১। প্রথম মিলন প্রয়াসী হইয়াছেন,

২। প্রথম ভিন্ন থাকে রুটী ও বেটীর আদান প্রদান করিয়াছেন,

৩। প্রথম সভার সৃষ্টি করিয়াছেন,

৪। প্রথমে সভাকে লালন পালন ও বৰ্দ্ধন করিয়াছেন.

৫। প্রথম সভার মুখপত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন,

৬। প্রথম জাতীয় গ্রন্থ (তাম্বুলি বণিক) সাহায্যে এক জাতিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন—

সেই হেতু সপ্তগ্রামী যাহাতে জাতীয় গৃহ নির্ম্মাণে অগ্রণী হইতে পারেন তাহার জন্য আমি সমগ্র সপ্তগ্রামীর পক্ষ হইতে জন প্রতি ১৲ ষোল আনা শ্রদ্ধার অর্থ মহাসম্মেলনে আদায় দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র সপ্তগ্রামী সমাজ হইতে মহাসম্মেলনের একটী নিজস্ব গৃহ-নির্ম্মাণ বাবদ মোট ১২০০৲ বার শত টাকা আদায় দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আশা করি সহৃদয় সপ্তগ্রামীগণ আমার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখিয়া সপ্তগ্রামীর নাম জাতীয় ইতিহাসে চিরঃস্মরণীয় করিয়া রাখিবেন। যদি সকল থাকের কৰ্ম্মীবৃন্দ, সহৃদয় সজাতি হিতকামীগণ বিশেষ ভাবে কায়মনও বাক্যে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জনপ্রতি ১৲ এক টাকা হিসাবে শ্রদ্ধার অর্থ আদায় বা দান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আনুমাণিক ৪৮০০০৲ আটচল্লিশ হাজার টাকা এতদর্থে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে "চাল" (গৃহ) তো হইবেই উপরোক্ত "চুলা" র (ভাতের) ব্যবস্থার কিছুটা হইবে।

জাতির এই দুর্দ্দিনে জাতিকে বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেকেই বিন্দু বিন্দু শক্তি দিয়া বিরাট শক্তি গড়িয়া তুলুন। নানা ওজর আপত্তি করিয়া এক বিন্দু শক্তির কার্পণ্য করিয়া জাতিকে মরণের পথে টানিয়া আনিবেন না. ছেলের শ্রদ্ধাও দিও কিঞ্চিৎ; না কর বঞ্চিৎ; হলেও সভার গৃহ নির্ম্মাণ হইয়া যাইবে। অমুক দিলেন কিনা?—কত দিলেন—কম দিলেন কেন ইত্যাদি কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনারা স্ব স্ব সামর্থ অনুযায়ী দান

করুন। সজাতিবৃন্দকে ফাঁকি দিবেন না—নিজের সন্তানদের ফাঁকি দিবেন না। যিনি বুঝিতে না পারেন তাঁহাকে বোঝান—যাঁহার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব আছে তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করুন। ধনী অপুত্রকগণের দানের অপূর্ব্ব সুযোগ। সমগ্র সজাতিবৃন্দকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদের ধন্য মনে করিবেন বংশের নাম চিরঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যেহেতু তাম্বুলি মহাসম্মেলন সরকারের আইন অনুসারে বিধিমত রেজেষ্ট্রী হইয়াছে সেইহেতু ইহার এক কপর্দ্দকও তছরূপের ভয় বা ভাবনা আর নাই। প্রতি সনই সরকারের নিকট পাই পয়সার আয় ব্যয়ের ও দেনা পাওনার হিসাব দাখিল করিতে হইবে—প্রত্যেকটি কর্ম্ম বিধিমত সমাধা করিতে বাধ্য থাকিবে।

নিবেদক—
শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত
(সপ্তগ্রামী সমাজের প্রতিনিধি)

আবাহন

"আজি সারাটী বিশ্বে, পড়িয়াছে সাড়া
উঠ উঠ জেগে ঘুমায়ে রয়েছ যারা
মিলনের বাঁশী, ওই শুন বাজে
এমন প্রভাতে ঘুম কি গো সাজে?

তাম্বূলি মহাসম্মেলন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজেষ্টারী কৃত)

নবম বর্ষ

বৈশাখ—চৈত্র

সন ১৩৪৮ সাল

সাধারণ সম্পাদকের কার্য্যবিবরণী,

বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব,

দেনা ও পাওনার তালিকা

গত বাৎসরিক সভার কার্য্যাবলী

——:*:——

সাধারণ সম্পাদক

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী, বি, এল

কার্য্যালয় :—৪৭, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা।

তাম্বুল মহাসম্মেলনের

সন ১৩৪৮ সালের নবম বর্ষের কার্য্য বিবরণী।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সম্মিলিত সদস্যগণ ও সমবেত স্বজাতিবৃন্দ!

ভগবৎ কৃপায় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাম্বুলি মহাসম্মেলন দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আজ আরার বাৎসরিক সভার শুভ দিনে আপনাদের সমীপে আমাদের গত এক বৎসরের কর্ম্ম প্রচেষ্টার একটী হিসাব নিকাশ দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। হিসাব দিবার পূর্ব্বে আপনাদের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। আশা করি আপনারা ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বাধিত করিবেন।

মহাসম্মেলনের বাৎসরিক সভার কোন স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা সমিতি না থাকায় আমি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে বরেণ্য সভাপতি মহাশয়কে এবং মাননীয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও স্বজাতিবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ বিনীত সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি এবং সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে মহাসম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির যদি কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন, এবং নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া বাধিত করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে তাম্বুলি জাতির যদি কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠান থাকে তাহা এই তাম্বুলি মহাসম্মেলন। এই প্রতিষ্ঠানটী যে ইহার সত্বা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা কেবল আপনাদের ত্যাগে ও কার্য্যকরী সমিতির কতিপয় সদস্যের আপ্রাণ চেষ্টায়। কারণ এই দুঃসময়ে, এই দারুণ বিশ্ব যুদ্ধের সময়েও আপনাদের মহানুভবতায় ও সহানুভূতায় মহাসম্মেলন তাহার গন্তব্যপথে ঠিক অগ্রসর হইতেছে। ইহাই সভার প্রাণের স্পন্দন ও স্থায়িত্বের নিদর্শন। আমরা ভাবিয়াছিলাম

যে সমিতি আইনে রেজেষ্ট্রী করাইলে সভায় একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে। রেজিষ্ট্রেশনের পরে এক বৎসর অতীত হইল আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা ঠিকই হইয়াছে। সত্য সত্যই রেজিষ্ট্রেশন জাতির সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে এক নূতন আশার আলোক সম্পাত করিয়াছে এবং সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, তাম্বুলি মহাসম্মেলনকে যে টাকা দেওয়া হইবে তাহার একটী পয়সারও তঞ্চকতা হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, ইহার হিসাবপত্র সরকারী হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে।

বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় আজ সমগ্র বাংলা দেশ শুধু যে ম্লান হইয়াছে তাহা নহে—যেন 'ছন্নছাড়া' হইয়া পড়িয়াছে—তৈল পাওয়া যায়ত লবণ পাওয়া যায় না, ঘৃত পাওয়া যায়ত আটা ময়দা পাওয়া যায় না, ইত্যাদি। কর্ম্মচারী সব পলায়নপর—গ্রামগুলি জনমুখর হইলেও শ্রীহীন ধনী নির্ধন সকলেরই মুখে হাহুতাশ ভাব—ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বিশৃঙ্খল বিদ্যালয় বন্ধ—ছাত্রদের পাঠে অমনোযোগ—যেন একটা ভাবী প্রলয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। সদা হাস্যময়ী কলিকাতা নগরী জনবিরল, বহু সদস্যের সন্ধান মিলিতেছে না "তাম্বুলি হিতৈষী" কেবল ফেরৎ আসিতেছে, এবং অতি কষ্টে পুনরায় তাহাদের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার যথাসাধ্য ব্যবস্থা হইতেছে। এই দারুণ অবস্থাতেও মহাসম্মেলনের কার্য্য যথাবিহিত চলিতেছে, কার্য্যকরী সমিতি কোনরূপ শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে নিয়মাবলীর আট ধারার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উহা এইরূপ—

"নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা :—প্রত্যেক সদস্যকে তাহার একটি ঠিকানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখাইয়া দিতে হইবে সেই ঠিকানায় তাহাকে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট ঠিকানার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাও সম্পাদককে জানাইতে হইবে।" ৮ ধারা।

* * * * *

অতএব আমার বিশ্বাস অতঃপর সদস্য মহোদয়গণ সমিতির কার্য্যালয়ে স্ব স্ব পরিবর্ত্তিত ঠিকানা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শোকপ্রকাশ

বৎসরের কার্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে মহাসম্মেলনের সকল সদস্যের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না। অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে মহাসম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক সদস্য এবং বিশিষ্ট নীরব কর্ম্মী শ্রদ্ধেয় কালীকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি। হুগলী জেলার সন্ধিপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় পরিতোষ লাহা, আহীরিটোলা নিবাসী মাননীয় কালীদাস পাল মহাশয় ও রাজসাহীর মাননীয় ভুবনেশ্বর সিংহ মহাশয় এবং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ বিশিষ্ট কর্ম্মী মাননীয় পান্নালাল রক্ষিত মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

সভার ক্ষতি

শ্রদ্ধেয় কালীকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের মৃত্যু মহাসম্মেলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি। মহাসম্মেলনের সমস্ত কাজেই কালীবাবু ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। মহাসম্মেলনের ভিতর দিয়া জাতির উন্নতি করা তিনি তাঁহার জীবনের একটী ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ছাত্র-সমাজ গঠন করিবার জন্য তিনি নিজে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে তাম্বুলি ছাত্রদের উন্নতি হয় তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন। জাতীয় সভাকে জনসাধারণের সভায় পরিণত করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সম্মিলনী সভার সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় যুবক সম্মিলনী গড়িয়া তোলেন, তারপর তাম্বুলি মহাসম্মেলন (Tambuli Conference) হয় এবং তাহাতেই আত্ম-নিয়োগ করিয়া মহাসম্মেলনকে জাতির সাধারণ সভায় পরিণত করেন। জাতির প্রায় প্রত্যেকেরই সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং সেই জন্য তিনি সমাজে কাজ করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার মত একজন কর্ম্মীকে হারাইয়া মহাসম্মেলন অনেকখানি হীনবল হইয়াছে।

কর্ম্মচারী

নবম বর্ষের প্রথমদিকে মহাসম্মেলনের একজন কর্ম্মচারী ছিল। কিন্তু পূজার পর হইতে তাহার পদত্যাগের পর এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি অন্যরূপ হওয়ায় অল্প বেতনে কোন কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতেছে না। মহাসম্মেলনের কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। হিতৈষীতে "স্বেচ্ছাসেবক" চাহিয়া জাতির নিকট হইতে কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। সভার নিজস্ব কর্ম্মচারী না থাকায় অনেক কর্ম্মপদ্ধতি কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই, অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে মহাসম্মেলনের আর্থিক অবস্থা এখন এরূপ সচ্ছল হয় নাই যাহাতে বেশী বেতন দিয়া একজন নির্ভরযোগ্য দক্ষ কর্ম্মচারী রাখিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন কর্ম্মচারী না থাকিলেও সভার কার্য্যকরী সমিতিতে ২৬ জন সদস্য আছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই কাজ চালাইয়া লইতে পারেন। যাঁহারা মহাসম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য তাঁহাদের স্বস্ব বৃত্তি আছে এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় সেজন্য তাঁহারা সভার বিশেষ কিছু কাজ করিতে পারেন না। অবশ্য ইহাও ঠিক যে যদি ২৬ জন সদস্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে এত অসুবিধা হইত না। অপ্রিয় সত্য বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে কার্য্যকরী সমিতির বিশদ তালিকার মধ্যে মাত্র ৭।৮ জন ব্যতীত আর কাহারও সাহায্য পাওয়া সুদূর পরাহত। এ বিষয়ে কার্য্যকরী সমিতির সমস্ত সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য মাসিক সভায় একটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল যে "কার্য্যকরী সমিতির প্রত্যেক সদস্য মাসে মাত্র দুই হইতে চারি দিন অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা করিয়া সময় মহাসম্মেলনের কার্য্যে ব্যয়িত করিবেন।" আজিও আমি বাৎসরিক অধিবেশনে এই প্রস্তাবটী আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব. আপনারা বিবেচনা করিবেন। আপনাদের নিকট আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, যদি আমরা সকলে সমবেত পরিশ্রম করি আমরা জাতিকে অনেক উন্নতির পথে অগ্রসর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সফলকাম হইব। সামাজিক উন্নতি আমাদের কাম্য এবং তাহা সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে।

সভা সমিতির অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যকরী সমিতির দশটী মাসিক সভা হইয়াছিল এবং উক্ত সভায় কার্য্যকরী সমিতির বহু সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। সাবকমিটিগুলির কার্য্যের বিবরণীও গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ মিলন সাবকমিটীর আলোচনা সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, অনেকগুলি পত্রের আদান প্রদান হইয়াছে এবং এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। শেষ মীমাংসা করিবার জন্য সম্মিলনী সভার সাধারণ সম্পাদকের সহিত কথাবার্ত্তা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সম্মিলনী সভার সাধারণ সম্পাদক এবং মহাসম্মেলনের বিশিষ্ট সদস্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোহর রক্ষিত মহাশয়ের সহিত এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে বড়দিনের ছুটীর মধ্যে সম্মিলনী সভার তিনজন সদস্য ও মহাসম্মেলনের তিনজন সদস্য একত্রে মিলিত হইয়া পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা একটী আপোষ রফা করা হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ত্তমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দরুণ মনোহরবাবু কলিকাতা হইতে দেওঘরে ছয় সাত মাস থাকায় মিলন সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয় নাই।

বেকার সহায়ক কমিটি ও ছাত্রগণের পরামর্শ সমিতির সম্মুখে কোনও আবেদন না থাকায় বিশেষ কোন কার্য্য করা হয় নাই। ইহাও জাতির সাড়া না পাওয়ার চিহ্ন। সাবকমিটির পক্ষ হইতে মহাসম্মেলনের মুখপত্র 'হিতৈষীতে' যথারীতি আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। ছাত্রসঙ্ঘ সাবকমিটি বহু চেষ্টা করিয়াও ছাত্রসঙ্ঘ গঠন করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার প্রথম কারণ ছাত্রদের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই এবং দ্বিতীয় কারণ কালীকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের পরলোক গমন ও তৃতীয় কারণ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ বন্ধ হওয়ায় ছাত্রেরা স্ব স্ব পল্লী অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে।

মহাসম্মেলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনকারী সাবকমিটি প্রথম রচিত নিয়মাবলীর দ্বারা কার্য্য পরিচালনা করা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কয়েকটী নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাহাদের সেই পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী কার্য্যকরী সমিতির সন ১৩৪৯ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে

অধিবেশনে কার্য্যকরী সমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছে এবং আজ সাধারণ সভায় আপনাদিগকে তাহা অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কার্য্যকরী সমিতির দশটী অধিবেশন ব্যতীত একটী সাধারণ সমিতির অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে বাংলার ও বিহারের নানা স্থানের বিশিষ্ট স্বজাতিকে কার্য্যকরী সমিতি সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশের নিকট হইতেই কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উক্ত সাধারণ সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবমত ৭২৮৲ টাকার একটী খরচের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হয়।

আলোচ্য বর্ষে শ্রদ্ধেয় কালীকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের মৃত্যুতে সন ১৩৪৮ সালের ১০ ফাল্গুন, ১০৪ এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডস্থ (ওরিয়েণ্টাল ট্রেনিং একাডেমি) ভবনে একটী শোকসভা হইয়াছিল উক্ত সভার অধিবেশন বহু স্বজাতির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

প্রচার

আলোচ্য বর্ষে প্রায় অনেক ছুটির দিন মহাসম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মহাসম্মেলনের বাণী প্রচারার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন। পূজার ছুটিতে ঘাটশীলায় মহাসম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছিল এবং তথাকার "যুবক সম্মিলনীর" দ্বারা এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তারপর কার্য্যকরী সমিতির আরও কয়েকজন সদস্য মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রচারার্থে বহির্গত হন ঐ সকল স্থানের বিশিষ্ট স্বজাতিবৃন্দের সহিত বহু আলাপ আলোচনা করেন এবং একটী স্থানে সভার অধিবেশন হয়।

আলোচ্যবর্ষে "তাম্বুলি হিতৈষি" মহাসম্মেলনের মুখপত্র হিসাবে যথানিয়মে প্রকাশিত হয়। তিন মাস অন্তর এক একটি সংখ্যা করিয়া 'চারিবার হিতৈষি'টী আত্মপ্রকাশ করে। বহু আবেদন ও নিবেদন, প্রবন্ধ বহু স্বজাতীয় সংবাদ, পাশের খবর এবং একটী করিয়া গল্প প্রকাশিত

হইয়া 'হিতৈষী'র মর্য্যাদার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। হিতৈষী স্বজাতিগণের দ্বারে দ্বারে যথা সময়ে অনেক সংবাদ অনেক আবেদন লইয়া পৌঁছিয়াছে। জাতি তাহাতে বিশেষ কোন সাড়া দেয় নাই, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। ইহাতে জাতির জড়তার কথাই মনে হয়। আমাদের স্বজাতি-বৃন্দ কি জাতীয় উন্নতি কামনা করেন না—তাঁহারা কি সঙ্ঘবদ্ধতা পছন্দ করেন না?—না, স্বভাবসুলভ অলসতাই তাঁহাদিগকে নিস্পৃহ করিয়াছে, না, আমরা অবনতির পথে নামিতে থাকিব? আপনারা কি পুরুষাকার সহায়তায় আমাদের অধোগমনকে রোধ করিবেন না?

আলোচ্যবর্ষে বহু স্বজাতির নিকট হিতৈষী প্রেরণ করা হইয়াছিল। যাঁহারা মহাসম্মেলনের সদস্য তাঁহাদের 'হিতৈষীর দাম লাগেনা। আর যাঁহারা সদস্য হন নাই তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সদস্য হইবেন, নচেৎ 'হিতৈষীর' দাম দিয়া বাধিত করিবেন। আলোচ্যবর্ষে হিতৈষীতে বাকী চাঁদার জন্য আবেদন দেওয়া হইয়াছিল তাহার উত্তরে অনেকে চাঁদা পাঠাইয়াছিলেন। যাঁহারা চৈত্র মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত টাকা দেন নাই, তাঁহাদের অনেকের নামে পৃথক পত্র দেওয়া হইয়াছিল। সেই পত্রের উত্তরে কেহ কেহ চাঁদা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ৩০শে চৈত্র মধ্যে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা চাঁদা দেন নাই আমরা বাধ্য হইয়া বৈশাখ মাসে তাঁহাদের নামে ভি পি করিয়াছিলাম। আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি কয়েকজন ভি পি ফেরৎ দিয়া মহাসম্মেলনের অযথা ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন তাঁহাদের দেয় চাঁদা মহাসম্মেলনের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করুন।

কর্ম্মচারী না থাকায় কলিকাতায় হিতৈষী হাতে হাতে বিলির জন্য স্বেচ্ছাসেবকের আবেদন দিয়া কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই কাজেই কলিকাতা অঞ্চলে 'হিতৈষী' কার্য্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য প্রত্যেকের বাটী গিয়া পৌছাইয়া দিয়াছেন। এই জন্য কার্য্যকরী সমিতির সেইসকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে সম্মেলনের প্রতি বৎসর ৩০।৩৫ টাকা বাঁচান যাইতে পারা যায়।

আলোচ্য বর্ষে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ কোন

প্রচার করা হয় নাই বা কোনরূপ সাহায্য ইত্যাদি দেওয়া হয় নাই। কতিপয় পরীক্ষার্থী ছাত্রকে আংশিক সাহায্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলেও এবং বাজেটে খরচ ধরা হইলেও নানা গোলমালে কোন কিছু করা হয় নাই।

দান

বিপদে সাহায্যকল্পে কিছু টাকা দান করা হইয়াছে। ঢাকা দাঙ্গার ফলে আমাদের স্বজাতীবৃন্দের ক্ষতি আমাদিগকে বিচলিত করে এবং মহাসম্মেলনের ভাণ্ডার হইতে দান করা হয়। এই ঢাকার সাহায্য ব্যতীত মহাসম্মেলনের সাহায্য ভাণ্ডারে বিশেষ কোন সাহায্য আসে নাই। সিংভূম জেলায় এক স্বজাতি পল্লীর গৃহদাহে বহু গৃহস্থ ক্ষতিগ্রস্থ হন তাঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করা হয় এবং এক বিধবাকে কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে সদস্য সংগ্রহই মহাসম্মেলনের কর্ম্মপদ্ধতির একটী বিষয় বলিয়া ধরা হইয়াছিল। রেজিষ্ট্রেশনের পরে গত বাৎসরিক অধিবেশনে আমি আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম যে মুষ্টিমেয় সদস্য লইয়া যাত্রাপথে বাহির হইয়াছি, পশ্চাতে আছে কেবল আপনাদের সহানুভূতি। সেই জন্য আজ আমরা অনেক সদস্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অতি অল্প সংখ্যক লোকই আমাদের বিমুখ করিয়াছেন ইহাই আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের কারণ। নিম্নে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত মহাসম্মেলনের সদস্যের সংখ্যা দেওয়া হইল।

	১৩৪৭ সাল	১৩৪৮ সাল
আজীবন সদস্য	১	১
পৃষ্ঠপোষক সদস্য	১৬	২০
বিশিষ্ঠ ,,	৯	৫১
সাধারণ ,,	৪১	১৯০
যাঁহারা ফরম দেন নাই	১০	১৬
মোট	৭৭ জন	২৭৮ জন

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে এই দারুণ দুর্বৎসরেও সদস্য সংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার দ্বারা আপনাদিগের সহানুভূতিই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু সদস্য তালিকা হইতে দেখা যায় যে জাতির সংখ্যা হিসাবে সদস্য সংখ্যা নগণ্য। এখনও বহু তাম্বুলি গ্রাম আছে যেখানে আমাদের সম্মেলনের একজনও সদস্য নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। প্রচারে বহির্গত হইয়া দুঃখের সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, এমন বহু স্বজাতি আছেন, যাঁহারা কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সদস্য হইতে ইচ্ছুক নহেন। অবশ্য মহাসম্মেলনের সদস্য হইতে হইলে বাৎসরিক চাঁদার হার পৃষ্ঠপোষক সদস্যের ১২৲ বিশিষ্ট সদস্যের ৩৲ সাধারণ সদস্যের ১৲ মাত্র। অর্থাৎ মাসিক পাঁচ পয়সা ব্যয় করিয়া যে কোন স্বজাতি একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যভুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বাজে খরচ করিয়া থাকেন, আমার মনে হয় এই পাঁচ পয়সা বাজে খরচ করিতে আমাদের স্বজাতিগণ কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। আর ইহা নিছক বাজে খরচও নয়। মহাসম্মেলন আপনাদের দ্বারে দ্বারে বৎসরে ন্যূনপক্ষে চারিবার বিবিধ জাতীয় সংবাদ ও অন্যান্য সংবাদ লইয়া আপনাদের জাতির গাঁথা, আপনাদের জাতির সুখ দুঃখ ও গৌরবের কাহিনী আপনাদিগকে শুনাইয়া আসিবে। ইহার দ্বারা আপনারা অনেক বিষয়ে লাভবান হইতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধতা ও পরস্পর মেলামেশার দরুণ আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইবে। আমরা সংখ্যায় অল্প হইলেও এই সঙ্ঘবদ্ধতার সাহায্যে বিরাট যৌথ ব্যবসায় স্থাপন করিতে সমর্থ হইব। আশাকরি ইহার মারফতে আমরা পরস্পর পরিচিত হইব। পরিচিত হওয়াই সব চেয়ে বড় ব্যাপার। কারণ তদ্দারা পুত্র কন্যার বিবাহের অনেক সুযোগ সুবিধা হইবে। পরস্পরের পরিচয়ের উপরই সমাজের গঠন ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেও অর্থ সংগ্রহ খারাপ হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। কিন্তু "গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে" আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় নাই। সভার নিজস্ব গৃহ না থাকায় কত যে কাজের ক্ষতি হয় তাহা প্রত্যেক সদস্যই অনুভব করিয়া থাকেন। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া

আমাদের সামাজিক আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু সভা একটী নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। বহু দাতা অজস্র দান করিয়াছেন, বহু কর্ম্মী প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। জাতি কি ইহা বুঝিবে না যে তাহার পরিচয় দিবার ও মাথা রাখিবার স্থান নাই। আপনারা যদি যৎকিঞ্চিৎ সভার গৃহনির্ম্মাণ জন্য দান করেন আমার মনে হয় এই বড় সহরে অতি সহজেই সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা যায়। গত বাৎসরিক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় এক আবেদনে আপনাদের এই তথ্য অতি সহজ করিয়া বুঝাইয়াছেন। সভায় আপনারা যৎকিঞ্চিৎ দান করিবেন তাহা আপনাদের জমা থাকিবে এবং তাহা আপনাদের পুত্র পৌত্রের এবং আত্মীয় স্বজনের কাজে লাগিবে। আপনারা কি আপনাদের পুত্র পৌত্রের এবং আত্মীয় স্বজনের সুখ চাহেন না।

এইবার আপনাদিগকে মহাসম্মেলনের আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে একটী যথাযথ হিসাব দিয়া আমার এই সুদীর্ঘ কার্য্য বিবরণী শেষ করিব। আমি গত বৎসর আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম যে সন ১৩৪৭ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত মহাসম্মেলনের মোট আয় ২৫৮॥০ ও মোট ব্যয় ২৩৪।/১০ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত মহাসম্মেলনের মোট আয় হইয়াছে ৬০৪দ/১৫ এবং মোট ব্যয় হইয়াছে ৩৩৯॥০ মাত্র। সন ১৩৪৭ সালে মহাসম্মেলনের উদ্বৃত্ত মাত্র ২৪৵১০ হইয়াছিল এবং সন ১৩৪৮ সালের উদ্বৃত্ত হইতেছে ২৬৫।/১৫। সর্ব্ব সমেত উদ্বৃত্ত ২৮৯॥৫ হইতেছে। সন ১৩৪৭ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত মহাসম্মেলনের গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ৬১০।/০ ছিল আলোচ্য বর্ষে উহা বর্দ্ধিত হইয়া ৭৮৮॥/১৫ হইয়াছে। সন ১৩৪৭ সালের দরিদ্র ভাণ্ডারে ৩০৲ মাত্র আদায় হইয়াছিল এবং ৩০৲ টাকাই ব্যয়িত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৭২॥০ আদায় হইয়াছে এবং ৫০॥৵০ ব্যয় হইয়াছে এবং উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ২০৲ টাকা ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইয়াছে। মহাসম্মেলনের সঞ্চিত ভাণ্ডারে সন ১৩৪৭ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৫৪॥৶০ ছিল আলোচ্য বর্ষে উহা ১২৫৲

টাকায় পরিণত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সন ১৩৪৭ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত মহাসম্মেলনের সর্ব্ব ভাণ্ডারের একুনে ৬৭৯৯/১০ মজুত ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষে মহাসম্মেলনের সর্ব্ব ভাণ্ডারের মজুত একুনে ১২২৫৲ হইয়াছে।

পরিশেষে আমাদের মন্তব্য এই যে এই বৎসরের শেষে সর্ব্বপ্রকার আয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় করিয়া মোট ২৮৯৷৫ উদ্বৃত্ত থাকিল তন্মধ্যে ১০০৲ সঞ্চিত ভাণ্ডারে রাখিয়া মোট ১৮৯৷৫ আগামী বৎসরে ব্যয় করিলে ভাল হয়। সদস্যগণের নিকট বাকী চাঁদা অতি সামান্য। উহা হিসাবের মধ্যে ধরা হইল না।

তাম্বুলি মহাসম্মেলনের গত সন ১৩৪৮ সালেরের কার্য্য বিবরণী আপনারা শুনিলেন। কিরূপ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া কার্য্যকরী সমিতিকে কার্য্য করিতে হইতেছে তাহা আপনারা জ্ঞাত হইলেন। তাম্বুলি মহাসম্মেলন অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে আপনাদের যে হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা মহাসম্মেলনের গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর পরিচালিত হওয়াই একমাত্র কারণ। অবশ্য আপনাদের এবং কর্ম্মীদের স্বার্থ ত্যাগও অনেকটা এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। আমি আপনাদের নিকট মহাসম্মেলনের বহু অভাব অভিযোগ শুনাইলাম আপনারা তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আলোচ্য বর্ষের কার্য্য বিবরণীতে থাকভাঙ্গা বিবাহের বিশেষ কিছু আলোচনা করা হয় নাই তাহার কারণ রাজহাটী থাক ব্যতীত অন্যান্য থাকে যেরূপ অবাধ বিবাহ চলিতেছে তাহাতে আর থাক ভাঙ্গার বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার নাই। উপসংহারে আমি আপনাদের দৃষ্টি মহাসম্মেলনের সাহায্য ভাণ্ডারের প্রতি এবং গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারের প্রতি আকর্ষণ করাইতে চাই। ভাবী কার্য্যকরী সমিতির নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন আগামী বর্ষে ছাত্রদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। কারণ ছাত্রেরা জাতির 'ভবিষ্যৎ' জাতির আশা ভরসা স্থল। জাতির মধ্যে শিক্ষা যতই বহুল প্রচারিত হইবে জাতির অগ্রগতি ততই প্রসারিত হইবে। পরিশেষে যে

সকল কর্ম্মী অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় সর্ব্বদাই সভার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রায় সাহেব তারাপদ দত্ত, ডাঃ নলিনাক্ষ সিংহ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত বামনদাস লাহা ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়গণ প্রত্যেকে সভার কার্য্যের জন্য বহু সময় ব্যয়িত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধনকুবের নাগ ও শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র পাল এবং আরও অনেকেই অল্প বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

-:*:-

"দেশের সকল অভাব, সকল অপমানের মূল প্রতিকার হচ্ছে পরস্পরে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হওয়া"

—রবীন্দ্রনাথ—

——:*:——

"স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত—এই কথাটা বর্ত্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। এ'কে স্বীকার করতেই হবে"

—রবীন্দ্রনাথ—

সজাতীয় প্রতিষ্ঠান। তথায় সজাতিবৃন্দের একত্র মিলিত হইবার ও পরস্পরের আলাপের সুযোগ ঘটিবে। জাতির ও সমাজের উন্নতির ও সেবার উপায় স্থির হইবে।

কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবক।

অতএব সজাতি ভদ্রমহোদয়গণকে ও ছাত্রগণকে, প্রত্যেক সদস্যকে কার্য্যকরী সমিতির নিম্নলিখিত ভাবে স্বীকারোক্তি দিতে হইবে। "আমি প্রতি মাসে দুই হইতে চারি দিন ২।৩ ঘণ্টাকাল মহাসম্মেলনের কার্য্যে (উহার উদ্দেশ্য প্রচার ও সাধনকল্পে) ব্যয়িত করিব"।

শ্রী ... ...

তারিখ... ... ...

সন ১৩৪৮ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে

দেনা ও পাওনার তালিকা

(Balance sheet as on 30th chaitra, 1348 B. S.)

দেনা		পাওনা	
১। গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডার	৭৮৮॥/১৫	১। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ (বহুবাজার ব্রাঞ্চ)	
২। সাহায্য ভাণ্ডার	২১৮৵০	(ক) স্থায়ী আমানত জমা	৮৬১॥/১৫
৩। সঞ্চিত ভাণ্ডার	১২৫৲	(খ) সঞ্চয় বিভাগে জমা	১৭০৵১৫
৪। ব্যয়ের উদ্বৃত্ত আয়	২৮৯॥৫	২। কোষাধ্যক্ষের নিকট নগদ তহবিল মজুত	১৯৩৶১০
সর্ব্বসমেত	১২২৫৲	সর্ব্বসমেত	১২২৫৲

শ্রীবামনদাস লাহা
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক)

শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত
(সদস্য হিসাব পরীক্ষক)

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
(সাধারণ সম্পাদক)

We have audited the Balance sheet of the **Tambuli** Mahasammelan, Calcutta as at 30th chaitra, 1348 B. S. as above set forth with books and vouchers of the Sammelan. In our opinion, the above Balance sheet is drawn up properly and shows a correct view of the state of affairs of the Sammelan.

N. Sarkar & Co.
Registered Accountants
(17, Mangoe Lane), **Calcutta.**
10th. June, 1942.

আসবাবপত্র বাবদ প্রায় ১০৲ পাওনার তালিকায় না দেখাইয়া **কার্য্যালয়ের বিবিধ সরঞ্জামের খরচ** হিসাবে দেখান হইয়াছে। আসবাবের **মধ্যে একটি আলমারী, একটি চিঠির বাক্স ও কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে।**

১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র, সন ১৩৪৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

(Revenue a/c for th: year ended 30th chaitra, 1348 B. S.)

আয়

১। সদস্যের চাঁদা আদায় ৫৫৬৲
- ক) পৃষ্ঠপোষক ২০৯৲
- খ) বিশিষ্ঠ ১৬২৲
- গ) সাধারণ ১৭২৲
- ঘ) হিতৈষী বাবদ ১৩৲

২। সদস্যের বাকী চাঁদা আদায় ২৯৲
- ক) পৃষ্ঠপোষক ২৩৲
- খ) বিশিষ্ঠ ৬৲

৩। বিজ্ঞাপন বাবদ আদায় ১৩৲

৪। প্রচার বাবদ আদায় ৫৲

৫। ডাইরেক্টরী বিক্রয় ।০

৬। ভিঃ পিঃ খরচ আদায় ।৶০

৭। ব্যাঙ্কের সঞ্চয় বিভাগের সুদ আদায় ১৵১৫

মোট আদায় ৬০৪৸/১৫

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৪৵১০

সর্ব্বসমেত ৬২৯৻৫

ব্যয়

১। কার্য্যালয়ের খরচ ৪৭৶১৫
- কাগজ ছাপাই ২১ ৻৫
- বিবিধ সরঞ্জাম ১৫৷৵৫
- ডাক টিকিট ৭/১৫
- ট্রামভাড়া দিঃ ৩৷৶১০

২। বেতন বাবদ ৭০৷৵১৫

৩। প্রচার বাবদ ২২৸৶১৫

৪ বাৎসরিক সভা বাবদ ১৫৷৵০

৫। শোকসভা বাবদ ৩৷৶৫

৬। তাম্বুলি হিতৈষী বাবদ ১৫৬৷৶১০
(১ম. ২য় ও ৩য় সংখ্যার দরুণ)
- ডিক্লারেশন ২৷৵০
- কাগজ ছাপাই ১২৩/১০
- ডাক টিকিট ৩০৸০

৭। সদস্যের চাঁদা অনাদায় ৩৲
(চেক বাবদ)

৮। সঞ্চিত ভাণ্ডারে রাখা হয় ২০।/০
(গত বৎসরের উদ্বৃত্ত আয় হইতে)

মোট খরচ ৩৩৯৷০

এই বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত ২৮৯৷৫

সর্ব্বসমেত ৬২৯৻৫

শ্রীবামনদাস লাহা
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক)

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
(সাধারণ সম্পাদক)

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত
(সদস্য হিসাব পরীক্ষক)

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
এন, সরকার এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস
কলিকাতা, ১০ই জুন ১৯৪২

তাম্বুলি মহাসম্মেলনের নবম "বাৎসরিক সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণী"।

সন ১৩৪৮ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৯৪১, ২৫শে মে) তারিখে রবিবার দিবস ৭ নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটস্থ তাম্বুলি মহাসম্মেলনের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে তাম্বুলি মহাসম্মেলনের নবম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন মহসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নানা স্থানের বহু স্বজাতি যোগদান করেন।

যথাসময়ে বহু সজাতির উপস্থিতিতে উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য বৈকাল ৫॥ ঘটিকার সময় আরম্ভ করা হয়। সভা আরম্ভ হওয়ার পরও বহু সজাতির সমাগম হইয়াছিল। আনুমানিক ২০০ শত সজাতির সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় সাহেব তারাপদ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে কাশিয়াডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত, বি-এল মহাশয় উক্ত সভার এবং সন ১৩৪৮ সালের জন্য তাম্বুলি মহাসম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আসন গ্রহণ করেন।

খিদিরপুরের শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত মহাশয় উক্ত সভার বিজ্ঞাপনপত্র সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করেন সভাপতি মহাশয় সম্পাদকের নিকট কার্য্যালয়ের নথীপত্র দেখিয়া বুঝাইয়া বলেন সভার বিজ্ঞাপন যথানিয়মে ও যথাসময়ে বিলি করা হইয়াছে। নিয়মাবলীর ৮ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তিনি আরও বুঝাইয়া দেন যে উক্ত সভা যথাযথভাবে আহূত হইয়াছে। ইহাতে কার্য্যালয়ের দিক হইতে কোনওরূপ ত্রুটী হয় নাই।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্পাদক মহাশয় তাম্বুলি মহাসম্মেলনের সন ১৩৪৭ সালের (৮ম বর্ষের) কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন এবং সাধারণ

হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব ও দেনা পাওনার তালিকা পাঠ করেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উহা গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় তাম্বূলি মহাসম্মেলনের ১৯ নং নিয়মানুসারে বিদায়ী কার্য্যকরী সমিতির অনুমোদিত ১৬ জন পৃষ্ঠপোষক সদস্য ৭ জন বিশিষ্ট সদস্য ও ৩ জন আজীবন এবং সাধারণ সদস্য লইয়া সন ১৩৪৮ সালের জন্য কার্য্যকরী সমিতির নামের তালিকা পাঠ করেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত (খিদিরপুর), শ্রীযুক্ত গৌরহরি দত্ত (রাণাঘাট) ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (মেদিনীপুর) মহাশয়গণ নির্ব্বাচন ব্যাপারে নানারূপ প্রশ্ন করেন। ইহাতে সভাপতি মহাশয় মহাসম্মেলনের নিয়মাবলী বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে সভার অনুষ্ঠান যথানিয়মে হইতেছে। নানারূপ বাদানুবাদের পর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বিদায়ী কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবিত তালিকা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হয় এবং স্থির করা হয় যে আগামী বৎসর উক্ত নিয়মাবলীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে নূতন কার্য্যকরী সমিতির প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। এই নব নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতির সম্পূর্ণ তালিকা অন্যত্র দেওয়া হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর প্রায় দশ মিনিটকাল বিশ্রাম দেওয়া হয়। উক্ত বিশ্রামের সময় যাবতীয় আলোচ্য লিখিত প্রস্তাবাদি সংগ্রহ করা হয়।

বিশ্রামের পর সংগৃহীত লিখিত প্রস্তাবাদি পাঠ ও আলোচনা আরম্ভ হয়।

প্রথমেই মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় মহাসম্মেলনের একটী গৃহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া নিজে একশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দান করেন। পরে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"এই সভা প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম স্বজাতি মাত্রকেই তাম্বুলি মহা-সম্মেলনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করিতেছে এবং একটী মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধ্যানুসারে দান করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক
সমর্থক— " ফণীভূষণ পাল

অতঃপর রায় সাহেব বেকার সমস্যা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"এই সভা বেকার সমস্যার আংশিক ভাবে সমাধান কল্পে তাম্বুলি বেকার-যুবকগণের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে নব নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতিকে অনুরোধ করিতেছে"।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব তারাপদ দত্ত
সমর্থক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী

পরে শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র লাহা মহাশয় তাম্বুলি সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দান করেন। পরে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

"এই সভা জাতিকে উচ্চ শিক্ষায় প্রণোদিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর অন্ততঃ জাতির যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে এক বৎসরকাল একটী বৃত্তি অথবা এককালীন একটী পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে নব নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতিকে অনুরোধ করিতেছে"।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র লাহা
সমর্থক— " বিভূতিভূষণ রক্ষিত

অতঃপর কয়েকজন ঢাকার স্বজাতি গত সম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিবৃতি দান করেন। বহুবিধ আকস্মিক বিপদের হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনিবার পর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী মহাশয় নিজে একটী বক্তৃতা দিলেন এবং দশ টাকা দান করিয়া অন্যান্য সজাতিগণকে সাহায্য করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। পরে উক্ত সভায় অনেকেই দানের প্রতিশ্রুতি দেন। পরিশেষে সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে স্থির হয় যে নব নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতি ঢাকার সাহায্যকল্পে যত দূর সম্ভব চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিবেন।

রামচন্দ্রপুর নিবাসী প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় পনের দিনে অশৌচান্ত লইয়া একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু কোনও সমর্থক না থাকায় সভাপতি মহাশয় সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত জগজ্জ্যোতি সিংহ মহাশয় প্রস্তাবটী নিম্নলিখিত ভাবে খসড়া করেন।

"এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে পঞ্চদশ দিবসে অশৌচান্তের আন্দোলন সমর্থন করিতেছে এবং যাঁহারা উক্ত নিয়ম পালন করিতেছেন তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে"।

এই প্রস্তাবে বহু তর্কের সৃষ্টি হয় এবং এক দল বিষম আপত্তি করেন এবং তাঁহারা আর একটি প্রস্তাব দেন। "এই সভা যাঁহারা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে উপবীত ধারণ করিয়াছেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন করিয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র লাহা
সমর্থক— „ কালীকৃষ্ণ রক্ষিত

তাঁহাদের যুক্তি যে তাম্বুলি জাতি বৈশ্য হইলেও বহুদিন আচার ভ্রষ্ট হওয়ায় এবং কয়েক পুরুষ অতিক্রম করার দরুণ কোনওরূপ প্রায়শ্চিত্ত

বিধি না থাকায় পনরদিন অশৌচ পালন চলিতে পারে না। তবে গৌতমের মতে একাদশ দিনে যে কেহ অশৌচ পালন করিতে পারেন।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বলেন যে পনরদিন অশৌচ পালন লইয়া একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বৃথা শক্তি ও অর্থের অপচয় করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমাদের পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিরও পুরোহিত, কাজেই সকল স্থানে উহার প্রচলন করিতে গেলে অযথা কলহের সৃষ্টি হইবে ফলে অনেকের পক্ষে দেশে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। অতএব এবিষয়ে যাঁহার যেরূপ সুবিধা আছে তিনি তাহা করিবেন। যদি কেহ পনরদিন অশৌচ পালন করেন তাঁহাকে "ঠেকো" করা হইবে না কারণ "ঠেকো", "একঘরে" কথা বর্ত্তমানযুগে একেবারে অচল হইয়া গিয়াছে।

বহু প্রকার বাক বিতণ্ডার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হয় যে যাঁহার সুবিধা হইবে তিনি পঞ্চদশ দিবসে অশৌচ পালন করিবেন ইহাতে সভার কোনও আপত্তি থাকিবে না। সকলকেই একযোগে কিছু করিতে অনুরোধ করা হইবে না।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র লাহা মহাশয় বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে বহুবিধ ব্যয় বাহুল্যের বিবরণ দিয়া উহার নিবারণ কল্পে প্রস্তাব আনয়ন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

"এই সভা বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে ব্যয় বাহুল্য নিবারণ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া প্রত্যেক স্বজাতিকেই যত দূর সম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া অনাড়ম্বর ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিতেছে এবং তাম্বুলি মহাসম্মেলনের ধন ভাণ্ডারে সাধ্যমত দান করিতে অনুরোধ করিতেছে"

উক্ত ধন ভাণ্ডার দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বজাতির সেবায় ও শিক্ষায় ব্যয় করিতে নবনির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র লাহা
সমর্থক— ,, শৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত

সমস্ত প্রস্তাবাদির আলোচনা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রথমে বিদায়ী কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণকে এক বৎসরকাল পরিশ্রম করার দরুণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এবং নবনির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। যাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া উক্ত সভায় যোগদান করিয়া এক মহাপুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহাসম্মেলনের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় তাঁহার বাটীতে সভার জন্য স্থান দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয় উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন যে রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হইল।

সভা ভঙ্গ হইবার পর মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মহাশয় একটী ব্যঙ্গ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে বিহারীবাবু উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দকে ভুরি ভোজে আপ্যায়িত করেন।

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত
সভাপতি

—আবেদন—

আমাদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রার্থনা প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম সজাতি আপন আপন সাধ্যানুসারে "তাম্বূলি মহাসম্মেলনের" সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার উদ্দেশ্য প্রচার ও জাতির উন্নতিকল্পে আমাদিগকে সাহায্য করুন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

আমাদের **সাহায্য ভাণ্ডারে** যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া দুঃস্থ সজাতিগণের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া এবং দরিদ্র সজাতিগণের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।

আমাদের **গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে** সাধ্যমত অর্থ দান করিয়া "সমাজ মন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ নিজ নাম চিরঃস্মরণীয় করুন।

শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে জাতীয় ভাণ্ডারে সাধ্যমত দান করিয়া জাতির শুভেচ্ছা লাভ করুন।

"তাম্বূলি হিতৈষী"তে বিজ্ঞাপন দিয়া জাতীয় মুখপত্রের কলেবর বৃদ্ধি করুন এবং নিজ নিজ ব্যবসার প্রসারতা লাভ করুন। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানুন।

যাঁহারা সদস্য হইবার "ফরম" স্বাক্ষরিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা শীঘ্র চাঁদার টাকা মহাসম্মেলনের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করুন।

সদস্যের চাঁদা ও বিবিধ দানের টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করুন।

কার্য্যালয় :—
৪৭নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড
তালতলা, কলিকাতা।

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

Printed at "MINERVA PRESS"
26-2-1A, Prosanna Kumar Tagore Street,
and Published at 4, Brahmanpara Lane, Calcutta.,
Printer & Publisher—Satyapada Kundu.

তাম্বুলি মহাসম্মেলন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজেষ্টারী কৃত)

নবম বর্ষ

বৈশাখ—চৈত্র

সন ১৩৪৮ সাল

বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব,

(দেনা ও পাওনার তালিকা এবং মোট জমা ও খরচের

সংক্ষিপ্ত হিসাব)

ও

সদস্য তালিকা

——:*:——

কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক
শ্রীবামনদাস লাহা

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী, বি, এল

কার্য্যালয় :—৪৭, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা।

তাম্বুলি-মহাসম্মেলন

সন ১৩৪৮ সালের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের

—তালিকা—

(Executive Council)

সভাপতি— শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত, বি-এল

সহকারী সভাপতি ,, বিহারীলাল মল্লিক

,, ,, রায় সাহেব তারাপদ দত্ত, বি-ই

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, বি-এল

যুগ্ম সম্পাদক— ,, অনুকূলচন্দ্র লাহা

সহকারী সম্পাদক— ,, ধনকুবের নাগ

,, ,, ,, ফণীভূষণ পাল

হিসাবরক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বামনদাস লাহা

হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রক্ষিত, বি-কম, জি-ডি-এ

"হিতৈষী" সম্পাদক— ডাঃ নলিনাক্ষ সিংহ

সহকারী ,, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পাল

,, ,, ,, সত্যব্রত সিংহ

আইন উপদেষ্টা— ,, ভূপতিভূষণ সিংহ, এম-এ ; বি-এল

প্রচারক— ,, রামহরি দে, এম এ, বি—কম

সদস্য— ,, চারুচন্দ্র পাল

,, ,, কালীকৃষ্ণ রক্ষিত, বি-এ, বি-টী (মাঘ মাসে মৃত)

,, ,, কানাইলাল দত্ত

,, ,, ফকিরচন্দ্র পাল

,, ,, তুলসীচরণ দে

,, সত্যপদ কুণ্ডু, বি-এস-সি, বি- এল

,, ,, নবকিশোর বৰ্দ্ধন

,, ,, শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত

,, ,, নীলমণি সিংহ

,, ,, চণ্ডীচরণ দত্ত, এ-এম-আই-ই

,, ,, বসন্তকুমার সিংহ

,, ,, কানাইলাল সেন

ব্যাঙ্কার্স—দি বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড (বহুবাজার ব্রাঞ্চ)

অডিটার্স—মেসার্স এন, সরকার এণ্ড কোং (১৭নং ম্যাঙ্গো লেন)

তাম্বুলি মহাসম্মেলন

সন ১৩৪৮ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আদায়ের তালিকা

(১ক) পৃষ্ঠপোষক সদস্য

চিহ্ন	নাম ও ঠিকানা	টাকা
§ ¶	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র লাহা ৬।১, বিন্দু পালিত লেন	১২৲
	,, উমাকান্ত দত্ত ২৭।১, মহেন্দ্র বসু লেন	৩৲
§ *	,, কালীকৃষ্ণ রক্ষিত ৬।১।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট	১২৲
o	,, কানাইলাল সেন বাগনান, হাওড়া	২৲
	,, কানাইলাল দত্ত ৩৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন	১২৲
	,, কালীপদ সিংহ খালাসীবাজার, পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ	১২৲
§ ¶	,, চারুচন্দ্র নন্দী ৪৭, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর রোড	১২৲
†	,, চারুচন্দ্র পাল (বাকী আছে) ১১।১, গোলক দত্ত লেন	
	,, জগবন্ধু দত্ত ১৩৩ বি, রাসবিহারী এভিনিউ	১২৲
	,, তুলসীচরণ দে ৩১, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন	১২৲
		৮৯৲

চিহ্ন	নাম ও ঠিকানা	টাকা
	জের——	৮৯৲
‡ ¶ §	রায় সাহেব তারাপদ দত্ত ১।১, রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন	১২৲
	শ্রীযুক্ত নবকিশোর বর্দ্ধন ৮।৪, কাশী ঘোষ লেন	১২৲
	,, ফকিরচন্দ্র পাল পি ৪৭এ, গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জী লেন	১২৲
¶	,, ফণীভূষণ পাল ৯, রমানাথ পাল রোড	১২৲
¶	,, বসন্তকুমার সিংহ ৬, মার্কাস স্কোয়ার	১২৲
‡ ¶ §	,, বিভূতিভূষণ রক্ষিত ২৩৩।এ, অপার সারকুলার রোড	১২৲
	,, বলাইচাঁদ দত্ত ১৩৩ বি, রাসবিহারী এভিনিউ	১২৲
¶ §	,, বামনদাস লাহা ৪৭।১, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড	১২৲
¶ §	,, সত্যব্রত সিংহ ১৮৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট	১২৲
	স্বর্গীয় হরিপদ দত্ত এষ্টেট ৭, হরিপদ দত্ত লেন	১২৲
	মোট	২০৯৲

† ফরম নাই। * মৃত। o সন ১৩৪৯ সালে আদায় ১০৲।

¶ সাহায্য ভাণ্ডার। § ইমারত নির্ম্মাণ। ‡ প্রচার বাবদ।

আজীবন সদস্য

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৫০৲
ধাড়সা,
পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া

—— ০ ——

(১খ) বিশিষ্ট সদস্য

		জের ——	২৩৲
শ্রীযুক্ত উষাকান্ত দাস ৩৭।এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড	৩৲	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ লাহা ১১৩, মনোহর দাস চক	৩৲
,, কার্ত্তিকচন্দ্র সেন কুমিরমোড়া, পোঃ কৃষ্ণরামপুর	৩৲	,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া	৩৲
,, কিশোরীমোহন রক্ষিত ২৩৩।১এ, অপার সারকুলার রোড	৩৲	,, তারকদাস দত্ত ১২২, বলরাম দে ষ্ট্রীট	৩৲
,, কালিকাচরণ রক্ষিত পোঃ খাঁটুরা, ২৪ পরগনা	৩৲	,, তারকদাস দে ১১৩, মনোহর দাস চক	৩৲
,, গৌরগোপাল সিংহ পোঃ হরিবপুর, নদীয়া	৩৲	† তারিণীশঙ্কর সিংহ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ	৩৲
১ ,, চারুচন্দ্র মল্লিক (বাকী আছে) পোঃ ঘাটাল, মেদিনীপুর		,, ধর্ম্মদাস সেন ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট	৩৲
,, চণ্ডীচরণ দত্ত ৭ বি, মনিলাল ব্যানার্জ্জী লেন	৩৲	,, ধনকুবের নাগ ৬৭।এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড	৩৲
,, জীবনকৃষ্ণ রক্ষিত ১০৯, বলরাম দে ষ্ট্রীট	৩৲ ¶	,, নলিনাক্ষ সিংহ ৩৫।১৪, শঙ্কর হালদার লেন	৩৲
,, জীবনকৃষ্ণ দত্ত ৭, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট	২৲	,, নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ ৩।১৩, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জ্জী লেন	৩৲
	২৩৲	মোট	৫০৲

† ফরম নাই। ০ ১৩৪৯ সালের আদায় ৩৲। ¶ সাহায্য ভাণ্ডার

জের—	৫০৲
শ্রীযুক্ত নিতাই হরি দে ২৩১।৪ ডি, অপার সারকুলার রোড	২৲
,, নন্দলাল মল্লিক ১১৩, মনোহর দাস চক	৩৲
,, নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জিতপুর, পোঃ ডুমকল, মুর্শিদাবাদ	৩৲
,, নৃত্যগোপাল সিংহ পোঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মালদহ	৩৲
,, পান্নালাল সরকার ৬৯।১, চৌরঙ্গী রোড	৩৲
,, প্রকাশচন্দ্র দত্ত ১২৪।২।১।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট	৩৲
,, পঞ্চানন দে ৯, যদুনাথ মুখার্জ্জি লেন, বাজে শিবপুর, হাওড়া	৩৲
† ,, প্রবোধচন্দ্র পাল ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস্, শিলং	৩৲
,, প্রফুল্লকুমার সিংহ পোঃ খানাকুল, হুগলী	৩৲
,, ব্যোমকেশ সিংহ বৈঁচগ্রাম, হুগলী	৩৲
,, বৈদ্যনাথ দত্ত কাশিয়াডাঙ্গা, নদীয়া	৩৲
,, বটকৃষ্ণ সেন পোঃ আমতা, হাওড়া	৩৲
,, বিদ্যুৎবিকাশ রক্ষিত ১৮১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট	৩৲
† ,, বিপিনবিহারী দত্ত পোঃ বাঁকুড়া, বাঁকুড়া	৩৲
	৯১

জের --	৯১৲
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে বাগবাজার, চন্দননগর	৫৲
,, বিহারীলাল মল্লিক ৭, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট	৩৲
,, ভূপতিভূষণ সিংহ ৩৫।১, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট	৩৲
,, মনোহর রক্ষিত ৩০।৭এ, ডাক্তার লেন	৩৲
,, মোহরলাল সিংহ ঘুটিয়াবাজার, হুগলী	৩৲
,, মনোরঞ্জন গুঁই ১০।৩, বেচুলাল রোড	৩৲
,, যতীন্দ্রনাথ দাঁ ১৭১ সি. রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট	৩৲
¶ ,, রবীন্দ্রনাথ পাল ৬২, বাগবাজার ষ্ট্রীট	৩৲
¶ ,, রামহরি দে ২৩১।৪ ডি, অপার সারকুলার রোড	৩৲
,, রবীন্দ্রকুমার দত্ত ১৪, শ্রীবাস দত্ত লেন	৩৲
,, লালবিহারী মল্লিক ২৬৬।এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ	৩৲
,, শৈলেন্দ্রনাথ বৰ্দ্ধন ১১৩, মনোহর দাস চক	৩৲
,, শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু তমলুক, মেদিনীপুর	১৲
,, শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু ১৮৩এ, বলরাম দে ষ্ট্রীট	৫৲
মোট	১৩১৲

† ফরম নাই

¶ সাহায্য ভাণ্ডার

জের—— ১৩১৲

শ্রীযুক্ত শৈলেশকুমার দত্ত ৩৲
২২।১।২, ফার্ন রোড

" শ্যামাপদ সিংহ ৩৲
৪০।২ এইচ, লেক রোড

" সত্যপদ কুণ্ডু ৩৲
৪, ব্রাহ্মণপাড়া লেন

" সৌরেন্দ্রমোহন দত্ত ৩৲
১৪, শ্রীবাস দত্ত লেন

" সতীশচন্দ্র দে ১৲
১৪।১।১, হালদারপাড়া সেকেণ্ড বাই লেন, হাওড়া

১৪৪৲

জের—— ১৪৪৲

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত ৩৲
৬, শঙ্কর হালদার লেন

" সতীশচন্দ্র সিংহ ৩৲
১৫।১, সীতানাথ বোস লেন, হাওড়া

† " সিদ্ধেশ্বর দত্ত ৩৲
৯৭, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

" হরিনারায়ণ সেন ৩৲
পোঃ মেটিয়ারী, নদীয়া

" হৃষিকেশ রক্ষিত ৩৲
পাহাড়পুর রোড, গার্ডেনরিচ

মোট ১৫৯৲

(১গ) সাধারণ সদস্য

উত্তর কলিকাতা

বরাহনগর

শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনাথ রক্ষিত ১৲
৮, বামুনপাড়া লেন

" কালীপ্রসন্ন রক্ষিত ১৲
১২, টবিন রোড

" ক্ষেত্রপদ কোঁচ ১৲
৭, বঙ্কুবিহারী পাল লেন

৩৲

জের— ৩৲

শ্রীযুক্ত চুনীলাল দাঁ ১৲
১৬, টবিন রোড

" জগদ্বন্ধু আশ ১৲
১২, গঙ্গাধর সেন লেন,

" দুলাল রক্ষিত ১৲
৪, গঙ্গাধর সেন লেন

৬৲

† ফরম নাই।

জের— ৭৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত ১৲
১৪, টবিন রোড
„ পাঁচুগোপাল পাল ১৲
১, গঙ্গাধর সেন লেন
„ পাঁচকড়ি সেন ১৲
৩, গঙ্গাধর সেন লেন

জের— ৯৲
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল ১৲
৮, টবিন রোড
„ সহায়রাম পাল ১৲
৬ ডি, যোগেন্দ্র বসাক রোড
„ সুবলচন্দ্র রক্ষিত ১৲
১৫, টবিন রোড

মোট ১২৲

বাগবাজার

জের— ১২৲
শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দত্ত—(পৃষ্ঠপোষক)
„ রবীন্দ্রনাথ পাল—(বিশিষ্ট)
„ মণীন্দ্রনাথ পাল ১৲
২।২, রামকৃষ্ণ লেন

১৩৲

জের— ১৩৲
শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাল ১৲
২।২, রামকৃষ্ণ লেন
„ হরেন্দ্রনাথ লাহা ১৲
৭।১, মারহাট্টা ডিচ্ লেন

মোট ১৫৲

শ্যামবাজার

জের— ১৫৲
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রক্ষিত—
(পৃষ্ঠপোষক)
„ সত্যব্রত সিংহ— (ঐ)
„ কিশোরীমোহন রক্ষিত
(বিশিষ্ট)
„ নিতাই হরি দে— (ঐ)
„ বিদ্যুৎবিকাশ রক্ষিত—(ঐ)
„ যতীন্দ্রনাথ দাঁ —(ঐ)
„ রামহরি দে —(ঐ)

১৫৲

জের— ১৫৲
শ্রীযুক্ত প্রভুহরি দে
১১, মোহনলাল ষ্ট্রীট
প্রদ্যোৎকুমার রক্ষিত ১৲
১১, মোহনলাল ষ্ট্রীট
ফকিরদাস রক্ষিত ১৲
৫৯।১।১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
হরিনারায়ণ রক্ষিত ১৲
১৮, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

মোট ১৯৲

আহিরীটোলা

জের—	১৯৲
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল (পৃষ্ঠপোষক)	
,, তুলসীচরন দে (ঐ)	
,, নলিনাক্ষ সিংহ (বিশিষ্ট)	
,, সুশীলকুমার দত্ত (ঐ)	
,, অরুনেন্দ্রকুমার পাল ২৪, শঙ্কর হালদার লেন	১৲
,, অনিলকান্ত পাল ৪৫, মানিক বোস ঘাট ষ্ট্রীট	১৲
* ,, কালীদাস পাল ৪৬, বাবুরাম ঘোষ লেন	০
,, গৌরহরি পাল ২৪, গোলক দত্ত লেন	১৲
,, গৌরকিশোর কর ৫৮, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট	১৲
,, গোবিন্দ চন্দ্র সেন ৫এ, প্রতাপ ঘোষ লেন	১৲
,, জগজ্জ্যোতি রক্ষিত ৩৯।১, শঙ্কর হালদার লেন	১৲
	২৫৲

জের—	২৫৲
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সিংহ ২৭, হর ঢোল লেন	১৲
,, নৃসিংহচরণ কর ১০৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট	•
,, রাধাচরণ দত্ত ১০, বটকৃষ্ণ লেন	১৲
,, সুনীলকুমার সিংহ ২৫।এ, গোলক দত্ত লেন	১৲
,, সুধীরকুমার সিংহ ৩৫।১৷৪, শঙ্কর হালদার লেন	১৲
,, সঞ্জীবন কুমার কর ৪৫, মাণিক বোস ঘাট ষ্ট্রীট	১৲
,, সৌরেন্দ্রকুমার সিংহ ৫৯।১, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট	১৲
,, হরিপদ সিংহ ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট	১৲
,, হরিনারায়ণ দে ২০।এ, শঙ্কর হালদার লেন	১৲
মোট	৩৩৲

* মৃত

মধ্য কলিকাতা

হাতিবাগান ও দর্জ্জিপাড়া

জের— ৩৩৲

শ্রীযুক্ত নবকিশোর বর্দ্ধন
(পৃষ্ঠপোষক)
,, ভূপতিভূষণ সিংহ
(বিশিষ্ট)
,, সিদ্ধেশ্বর দত্ত (ঐ)
,, কালীপ্রসন্ন দত্ত ১৲
১১৮।১, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
নিলমনী সিংহ ১৲
পি ১৯, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট
পান্নালাল কুণ্ডু ১৲
৬৫।৫।১ বি, বিডন ষ্ট্রীট
ফকিরচন্দ্র রক্ষিত ১৲
৬২।এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রী
রবীন্দ্রনাথ পাল
২৫, কালী দত্ত ষ্ট্রীট

মোট ৩৮৲

মাণিকতলা

জের— ৪২৲

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত
(বিশিষ্ট)
,, এককড়ি রক্ষিত ১৲
"যমুনালয়"
মাণিকতলা বাজার

বেলেঘাটা

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার দে ৲
৯৯ বি, চড়ক ডাঙ্গা রোড

৪৪৲

জোড়াসাঁকো ও নূতনবাজার

জের— ৩৮৲

শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র লাহা
(পৃষ্ঠপোষক)
,, জীবনকৃষ্ণ রক্ষিত (বিশিষ্ট)
,, তারকদাস দত্ত (ঐ)
,, লালবিহারী মল্লিক (ঐ)
,, শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু (ঐ)
,, সত্যপদ কুণ্ডু (ঐ)
,, পঞ্চানন নন্দী ১৲
৪, ব্রাহ্মণপাড়া লেন
,, বিজয়কৃষ্ণ সেন ১৲
৪, ব্রাহ্মণপাড়া লেন
,, মন্মথনাথ দাস ১৲
১৩, টেগোর ক্যাসল্ ষ্ট্রীট
,, যুগোলকিশোর দে ১৲
৪, ব্রাহ্মণপাড়া লেন

মোট ৪২৲

সিমলা ও কাঁশারীপাড়া

জের— ৪৪৲

স্বর্গীয় হরিপদ দত্ত এষ্টেট (পৃষ্ঠপোষক)
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে ১৲
৩৬, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
¶ ,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ আশ ১৲
১, মধু রায় বাই লেন
§ ,, মৃত্যুঞ্জয় পাল ১৲
১৭, মধু রায় লেন

মোট ৪৭৲

¶ সাহায্য ভাণ্ডার

§ গৃহ নির্ম্মাণ

পটলডাঙ্গা

জের— ৪৭৲

* শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ রক্ষিত (পৃষ্ঠপোষক)

„ কানাইলাল দত্ত (ঐ)

„ চণ্ডীচরণ রক্ষিত ১৲
৪।১, আরপুলি লেন

„ পাঁচকড়ি কেঁাচ ১৲
৭২ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

„ যুগোলকিশোর নন্দী ১৲
২১, আরপুলি লেন

মোট ৫০৲

বড়বাজার

জের— ৫০৲

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ লাহা (বিশিষ্ট)

„ তারক দাস দে (ঐ)

„ ধর্ম্মদাস সেন (ঐ)

„ নন্দলাল মল্লিক (ঐ)

„ বিহারীলাল মল্লিক (ঐ)

„ শৈলেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন (ঐ)

„ বাবুলাল সেন ১৲
২, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট

নিমতলা

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ১৲
৬৫, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

মোট ৫২৲

কলেজ ষ্ট্রীট

জের— ৫২৲

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সিংহ (পৃষ্ঠপোষক)

„ অমিয়রঞ্জন সিংহ ১৲
৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট

„ জিতেন্দ্রনাথ সিংহ ১৲
ব্লক 'ই' ষ্টল ১০৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

„ তারাপদ দত্ত ১৲
'বি' ব্লক, ৫৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

„ নলিনীরঞ্জন গুঁই ১৲
১০৯ বি, কেশব সেন ষ্ট্রীট

৫৬৲

জের— ৫৬৲

* শ্রীযুক্ত পান্নালাল রক্ষিত ০
'নর্থ' ব্লক, ৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

„ প্রসাদচন্দ্র দে ১৲
(সন্তোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার)
৩৮।এ, কলেজ রো

„ শৈলেন্দ্রনাথ পাল ০
৮৭।২, কলেজ ষ্ট্রীট

„ সরোজকুমার দে ১৲
৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট

„ সাধনচন্দ্র দত্ত ১৲
৩০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

মোট ৫৯৲

মৃত

বহুবাজার

জের— ৫৯৲

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র নন্দী ০
৭৬ বি, মলঙ্গা লেন

„ গোবিন্দচন্দ্র পাল ১৲
৩২।২ বি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট

„ পঞ্চানন নন্দী ১৲
১০৭ বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট

„ মন্মথনাথ নন্দী ১৲
১৩।১, ফকির দে লেন

„ সতীশচন্দ্র সেন ১৲
৫৮, মলঙ্গা লেন

„ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ১৲
৬৬, মলঙ্গা লেন

মোট ৬৪৲

তালতলা

জের— ৬৪৲

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী (পৃষ্ঠপোষক)

„ বামনদাস লাহা (ঐ)

„ উষাকান্ত দাস (বিশিষ্ট)

„ জীবনকৃষ্ণ দত্ত (ঐ)

„ ধনকুবের নাগ (ঐ)

„ মনোহর রক্ষিত (ঐ)

„ মনোরঞ্জন গুঁই (ঐ)

„ কুমুদরঞ্জন সিংহ ১৲
৩৩।এ।৮, ডাক্তার লেন

৬৫৲

মৃত

তালতলা

জের— ৬৫৲

* শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর গুঁই ১৲
২৯।২, বেনেপুকুর লেন

„ তিনকড়ি রক্ষিত ১৲
২১, গার্ডেনার লেন

„ পঞ্চানন কুণ্ডু ১৲
৩১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

„ বলাইচাঁদ রক্ষিত ১৲
১, গার্ডেনার লেন

„ বঙ্কুবিহারী গুঁই ১৲
২৯।২, বেনেপুকুর লেন

„ রাধারমণ লাহা ১৲
৪৭।১, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড

„ সাতকড়ি রক্ষিত ১৲
১৩।১বি, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট

„ সতীশচন্দ্র নাগ ১৲
৪২।১০, তালতলা লেন

„ হরিদাস নন্দী ১৲
৭০, ডাক্তার লেন,

মোট ৭৪৲

দক্ষিণ কলিকাতা

খিদিরপুর

জের— ৭৪৲

শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দে ১৲
৫৬, মনসাতলা লেন

“ মধুসূদন সেন ১৲
২৫।২, অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট

৭৬৲

খিদিরপুর

জের— ৭৬৲

শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ পাল—
(পৃষ্ঠপোষক)

,, ফকির দাস পাল—
(ঐ)

,, চণ্ডীচরণ দত্ত (বিশিষ্ট)

,, হৃষিকেশ রক্ষিত (ঐ)

মোট ৭৬৲

কালীঘাট ও ভবানীপুর

জের— ৭৬৲

রায় সাহেব তারাপদ দত্ত
(পৃষ্ঠপোষক)

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সরকার
(বিশিষ্ট)

,, দেবেন্দ্রনাথ দে ১৲
৮৪।২, বেলতলা রোড

,, পান্নালাল সিংহ ১৲
২৫, প্রতাপাদিত্য রোড

,, বিজয়কৃষ্ণ বৰ্দ্ধন ১৲
১১।১ এ, বিনয় বসু রোড

,, শীতলচন্দ্র সিংহ ১৲
২৯।১, হরিশ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট

মোট ৮০৲

বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ

জের— ৮০৲

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত (পৃষ্ঠপোষক)

৮০৲

বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ

জের- ৮০৲

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত
(পৃষ্ঠপোষক)

,, শ্যামাপদ সিংহ (বিশিষ্ট)

,, শৈলেশ কুমার দত্ত (ঐ)

,, অনিলচন্দ্র নন্দী ১৲
১৭বি, সাউথ এণ্ড পার্ক

,, গোপীকৃষ্ণ সিংহ ১৲
৮।৯, বালিগঞ্জ প্লেস

,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার দে ১৲
১, সত্যেন দত্ত রোড

,, রমণীমোহন দত্ত ১৲
১৭ডি, সাউথ এণ্ড পার্ক

,, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ১৲
৬।২, কাঁকুলিয়া রোড

,, সুধাংশুকুমার দে ১৲
১৭বি, সাউথ এণ্ড পার্ক

,, হিমাংশুকুমার দে ১৲
১৭বি, সাউথ এণ্ড পার্ক

মোট ৮৭৲

হাওড়া সহর

জের— ৮৭৲

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ (বিশিষ্ট)

,, রবীন্দ্রকুমার দত্ত (ঐ)

,, সতীশচন্দ্র সিংহ (ঐ)

,, সৌরেন্দ্রমোহন দত্ত (ঐ)

× ,, সতীশচন্দ্র দে (ঐ)

পঞ্চানন দে (ঐ)

৮৭৲

× ভি, পি, পি, ফেরৎ

হাওড়া সহর

জের— ৮৭৲

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন মল্লিক ১৲
১৯০, ধর্ম্মতলা রোড

,, প্রাণকৃষ্ণ লাহা ১৲
৭৩, ক্ষেত্র মিত্র লেন

,, বিজয়কৃষ্ণ রক্ষিত ১৲
৩৫৩।৪, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

,, বিশ্বেশ্বর দত্ত
৭৫, সীতানাথ বসু লেন

হাওড়া মোট ৯১৲

জের— ৯১৲

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত
(আজীবন সদস্য)

,, কানাইলাল সেন
(পৃষ্ঠপোষক)

,, বটকৃষ্ণ সেন
(বিশিষ্ট)

,, কালীপদ রক্ষিত ১৲
উলুবেড়িয়া

,, কৃষ্ণপদ রক্ষিত ১৲
উলুবেড়িয়া

,, খগেন্দ্রনাথ নন্দী ১৲
বাগনান

,, দুর্ল্লভচন্দ্র নন্দী ১৲
পোঃ মাজু, যাদববাটী

,, নিত্যকালী সিংহ ১৲
পোঃ সাঁতরাগাছি, ধাড়সা

৯৬৲

হাওড়া

জের— ৯৬৲

শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ চৌধুরী
পোঃ সাঁতরাগাছি, ধাড়সা

,, প্রাণতোষ সেন ১৲
পোঃ উদয়নারায়ণপুর

,, পূর্ণচন্দ্র দে ১৲
পোঃ মাজু, যাদববাটী

,, বিপিনবিহারী রক্ষিত ১৲
বাগনান

যতীন্দ্রনাথ কোঁচ ১৲
পোঃ উদয়নারায়নপুর,
সুলতানপুর

সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১৲
পোঃ সাঁতরাগাছি, ধাড়সা

সুদর্শন চন্দ্র সার ১৲
চাঁপাডাঙ্গা

হারাধন লাহা ১৲
পোঃ আমতা

মোট ১০৪৲

হুগলীসহর

জের— ১০৪৲

শ্রীযুক্ত মোহরলাল সিংহ
(বিশিষ্ট)

,, অবনীন্দ্রনাথ দত্ত ১৲
তাম্বুলিপাড়া

,, কালীকরুণা দে ১৲
ঘুঁটিয়াবাজার

১০৬৲

হুগলীসহর

জের— ১০৬৲

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ ১৲
তাম্বুলিপাড়া
" পাঁচুগোপাল সেন ১৲
বারদোয়ারী
" বিজয়নারায়ণ সিংহ ১৲
বারদোয়ারী
" মেদিনীপদ সিংহ ১৲
তাঁতিপাড়া লেন
" সিদ্ধেশ্বর সিংহ ১৲
ঘুঁটিয়াবাজার
" সুবলচন্দ্র দত্ত ১৲
বাবুগঞ্জ
" সুরেন্দ্র কুমার সিংহ ১৲
ঘুঁটিয়াবাজার
" সুধীরচন্দ্র দে ১৲
মহেশতলা

মোট ১১৪৲

বৈঁচিগ্রাম (হুগলী)

জের— ১১৪৲

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ সিংহ (বিশিষ্ট)
" অজিতকুমার সিংহ ১৲
" অতুলকৃষ্ণ সিংহ ১৲
" গুরুপ্রসাদ সিংহ ১৲
" নগেন্দ্রনাথ সিংহ ১৲
" নিত্যনিরঞ্জন দত্ত
" পরেশনাথ সিংহ
বোড়াগড়ি
" ফলহরি সিংহ
বোড়াগড়ি
" বিজয়কৃষ্ণ দত্ত
" ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ
" শ্যামাপদ দত্ত
" শশীভূষণ সিংহ ১৲
" সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ১৲
" হৃষিকেশ সিংহ ১৲

মোট ১২৬৲

হুগলী

জের— ১২৬৲

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সেন (বিশিষ্ট)
" প্রফুল্লকুমার সিংহ (ঐ)
" বেণীমাধব দে (ঐ)
" অনাদী চরণ নন্দী ১৲
পোঃ ও গ্রাম শিয়াখালা
" নন্দদুলাল রক্ষিত ১৲
পোঃ চাঁড়পুর, কাশীপুর

১২৮৲

জের ১২৮৲

*" পরিতোষ লাহা ১৲
পোঃ ইলাহিপুর, সন্ধিপুর
বিষ্ণুপদ রক্ষিত ১৲
গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা

১৩০৲

মৃত

হুগলী

জের— ১৩০৲

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দত্ত ১৲
পোঃ ইলাহিপুর, সন্ধিপুর

" রাধাবিনোদ রক্ষিত ১৲
পোঃ চাঁড়পুর, কাশীপুর

" সুরেন্দ্রনাথ পাল ১৲
পোঃ ভদ্রেশ্বর

মোট ১৩৩৲

২৪ পরগণা
(খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা)

শ্রীযুক্ত কালিকাচরণ রক্ষিত
(বিশিষ্ট)

বর্দ্ধমান

জের— ১৩৩৲

০ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সিংহ ৺
পোঃ পাটুলি

" খগেন্দ্রনাথ সিংহ ১৲
মহিষমর্দ্দিনীতলা, পোঃ কাল্না

" গোকুলচন্দ্র দত্ত ০
পোঃ বৈদ্যপুর

× " চিত্তরঞ্জন সেন ০
নিসরাগড়, পোঃ দেবীপুর

" নির্ম্মলকুমার দে ১৲
পোঃ বড়শুল

১৩৫৲

০ ১৩৪৯ সালে আদায় ১৲

বর্দ্ধমান

জের— ১৩৫৲

শ্রীযুক্ত বসন্তগোপাল সিংহ ১৲
পোঃ দেবীপুর

" বিজয়গোপাল সিংহ ১৲
পোঃ দেবীপুর

" রাধিকারঞ্জন দত্ত ১৲
কন্সাল্টিং মাইনিং ইঞ্জিঃ আঃ
পোঃ চরণপুর

" সাগরচন্দ্র সিংহ ১৲
পোঃ ময়না

" হরিহর নাথ দে ১৲
পোঃ বড়শুল ——

মোট ১৪০৲

মেদিনীপুর

জের— ১৪০৲

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক
(বিশিষ্ট)

× " শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
(ঐ)

যজ্ঞেশ্বর কর ১৲
স্কুলবাজার

অরুণচন্দ্র দে ১৲
পোঃ আমলাগোড়া

ব্রজ কিশোর পাল
মিরবাজার

মোট ১৪২৲

× ভি, পি, পি, ফেরৎ।

বাঁকুড়া

জের— ১৪২৲

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর (বিশিষ্ট)

" বিপিনবিহারী দত্ত (ঐ)

" উপেন্দ্রনাথ সেন ১৲
মাধবগঞ্জ, পোঃ বিষ্ণুপুর

" কালীপদ সেন ১৲
বকুলতলা, পোঃ বিষ্ণুপুর

" দিবাকর দত্ত ১৲
মুকুটগঞ্জ, পোঃ বিষ্ণুপুর

" সুচাঁদচন্দ্র রক্ষিত ১৲
বোলতলা, পোঃ বিষ্ণুপুর ০

মোট ১৪৬৲

মুর্শীদাবাদ

জের— ১৪৬৲

শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ (পৃষ্ঠপোষক)

" তারিণীশঙ্কর সিংহ (বিশিষ্ট) ০

" নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (ঐ)

" আশুতোষ দত্ত ১৲
পোঃ খাগড়া

" কাশীনাথ দত্ত ১৲ ০
পোঃ খাগড়া

" নিত্যানন্দ দত্ত ১৲
পোঃ খাগড়া

মোট ১৪৯৲

০ ১৩৪৯ সালে আদায় ১৲।

নদীয়া

১৪৯৲

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল সিংহ (বিশিষ্ট)

" বৈদ্যনাথ দত্ত (ঐ)

" হরিনারায়ণ সেন (ঐ)

" উমাপদ দত্ত ১৲
পোঃ নাটুদহ, বোয়ালমারী

" গৌরহরি দত্ত ১৲
পোঃ রাণাঘাট

" ধর্ম্মদাস দত্ত ০
পোঃ দৌলতগঞ্জ

বামন দাস দত্ত ০
পোঃ দৌলতগঞ্জ

" মুরারীমোহন রক্ষিত ১৲
বাগুয়ান
পোঃ খাসমথুরাপুর

" রণজিৎ পালচৌধুরী ১৲
" এম, এল, এ
পোঃ মহেশগঞ্জ

০ " রুক্মিণীকান্ত দত্ত ০
পোঃ হবিবপুর

" সত্যকিঙ্কর দত্ত ১৲
পোঃ মেটিয়ারি

০ " সৌরেন্দ্রমোহন দত্ত ০
গোয়াড়ী, পোঃ কৃষ্ণনগর

" সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲
পোঃ কাশিয়াডাঙ্গা

মোট ১৫৫৲

রাজসাহী

জের— ১৫৫৲

* শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর সিংহ ১৲
পোঃ ঘোড়ামারা

" শম্ভুনাথ দে ১৲
পোঃ ঘোড়ামারা, বাসনপটী

মালদহ
(চাঁপাই নবাবগঞ্জ)

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সিংহ
(বিশিষ্ট)

" অখিলচন্দ্র নন্দী ১৲
" জানকীনাথ দত্ত ১৲
" পঞ্চানন সিংহ ১৲
" শচীন্দ্রনাথ সিংহ ১৲

যশোহর

০ শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র গুঁই
পোঃ গোপালনগর

শিলং

" প্রবোধ চন্দ্র পাল
(বিশিষ্ট

১৬১৲

জলপাইগুড়ি

জের— ১৬১৲

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ
জলপাইগুড়ি বাজার

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত তারাপদ সিংহ ১৲

দ্বারভাঙ্গা

০ শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সিংহ
পোঃ ঝঞ্ঝারপুর

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দত্ত ১৲
পোঃ খাগরিয়া

মানভুম

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র পাল ১৲
পোঃ পুরুলিয়া

ছোটনাগপুর

× শ্রীযুক্ত শ্রীপতি লাল দত্ত •
রাঁচি

০ " কালীপদ দত্ত •
আপারবাজার, রাঁচি

১৬৪৲

* মৃত
০ ১৩৪৯ সালে আদায় ১৲।
× ভি, পি, পি, ফেরৎ।

সিংভুম

জের— ১৬৪৲

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র অধিকারী ১৲
মুশাবনী, ঘাটশীলা

,, যোগেশ চন্দ্র নন্দী ১৲
মুশাবনী, ঘাটশীলা

,, রাজেন্দ্র নাথ সিংহ ১৲
উপরসলী, ঘাটশীলা

,, প্রিয়নাথ দত্ত ১৲
কাশীদা, ঘাটশীলা

,, কুবের চন্দ্র দে ১৲
ওয়াই, এম, এস, ষ্টোর্স
ঘাটশীলা

,, অর্দ্ধেন্দু শেখর দে ১৲
৪, সাউথ পার্ক, জামসেদপুর

,, পঞ্চানন কুণ্ডু ১৲
পোঃ—ধলভূমগড়

বেনারস

শ্রীযুক্ত দর্পনারায়ণ সিংহ ১৲
বেনারস সিটি

মোট ১৭২৲

১ (ঘ) তাম্বূলি হিতৈষী বাবৎ আদায়

(যাঁহারা এখনও ফরম দেন নাই)

রাজসাহী (পোঃ ঘোড়ামারা)

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ সিংহ ১৲

,, গোপীনাথ সিংহ ১৲

উপেন্দ্র নাথ পাল ১৲

৩৲

বাঁকুড়া

জের— ৩৲

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ বিনোদ কর ১৲
পোঃ বিষ্ণুপুর

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন ১৲
"সেন রক্ষিত এণ্ড কোং"
৯, নর্থ ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

,, পরেশ চন্দ্র পাল ১৲
৯, রমানাথ পাল রোড, খিদিরপুর

,, বিজয় কৃষ্ণ দে ১৲
৩এ বলদেওপাড়া লেন

,, যতীন্দ্র নাথ দাঁ ১৲
৩এ, বলদেওপাড়া লেন

,, সুরেন্দ্র নাথ সিংহ ১৲
বৈঁচী, হুগলী

,, শচীন্দ্র নাথ লাহা ১৲
'কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'
১২০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

,, সুবল চন্দ্র সেন ১৲
৩, গঙ্গাধর সেন লেন, বরাহনগর

মানভুম

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দে ১৲
পূর্ণিয়া

২৪ পরগণা

৺অম্বিকা চরণ পালের ২য় ট্রাষ্ট
এষ্টেট (গোবর ডাঙ্গা) ১৲

মোট ১৩৲

২। গত বৎসরের বাকী চাঁদা আদায়ের তালিকা

পৃষ্ঠপোষক সদস্য

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন (হাওড়া)	৬৲
,, চারুচন্দ্র পাল (কলিকাতা)	২৲
,, তুলসীচরণ দে (ঐ)	৩৲
,, বসন্তকুমার সিংহ (ঐ)*	৭৲
,, বামনদাস লাহা (ঐ)	৫৲
	২৩৲

বিশিষ্ট সদস্য

শ্রীযুক্ত * তারিণীশঙ্কর সিংহ (খাগড়া)	২৲
,, নিতাইহরি দে (কলিকাতা)	২৲
,, সত্যপদ কুণ্ডু (ঐ)	২৲
মোট	২৯৲

৩। বিজ্ঞাপন বাবদ আদায়ের তালিকা

নব সাহিত্য নিকেতন (কলিকাতা)	৩৲
শ্রীযুক্ত বামনদাস লাহা (ঐ)	৫৲
,, চারুচন্দ্র নন্দী (কলিঃ)	২॥০
,, পঞ্চানন নন্দী (ঐ)	২॥০
মোট	১৩৲

৪। প্রচার বাবদ আদায়ের তালিকা

পৃ রায় সাহেব তারাপদ দত্ত (কলিকাতা)	৪৲
পৃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রক্ষিত (কলিকাতা)	১৲
মোট	৫৲

৫। ডাইরেক্টরী বিক্রয় বাবদ জমা

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র পাল (পুরুলিয়া)	।০

৬। ভিঃ পিঃ খরচ আদায়

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র পাল (পুরুলিয়া)	।৴০

---

* দরুণ বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে দান।

পৃ—পৃষ্ঠপোষক, বি—বিশিষ্ট, সা—সাধারণ সদস্য।

৭। ইমারত নির্ম্মাণ ভাণ্ডার বাবদ আদায়ের তালিকা

পৃ শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র লাহা ৫০৲
(কলিকাতা)

পৃ রায় সাহেব তারাপদ দত্ত ৫০৲
(কলিকাতা)

পৃ শ্রীযুক্ত বামনদাস লাহা ২৫৲
(কলিকাতা)

পৃ ,, বিভূতিভূষণ রক্ষিত ১২৲
(কলিকাতা)

১৩৭৲

(বিবাহ উপলক্ষে আদায়)

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় পাল ১০৲
(কলিকাতা) পাত্রপক্ষ

,, নিতাই গোপাল সিংহ ৫৲
(হবিবপুর) পাত্রীপক্ষ

মোট ১৫২৲

৮। সাহায্য ভাণ্ডার বাবদ আদায়ের তালিকা

৺অম্বিকাচরণ পাল ২য় ট্রাষ্ট এষ্টেট ১০৲
(বস্ত্র বাবদ) (গোবরডাঙ্গা)

পৃ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী ১০৲
(কলিকাতা)

২০৲

জের- ২০৲

পৃ ,, রায় সাহেব তারাপদ দত্ত ৫৲
(কলিকাতা)

পৃ শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ পাল ৫৲
(খিদিরপুর)

পৃ ,, বসন্তকুমার সিংহ ৫৲
(কলিকাতা)

পৃ ,, সত্যব্রত সিংহ (ঐ) ৫৲

পৃ ,, অনুকুলচন্দ্র লাহা (ঐ) ২৲

পৃ ,, গোপীকৃষ্ণ সিংহ (ঐ) ২৲

সা ,, বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ
সিংহ (ঐ) ১।০

বি ,, নলিনাক্ষ সিংহ (ঐ) ১৲

পৃ ,, বামনদাস লাহা (ঐ) ১৲

,, সুবলচন্দ্র দে (ঐ) ১৲

পৃ ,, বিভুতিভূষণ রক্ষিত
(ঐ) ১৲

,, গৌরহরি পাল (ঐ) ১৲

বি ,, নিতাইহরি দে (ঐ) ১৲

সা ,, দীননাথ সেন (ঐ) ১৲

,, খগেন্দ্রনাথ চেল (ঐ) ১৲

বলাইচন্দ্র পাল (ঐ)

সা ,, সতীশচন্দ্র সেন (ঐ) ১৲

,, জনৈক স্বজাতী (ঐ) ১৲

বি চণ্ডীচরণ দত্ত
(খিদিরপুর) ১৲

বি বটকৃষ্ণ সেন (আমতা) ১৲

৫৮।০

জের—		৫৮।০
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ধর	(ক-লিঃ)	৷৹
,, ফকিরচন্দ্র দে	(ঐ)	৷৹
সা ,, বিজয়কৃষ্ণ দে	(ঐ)	৷৹
সা ,, ফকিরদাস রক্ষিত	(ঐ)	৷৹
,, পঞ্চানন পাল	(ঐ)	৷৹
,, পঞ্চানন আশ	(ঐ)	৷৹
সা ,, মৃত্যুঞ্জয় পাল	(ঐ)	৷৹
বি ,, রবীন্দ্রনাথ পাল	(ঐ)	৷৹
বি ,, রামহরি দে	(ঐ)	৷৹
,, বাবুলাল সেন	(ঐ)	।০
,, বিশ্বনাথ আশ	(ঐ)	।০
,, সহায়নারায়ণ পাল	(ঐ)	।০
		৬৩৷৹

দোকান হইতে আদায়

মারফৎ শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সিংহ ৩৲

৬৬৷৹

জের—	৬৬৷৹
বিবাহ উপলক্ষে আদায়	
সা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ আশ	২৲
পাত্রপক্ষ (কলিকাতা)	
দেবেন্দ্রনাথ দে	২৲
পাত্রীপক্ষ (ঐ)	
	৭০৷৹
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আদায়	
সা শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল রক্ষিত	২
(কাশীপুর, হুগলী)	
(তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় কালাকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে)	
মোট	৭২৷৹

বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অনেক সজাতি কলিকাতার বাস ভবন ত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে গিয়াছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা মহাসম্মেলনের ৮নং নিয়মানুসারে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা সাধারণ সম্পাদকের নিকট কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পত্রদ্বারা জানাইবেন।

১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র, সন ১৩৪৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব

(Revenue a/c for the year ended 30th chaitra, 1348 B. S)

১। সদস্যের চাঁদা আদায় ৫৫৬৲
ক) পৃষ্ঠপোষক ২০৯৲
খ) বিশিষ্ট ১৬২৲
গ) সাধারণ ১৭২৲
ঘ) হিতৈষী বাবদ ১৩৲

২। সদস্যের বাকী চাঁদা আদায় ২৯৲
ক) পৃষ্ঠপোষক ২৩৲
খ) বিশিষ্ট ৬৲

৩। বিজ্ঞাপন বাবদ আদায় ১৩৲
৪। প্রচার বাবদ আদায় ৫৲
৫। ডাইরেক্টরী বিক্রয় ।০
৬। ভিঃ পিঃ খরচ আদায় ।৶০
৭। ব্যাঙ্কের সঞ্চয় বিভাগের সুদ আদায় ১৶১৫

মোট আদায় ৬০৪৸/১৫
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৪৶১০

সর্ব্বসমেত ৬২৯৲৫

শ্রীবামনদাস লাহা
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক)

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
(সাধারণ সম্পাদক)

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত
(সদস্য হিসাব পরীক্ষক)

ব্যয়

১। কার্য্যালয়ের খরচ ৪৭৶১৫
কাগজ ছাপাই ২১৴৫
বিবিধ সরঞ্জাম ১৫॥৴৫
ডাক টিকিট ৭/১৫
ট্রামভাড়া দিঃ ৩।৶১০

২। বেতন বাবদ ৭০।৶১৫
৩। প্রচার বাবদ ২২৸৶১৫
৪। বাৎসরিক সভা বাবদ ১৫।৵০
৫। শোকসভা বাবদ ৩।৶৫
৬। তাম্বুলি হিতৈষী বাবদ ১৫৬॥৶১০
(১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যার দরুণ)
ডিক্লারেশন ২॥৴০
কাগজ ছাপাই ১২৩।/১০
ডাক টিকিট ৩০৸০

৭। সদস্যের চাঁদা অনাদায় ৩৲
(চেক বাবদ)
৮। সঞ্চিত ভাণ্ডারে রাখা হয় ২০।/০
(গত বৎসরের উদ্বৃত্ত আয় হইতে)

মোট খরচ ৩৩৯॥০
* এই বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত ২৮৯॥৫

সর্ব্বসমেত ৬২৯৲৫

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
এম, সরকার এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস
কলিকাতা, ৮ই জুন ১৯৪২

সন ১৩৪৮ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে

দেনা ও পাওনার তালিকা

(Balance sheet as on 30th chaitra, 1348 B. S.)

দেনা		পাওনা	
১। গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডার	৭৮৮।/১৫	১। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ (বহুবাজার ব্রাঞ্চ)	
২। সাহায্য ভাণ্ডার	২১৯৵০	(ক) স্থায়ী আমানত জমা	৮৬১৷৷/১৫
৩। সঞ্চিত ভাণ্ডার	১২৫৲	(খ) সঞ্চয় বিভাগে জমা	১৭০৵১৫
৪। ব্যয়ের উদ্বৃত্ত আয়	২৮৯৷৷৫	২। কোষাধ্যক্ষের নিকট নগদ তহবিল মজুত	১৯৩৶১০
সর্ব্বসমেত	১২২৫৲	সর্ব্বসমেত	১২২৫৲

শ্রীবামনদাস লাহা
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক)

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
(সাধারণ সম্পাদক)

বিভূতিভূষণ রক্ষিত
(সদস্য হিসাব পরীক্ষক)

We have audited the Balance sheet of the Tambuli Mahasammelan, Calcutta as at 30th chaitra, 1348 B. S. as above set forth with books and vouchers of the Sammelan. In our opinion, the above Balance sheet is drawn up properly and shows a correct view of the state of affairs of the Sammelan

N. Sarkar & Co.
Registered Accountants
(17, Mangoe Lane) Calcutta
8th. June, 1942.

আসবাবপত্র বাবদ প্রায় ১০৲ পাওনার তালিকায় না দেখাইয়া কার্য্যালয়ের বিবিধ সরঞ্জামের খরচ হিসাবে দেখান হইয়াছে। আসবাবের মধ্যে একটি আলমারী, একটি চিঠির বাক্স ও কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে।

তাম্বুলি মহাসম্মেলন

সন ১৩৪৮ সাল

(১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সর্ব্ববিধ জমা ও খরচের সংক্ষিপ্ত হিসাব

(Abstract of Cash Receipts and payments for the year ended 30th chaitra, 1348 B. S.)

জমা		খরচ	
১। পৃষ্ঠপোষক সদস্যের চাঁদা ১ (ক) তালিকা অনুযায়ী	২০৯৲	১। কার্য্যালয় বাবদ কাগজ ও ছাপাই খরচ	২১ ৫
২। বিশিষ্ট সদস্যের চাঁদা ১ (খ) তালিকা অনুযায়ী	১৬২৲	২। বিবিধ সরঞ্জাম খরচ	১৫৷৶৫
		৩। ডাক খরচ	৭/১৫
৩। সাধারণ সদস্যের চাঁদা ১ (গ) তালিকা অনুযায়ী	১৭২৲	৪। ট্রাম ভাড়া ইত্যাদি	৩।৴১০
		৫। বেতন বাবদ খরচ	৭০।৶১৫
৪। হিতৈষী বাবদ চাঁদা ১ (ঘ) তালিকা অনুযায়ী	১৬৲	৬। প্রচার বাবদ খরচ	২২৸৴১৫
৫। সাবেক চাঁদা আদায় (২ নং তালিকা অনুযায়ী)	২৯৲	৭। বাৎসরিক অধিবেশন বাবদ খরচ	১৫।৶০
		৮। শোকসভা বাবদ খরচ	৩।৴৫
৬। আজীবন সদস্যের চাঁদা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ রক্ষিত	৫০৲	৯। ডিক্লারেশন বাবদ	২৷৶০
		১০। কাগজ ও ছাপাই খরচ	১২৩।/১০
৭। গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ চাঁদা (৮ নং তালিকা অনুযায়ী)	১৫২৲	১১। হিতৈষীর ডাক খরচ	৩০৸০
		১২। সদস্যের চাঁদা (চেক)	৩৲
৮। সাহায্য বাবদ চাঁদা (৯ নং তালিকা অনুযায়ী)	৭২৷০	১৩। সাহায্য বাবদ খরচ	৫০৷৶০
৯। বিজ্ঞাপন বাবদ চাঁদা (৩নং তালিকা অনুযায়ী)	১৩৲	১৪। ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত জমা রাখা হয় (বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক)	২৫০৲
১০। প্রচার বাবদ চাঁদা (৪নং তালিকা অনুযায়ী)	৫৲	১৫। ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত সুদ জমা (বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক)	২৬।১৫
১১। ডাইরেক্টরী বিক্রয় (৫নং তালিকা অনুযায়ী)	।০	১৬। ব্যাঙ্কে সঞ্চয় বিভাগে জমা রাখা হয় (ঐ)	১৪৭৷০
১২। ভিঃ পিঃ খরচ আদায় (৬নং তালিকা অনুযায়ী)	।৴০		
	৮৭৮৴০		৭৯৩৷/১৫

জমা		খরচ	
জের —	৮৭৮৶০	জের —	৭৯৩।৴১৫
১৩। ব্যাঙ্কের সঞ্চয় বিভাগের সুদ আদায় (বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক)	১৵১৫	১৭। ব্যাঙ্কে সঞ্চয় বিভাগে সুদ জমা (বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক)	১৵১৫
			৭৯৪৸১০
১৪। ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত জমা টাকার সুদ আদায় (বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক)	২৬।১৫	এই বৎসরের শেষে (কোষাধ্যক্ষের নিকট নগদ তহবিল মজুত)	১৯৩৶১০
		সর্ব্বসমেত	৯৮৮৲
মোট আদায়	৯০৫॥৵১০		
গত বৎসরের জের (কোষাধ্যক্ষের নিকট নগদ তহবিল মজুত)	৮২।৴১০		
সর্ব্বসমেত	৯৮৮৲		

শ্রীবামনদাস লাহা
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক)
পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত
(সদস্য হিসাব পরীক্ষক)

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
(সাধারণ সম্পাদক)
পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঠিক আছে
এন, সরকার এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস
কলিকাতা, ৮ই জুন, ১৯৪২।

Certificate No, 6350 of 1941/42.

In the office of the Registrar of Companies
under Act VII of 1913.
BENGAL

In the matter of "The Tambuli Mahasammelan"

I do hereby certify that pursuant to Act XXI of 1860 of the Legislative Council of India...... Memorandum of Association with certified copy of rules. * * * *
* * * *
has been this day duly filed and registered in my office.

Dated this Sixth day of December,
One thousand Nine hundred and Forty

Seal of the Registrar of
Joint Stock Companies
under Act VII of 1913.

Sd. K. C. Gupta.
Asstt. Registrar of Joint
Stock Companies, Bengal

গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারের হিসাব

সন ১৩৪৭ সাল।

	সাবেক সঞ্চিত ভাণ্ডার বাবদ	৩১০।/০
পৃ	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী (কলিঃ)	১০০৲
পৃ	৺কালীকৃষ্ণ রক্ষিত (ঐ ,	১০০৲
পৃ	শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সিংহ (ঐ)	১০০৲
		৬১০।/০

সন ১৩৪৮ সাল।

পৃ	শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র লাহা কলিঃ	৫০৲
পৃ	রায় সাহেব তারাপদ দত্ত (ঐ)	৫০৲
পৃ	শ্রীযুক্ত বামনদাস লাহা (ঐ)	২৫৲
পৃ	,, বিভুতিভূষণ রক্ষিত (ঐ)	১২৲
সা	,, মৃত্যুঞ্জয় পালের বিবাহ উপলক্ষে আদায়	১৫৲
	ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত জমা টাকার এক বৎসরের সুদ আদায়	২৬।১৫
	মোট	১৭৮।১৫
	সর্ব্বসমেত	৭৮৮॥/১৫

মঃ সাত শত অষ্ট আশি টাকা নয় আনা তিন পয়সা মাত্র।

শ্রীবামনদাস লাহা
(কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষক)
শ্রীবিভূতিভূষণ রক্ষিত
(সদস্য হিসাব পরীক্ষক)

সঞ্চিত ভাণ্ডারের হিসাব

সন ১৩৪৭ সাল।

সাবেক উদ্বৃত্ত আয়	২৯॥৶০
আজীবন সদস্যের আংশিক চাঁদা আদায় (শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত)	২৫৲
	৫৪॥৶০

সন ১৩৪৮ সাল।

আজীবন সদস্যের আংশিক চাঁদা আদায় (শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রক্ষিত)	৫০৲
সন ১৩৪৭ সালের উদ্বৃত্ত আয় বাবদ	২০।/০
সর্ব্বসমেত	১২৫৲

মঃ এক শত পঁচিশ টাকা মাত্র।

সাহায্য ভাণ্ডারের হিসাব

এই বৎসরের মোট আদায়		৭২॥০
বাদ এই বৎসরে মোট সাহায্য দান		৫০॥৵০
ঢাকায় নগদ পাঠান	৪০৲	
ঐ বস্ত্র বাবদ	১০৲	
মনিঅর্ডার কমিশন	॥৵০	
এই বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত		২১৸৵০

মঃ একুশ টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র।

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী
(সাধারণ সম্পাদক)

---

* পরিশেষে আমাদের মন্তব্য যে এই বৎসর সর্ব্বপ্রকার আয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় করিয়া মোট ২৯০॥৫ উদ্বৃত্ত থাকিল তন্মধ্যে ১০০৲ সঞ্চিত ভাণ্ডারে রাখিয়া মোট ১৯০॥৫ আগামী বৎসরে ব্যয় করিলে ভাল হয়। সদস্যগণের নিকট বাকী চাঁদা অতি সামান্য। উহা হিসাবের মধ্যে ধরা হইল না। (আয় ব্যয়ের হিসাব দেখুন) (পৃ ২০)

নিবেদন

স্থানীয় সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সংবাদ মহাসম্মেলনের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে জাতীয় সংবাদ প্রচারে সহায়তা করুন।

বিবাহযোগ্য পাত্র ও পাত্রীর সংবাদ দিয়া আমাদিগকে তালিকা প্রণয়নে সাহায্য করুন এবং কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতার উপকার করুন।

সজাতীয় ছাত্রগণের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা মহাসম্মেলনের কার্য্যে যোগদান করিয়া বিশেষভাবে ছাত্রসভা গঠনের জন্য সহায়তা করুন।

সজাতীয় যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র সকলের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা নিজ নিজ অবসর সময় মত ও নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী মহাসম্মেলনের কার্য্যে সাহায্য করিয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে সহায়তা করুন।

আমাদের পরামর্শ সমিতির সহিত আলোচনা করিয়া ছাত্রগণ নিজ নিজ সুবিধা করিবার চেষ্টা করুন।

আমাদের মীমাংসা সমিতির সাহায্য লইয়া অনর্থক মামলা মকর্দ্দমার হাত হইতে রক্ষা করুন। (নিবেদক—সম্পাদক, তাম্বুলি মহাসম্মেলন)।

SEAL OF GOVERNMENT

Registration of Societies Act XXI of 1860

Certificate No. 6349 of 1941/42.

I hereby certify that "The Tambuli Mahasammelan" has this day been registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at **Calcutta** this **Sixth** day of **December** One thousand nine hundred and **forty.**

Sd. K. C. Gupta
Asstt. Registrar of Joint Stock Companies, Bengal.

Seal of the Registrar of Joint Stock Companies under Act VII of 1913.

—আবেদন—

আমাদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রার্থনা প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম সজাতি আপন আপন সাধ্যানুসারে "তাম্বুলি মহাসম্মেলনের" সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার উদ্দেশ্য প্রচার ও জাতীয় উন্নতিকল্পে আমাদিগকে সাহায্য করুন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

আমাদের সাহায্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া দুঃস্থ সজাতিগণের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া এবং দরিদ্র সজাতিগণের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন।

আমাদের গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে সাধ্যমত অর্থ দান করিয়া "সমাজ মন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ নিজ নাম চিরঃস্মরণীয় করুন।

শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে জাতীয় ভাণ্ডারে সাধ্যমত দান করিয়া জাতির শুভেচ্ছা লাভ করুন।

"তাম্বুলি হিতৈষী"তে বিজ্ঞাপন দিয়া জাতীয় মুখপত্রের কলেবর বৃদ্ধি করুন এবং নিজ নিজ ব্যবসার প্রসারতা লাভ করুন। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানুন।

যাঁহারা সদস্য হইবার "ফরম" স্বাক্ষরিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা শীঘ্র চাঁদার টাকা মহাসম্মেলনের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করুন।

সদস্যের চাঁদা ও বিবিধ দানের টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করুন।

কার্য্যালয় :—
৪৭নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড
তালতলা, কলিকাতা।

শ্রীবামনদাস লাহা
কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক
তাম্বুলি মহাসম্মেলন।

Printed at "MINERVA PRESS"
26-2-1A, Prosanna Kumar Tagore Street,
and Published at 4, Brahmanpara Lane, Calcutta.
Printer & Publisher—Satyapada Kundu.

কলিকাতায় তাম্বুলি-বৈশ্য

সঙ্কলয়িতা—শ্রীকালীকৃষ্ণ রক্ষিত বি, এ।

মূল্য চার আনা

কলিকাতায় তাম্বুলি বৈশ্য

ত্রিশ বৎসরের অধিককাল তাম্বুলিসভা সকল থাকের সমন্বয়ের চেষ্টা করিতেছে এবং মিলনের পথ সহজ ও সুগম করিবার জন্য সকল থাকেরই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। তাম্বুলি সভার এই কার্য্য প্রশংসাই হইলেও ইহাতে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। সমাজে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গৃহস্থগণের পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিলে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আলাপ ও মিলন ঘটাইতে পারিলে অধিকতর কল্যাণ আশা করা যাইতে পারে। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই সভার সম্বন্ধে উদাসীন এবং সভায় যোগদান করেন না। সুতরাং সভায় আলাপ পরিচয়ের আশা নিতান্ত দুরাশা বহুকাল পরে তাম্বলি মহাসম্মেলনের চেষ্টায় নানা স্থানের বহু সজাতীয় ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ও পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয়ের তাদৃশ সুযোগ হয় নাই। নিয়মিতভাবে বৎসরের পর বৎসর এইরূপ সম্মেলন হইতে থাকিলে সুদূর ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইতে পারে। প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে হইলে প্রথমে পরস্পরের পরিচয় জানা ও সংবাদ পাওয়া প্রয়োজন। এ বিষয় প্রথম চেষ্টা করেন প্রবীন সমাজসেবক ও সুলেখক দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়। শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র বাবু ও "ডাইরেক্টারি" নাম দিয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম ধাম সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহাতে গরীব সজাতীয়গণের কোন সংবাদ ছিল না। আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সুতরাং "ডাইরেক্টারি" জাতির সঠিক অবস্থার সংবাদ দিতে পারে নাই। এই অভাব মোচনের জন্যই প্রথমে কলিকাতায় তাম্বুলিগণের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা। কলিকাতায় সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত সুতরাং অনেকেরই পরের সংবাদ রাখিবার সুযোগ বা সময় থাকে না। কেহ কেহ বা আপন পরিচয় প্রদান ও অনিচ্ছুক। অধিকন্তু অনেকেই বাসাবাটীর পরিবর্ত্তন করেন। এরূপ অবস্থায় সকলের সঠিক সংবাদ সংগ্রহকরা নিতান্ত কঠিন। সুতরাং একেবারে সম্পূর্ণ নির্ভুল সংবাদ প্রদান করা বা সকল সজাতীয়ের পরিচয় সংগ্রহকরা অসম্ভব। কিন্তু কঠিন বলিয়া এ কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা উচিত বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য আমার ক্ষুদ্র সামার্থ অনুসারে এই চেষ্টা। সজাতীয়গণ এই তালিকাতে যে সকল ভুল ক্রুঠি দেখিবেন তাহা আমাকে জানাইয়া দিলে বাধিত হইবে। সকলে সাহায্য করিলে সময়ে ইহা নির্ভুল হইতে পারে। বর্ত্তমানে এই তালিকা যদি তাম্বলি সমাজের সেবকগণকে এবং কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে কিঞ্চিৎ পরিমানেও সাহায্যকরে তাহা হইলে শ্রম সার্থকমনে করিব।

দক্ষিণ কলিকাতা।—মেটিয়া বুরুজ

কোঁচ পান্নালাল।
ঠিকানা—শ্রীকানাই লাল সেনের বাটী; পাহাড়পুর রোড।
দেশ—পাতুল, হুগলী
পেশা—চাকরী; একাউন্ট বিভাগ, বি, এন্ রেলওয়ে অফিস।

রক্ষিত কেশব চন্দ্র।
পাহাড়পুর রোড।
যাদব বাটী; হাবড়া
ব্যবসায়—জুয়েলার্স; চাউলের আড়ৎ ইত্যাদি।
মেটিয়াব্রুজ বাজার।

রক্ষিত শ্রীকাশীনাথ
পাহাড়পুর রোড, বাটীভাড়া

রক্ষিত কুমুদবন্ধু।
পাহাড়পুর রোড।
যাদব বাটী, হাবড়া।
পেশা—ব্যবসায়—জুয়েলার্স।

দে পূর্ণচন্দ্র, গাজীপুর, চাকরি।

সেন কানাই লাল।
পাহাড়পুর রোড।
পূর্ব্বনিবাস—সন্দিপুর; হুগলী।
ব্যবসায়—চাউলের দোকান।

খিদিরপুর।

দে গোপাল চন্দ্র।
লবণ, চিনি ইত্যাদির আড়ৎ, অরফেনগঞ্জ বাজার।
বাটীর ঠিকানা—শঙ্কর হালদার লেন, আহীরি টোলা, কলিকাতা।
দেশ—গোবর ডাঙ্গা।

দে তিনকড়ি।
শ্রীতিনকড়ি পালের দোকান; অরফ্যানগঞ্জ বাজার। খানাকুল; হুগলী। চাকরি।

দে নলিন চন্দ্র।
তৈলের দোকান; অরফ্যান গঞ্জ বাজার। খানাকুল—হুগলী। ব্যবসায়।

দে নিতাই চন্দ্র।
মসলার দোকান; অরফ্যানগঞ্জ বাজার দেশ খানাকুল, হুগলী। ব্যবসায়।

দে গৌর চন্দ্র।
তৈল ব্যবসায়; অরফ্যান গঞ্জ বাজার। খানাকুল; হুগলী।

দে সাধন চন্দ্র।
পি ৪৭ বি গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জি লেন। খানাকুল; হুগলী। তৈল ব্যবসায়।

দত্ত চণ্ডীচরণ, এ, এম, ই, ই।
৪ গোপাল ঘোষ লেন। পূর্ব্বনিবাস-খানাকুল, হুগলী।
পেশা—ব্যব্যসায়, কনট্রাকটর।

দত্ত গোকুল চন্দ্র।
শ্রীযুক্ত কালীভূষণ পালের দোকান।
জেলা—বাঁকুড়া। চাকরি

দত্ত কৃষ্ণ চন্দ্র।
৮ রাখাল দাস পালের দোকানে চাকরি জেলা—বাঁকুড়া।

দত্ত দুখীরাম।
৩২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
দেশ গোবরডাঙ্গা। অংশীদার পরমানন্দ রক্ষিত, দুখীরাম দত্ত ফ্রাম
ঘৃত, চিনি ও তৈলের দোকান।

দত্ত প্রভাশ চন্দ্র।
১২৪।১।২ মানিকতলা ষ্ট্রীট; কলিকাতা।
দেশ—পাংশা দুর্গাপুর, ফরিদপুর।
হেডক্লার্ক
সুপার কণ্টোলার আফিস বি, এন, রে

দত্ত গৌরী শঙ্কর।
১২৪।১।২ মানিকতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা
ঐ অফিস পাংশা, দুর্গাপুর। চাকরী।

পাল খগেন্দ্র নাথ। (একান্নবর্ত্তী সংসার)
৯ রমানাথ পাল রোড।
দেশ—জ্যোৎবানুরগড়।
মেদিনীপুর।
ব্যবসায়—মহাজনী, আড়ৎদারী, ভূসম্পত্তির অধিকারী ইত্যাদি
ইহারই পিতার নামানুসারে "রমানাথ পাল রোড" হইয়াছে। এই বাটিতে থাকভাঙ্গা বিবাহ হইয়াছে।

পাল তিনকড়ি। একান্নবর্ত্তী সংসার।
পি ৪৭ এ গদাধর ব্যানার্জ্জি লেন।
দেশ—খানাকুলের নিকট; হুগলী।
গোলদারী, মহাজনী, ভূসম্পত্তিভোগী ইত্যাদি

পাল পরেশ চন্দ্র।
৯ রমানাথ পাল রোড।
জ্যাৎবানুর গড়। পোঃ গোমহাল। ভায়া ঘাঁটাল, জেলা মেদিনীপুর। আড়ৎদারী ও ভূসম্পত্তি ভোগী। ইহার কন্যার থাকভাঙ্গা বিবাহ হইয়াছে।

পাল ভূষণ চন্দ্র।
রতন সরকার লেন; (জগন্নাথ সরকার লেন) পূর্ব্ব নিবাস—তিরলের নিকট; হুগলী। অবসর প্রাপ্ত।

মল্লিক তিনকড়ি।
গোপাল ডাক্তার রোড।
খানাকুল, হুগলী।
ব্যবসায়—মসলা ও মুদিখানা।

মল্লিক শৈলেন্দ্র নাথ। বি, এ, (একান্নবর্ত্তী সংসার)
পাইপ রোড। খানাকুল; হুগলী
চাকরী।

লাহা অনুকুল চন্দ্র।
১৭।১ অরফ্যানগঞ্জ বাজার।
দেশ—রামজীবনপুর। মেদিনীপুর।
চাকরী—সেন দাঁ এণ্ড কোম্পানি।

সেন অনন্ত রাম।
মুন্সীগঞ্জ রোড। দেশ—খানাকুল, হুগলী। মুদিখানা।

আলিপুর ও চেতলা

কুণ্ডু কানাইলাল
মায়ার পুর রোড। পূর্ব্বনিবাস
পাতুল। চাকরী

চা!র জিতেন্দ্র নাথ।
ব্রীজ রোড। চেতলা
পূর্ব্বনিবাস—চেতাদাসপুর মেদিনীপুর
চাকরী—ট্রাম কোম্পানী।

চার সুশীল চন্দ্র বি, এ,
৪৫ সি জয়নুদ্দী মিস্ত্রীর লেন।
পূর্ব্বনিবাস—চেতদামপুর।
চাকরী—শিক্ষকতা

দে তারা প্রসন্ন।
৭ সি পরমহংসদেব রোড।
হুগলী। চাকরী।

রক্ষিত নন্দলাল।
৪০।সি জয়নুদ্দী মিস্ত্রী লেন
চাকরী

রক্ষিত শশিভূষণ।
৫১।১ মায়ারপুর রোড।
পূর্ব্বনিবাস—সিমচক, হাওড়া
ভূসম্পত্তি ভোগী। হাবড়া

রক্ষিত বীরেন্দ্র নাথ।
১২ মহেশ দত্ত লেন।
পূর্ব্ব নিবাস—সিমচক। চাকরী

রক্ষিত হেমচন্দ্র।
৫১।১ মায়ারপুর রোড। পূর্ব্বনিবাস-
সিমচক। ব্যবসায় (ধান্য)।

কালীঘাট ও ভবানীপুর

আশ কালীপদ (একান্নবর্ত্তী সংসার)
রামমোহন দত্ত রোড।
দেশ—ব্যোমনগর, হুগলী
মুদিখানা।

আশ বংশীবদন।
৬৯ বি কালীঘাট রোড। জয়পুর,
বাঁকুড়া। চাকরী।

আশ সতীশ চন্দ্র।
১০৮ মনোহর পুকুর রোড।
বমনগর, হুগলী
চাকরী—ট্রাম কোম্পানী।

আশ অবিনাশ চন্দ্র।
চাকরী, ট্রাম ডিপো।সোমনগর হুগলী।

কর যতীন্দ্র নাথ।
১৩ নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট। দেশ—
দেবান্দী, হাবড়া মুদিখানা

কুণ্ডু কানাই লাল।
১৫ শাঁখারী পাড়া রোড।
চাকরী

কুণ্ডু ফকির চন্দ্র।
হরিশ চাটুয্যে ষ্ট্রীট। খানাকুল,
হুগলী। মুদিখানা
৺কেদার কুণ্ডুর পুত্র। মন্মথনাথকুণ্ড
বলরাম বসু ফার্ষ্ট লেন। কুমীর মোড়

কোঁচ সন্ন্যাসী চরণ।
দেশ—সোনাতলা, হাবড়া
চাকরী, নিউ ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী

গুই হরিসাধন।
৬।১ রূপনন্দন লেন।
মহিশালী, (উলুবেড়িয়ার নিকট হাবড়া
মুদিখানা।

৺হীরালাল গুইএর বাটি
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, যাদববাটী,
হাবড়া

চেল জীবন কৃষ্ণ।
কেদার বসু লেন। সোনাতলা,
হাবড়া। চাউলের দালাল।

চেল দেবেন্দ্র নাথ।
৩৯ সিবেনী নন্দন ষ্ট্রীট। সেনপুর,
হাবড়া। সাবানের কারখানা ও
মুদীখানা।

চেল রোহিনী কুমার।
১৩ ষষ্টিস চন্দ্র মাধব রোড।
সেনপুর। হাবড়া
চাউলের দোকান।

দত্ত তারাপদ (রাব সাহেব) বি, ই
১১। রূপচাঁদমুখার্জ্জি লেন। মুর্শিদাবাদ
একজামিনার ওভ্ পেটেণ্ট।

দত্ত সিধু গোপাল।
৮।১ আর্ল ষ্ট্রীট। (মেডক স্কয়ারের
নিকট) হবিবপুর নদীয়া।
ব্যবসায়, জয় গোপাল দত্ত এণ্ড ব্রাঃ

দত্ত মহান্দ্র নাথ।
৯২ কালীঘাট রোড।
গভীপুর, নদীয়া। ব্যবসায়।

দত্ত বীরেন্দ্র নাথ
পি ৩৫ ল্যাণ্ডস্ ডাউনরোড ইষ্ট
কাশীয়াঁ ডাঙ্গা। চাকরী।

দত্ত রাম কিঙ্কর, বি, এল।
৮ এ রাখাল মুখার্জ্জি রোড। বাঁকুড়া
ওকালতি

দত্ত বিপিন বিহারী (বাসা)
২৩ নং বলরাম বসু ঘাট রোড।

দত্ত বলরাম (পরমানন্দদ দত্তের বংশধর)
ডাইং ক্লিনিং

দে জিতেন্দ্র নাথ।
২৭।১ তেলিপাড়া রোড।
যাদববাটী, হাবড়া। অবসর প্রাপ্ত।

দে বিজয় কৃষ্ণ।
দেশ—গড়বেতা, মেদিনীপুর
পেসা চাকরী—এভিনিউ ফর্ম্মেসি
রাসবিহারী এভিনিউ ও রসারোডে
মোড়ে)

দে পূর্ণ চন্দ্র উদ্ভট সাগর, বি, এ,
কাব্যরত্ন।
অধ্যাপক—আশুতোষ কলেজ।

দে জ্ঞানেন্দ্র নাথ (জ্যোতির্ব্বিদ)
১ সত্যেন্দ্র দত্ত রোড। মেদিনীপুর
অবসরপ্রাপ্ত।

দে দেবেন্দ্র নাথ।
৮৪।২ বেলতলা রোড।
যাদববাটী, হাবড়া
চাকরী—ডাইরেকটার
জেনারেল পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাম

দে গোষ্ঠ বিহারী।
৪১ সি টালিগঞ্জ রোড, শ্যামগর
বাজারের নিকট। ভদ্রকালী।
হুগলী। চাকরী—বি জি প্রেস

দে হরিশচন্দ্র।
হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
দেশ—জাগল গোড়, হুগলী।
চাউলের দালাল

দাস হরিপদ
৬ পোড়াবাজার লেন।
তেজারতী।

দাস নগেন্দ্র নাথ।
৩৫ নর্থ চক্রবেড়ে রোড। দেশ
বৃত্তিভোগী ও বাড়ীভাড়া
৺অভয় চরণ দাসের মধ্যম পুত্র। অভয় চরণ দাস মহাশয়ের উইলে তাম্বুলি দরিদ্রগণের জন্য মাসিক ৫৲ টাকার ব্যবস্থা আছে। তিনি কেটুয়া কুটী-রোডে গঙ্গার উপর একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এই ঘাট "ময়রা ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। ইহার স্ত্রী হরিমতী দাসীও কাশীতে দরিদ্র তাম্বুলি ছাত্রগণের শিক্ষার্থ একটী বাড়ী দান করিয়াছেন।

দাস পঞ্চানন।
৮২ চৌরঙ্গী রোড।
৺অভয় চরণ দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বৃত্তিভোগী।

দাস বিপিন চন্দ্র।
১২ জাষ্টিস দ্বাকিনাথ রোড।
ব্যবসায়ী জুয়েলার্স। ৮২ চোরাঙ্গী।

দাস সুধাংশু মোহন
৮১ চৌরঙ্গী রোড।
ব্যবসায়ী, জুয়েলার্স।

দাস বঙ্কিম বিহারী
৮২ চোরঙ্গী রোড। জুয়েলার্স

দাস ভুষণ চন্দ্র
৪৯ রূপনন্দন ষ্ট্রীট
গড়ভবানীপুর হাওড়া
[বেচারাম দাস] মুদিখানা।

দাস কৃষ্ণ মোহন
৭১।১।এ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
গড়ভবানীপুর, হাওড়া।
[সুরেন্দ্র নাথ দাস] মুদিখানা।

দাস সুরেন্দ্র নাথ
২৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
যাদববাটী, হাওড়া
চাউলের দোকান।

দাস বিজয় কৃষ্ণ
২৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
যাদববাটী, হাওড়া
চাউলের দালালি

দাস পূর্ণ চন্দ্র
২৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড। যাদববাটী
চাকরি, আর্ম্মিনেভি ষ্টৈরস্

দাস গোবর্দ্ধন বি, এল,।
১০ বি রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন
কুচিয়া কোল, বাঁকুড়া। ওকালতি।

নন্দী ক্ষেত্র মোহন।
চাকরি, কাপড়ের দোকান।

নন্দী পঞ্চানন
১৫।এ রাম মোহন দত্ত রোড।
ঝিঙরা, হুগলী।
ব্যবসায় ও চক্র বেড়ে রোড়!

৺গঙ্গাহরি নন্দীর বাটী
৯, সর্দ্দাশঙ্কর রোড।
দেশ খড়ার। মেদিনীপুর।

নন্দী রাজেন্দ্র নাথ!
মহামায়া লেন
দেশ তমলুক।
পেশা বৃত্তিভোগী।

নন্দী সুরেন্দ্র নাথ।
মহামায়া লেন।
তমলুক। চাকরী

৮অক্ষয় নন্দী
হরিশ চাটুয্যে ষ্ট্রীট।

পাল রাজ কুমার
১০ সর্দ্দাশঙ্কর রোড।
দেশ রঞ্জবাট, হাবড়া
অবসর প্রাপ্ত

পাল হীরালাল
১০ সর্দ্দাশঙ্কর রোড।
রঞ্জবাট, হাওড়া
অবসর প্রাপ্ত

পালচৌধুরী শ্রীশচন্দ্র
১৮।১ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড
দেশ নাটুদহ, নদীয়া। জমিদার।
[পরলোকগত শ্রদ্ধেয় নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র]

পিরি সুধীর চন্দ্র
৪৬।১ রমেশ মিত্র রোড।
গড়বেতা, মেদিনীপুর।
সার্ভিস ইনসিওরেন্স

বর্দ্ধন বিজয় কৃষ্ণ।
১১।এ বিনয় বসু রোড।
„ জেলা হুগলী।
চাকরী পোষ্ট আফিস।

রক্ষিত নেপাল চন্দ্র।
চক্রবেড়ে রোড।
রাজবলহাট, হুগলী।
"পঞ্চানন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার"

রক্ষিত পূর্ণ চন্দ্র
৫০ রূপনারায়ন নন্দন লেন।
বসন্ত চিকিৎসক।

রক্ষিত রাম চাঁদ
১৬ গোয়ালটুলি রোড।
পূর্ব্বদেশ মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান।
অবসর প্রাপ্ত।

রক্ষিত লক্ষীনারায়ন।
৫০ শাখারী পাড়া রোড।
পূঃ—গুড়পের নিকট
চাকরি।

রক্ষিত অন্নদা চরণ।
২৬ তেলিপাড়া রোড।
সিমচক্, হাওড়া
মুদিখানা।

রক্ষিত বিপিন বিহারী
৪৫ কাঁসারী পাড়া রোড।
যাদববাটী, হাওড়া।
ব্যবসায়

রক্ষিত যোলু মোহন
কেদার বসু লেন।
প্রতাপচক্, হাওড়া মুদিখানা

রক্ষিত পঞ্চানন বি, এল
১০২।৩ হাজরা রোড।
বাঁকুড়া
ওকালতি।

লাহা জহরলাল।
৮এ রামময় দত্ত রোড। জ্যোৎকামুর গড়। মেদিনীপুর মুদিখানা।

সরকার পান্নালাল।
১২ জাষ্টিষ দ্বারিকানাথ রোড। যাদব বাটী, হাওড়া। জুয়েলার্স।

সিংহ শীতল প্রসাদ।
২৯।১ হরিশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। খানাকুল। হুগলী। ব্যবসায় ইট্‌চুণ ইত্যাদি ইমারতের দ্রব্য বিক্রেতা।
9/c রাখাল মুখার্জ্জি রোড।

সেন দুলাল চন্দ্র।
১২৬।১ হাজরা রোড। পার ভুরষিট্ট, হুগলী চাকরী।

সেন গঙ্গাহরি। ৭।১ বি গরচা দেশ জাড়া, মেদিনীপুর।
ব্যবসায় টেলার্স, "ফ্যাসান হাউস" [কেশব চন্দ্র সেন] আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড।

সেন শিবরাম।
৩।১ বলরাম বসু ঘাট রোড। গড়ভবানীপুর, হাবড়া মুদিখানা ও সাবানের কারখানা।

সেন কৃষ্ণ পদ
৫৯ হরিশ মুখার্জ্জি রোড। গড়ভবানীপুর, হাবড়া খাবারের দোকান

সোম সত্যচরণ ১০ সর্দ্দাশঙ্কর রোড। যাদরবাটী, হাবড়া

বালিগঞ্জ ও

দত্ত শরৎ চন্দ্র। রহিমুদ্দীন লেন আঁটপুর, হুগলী। ব্যবসায়।

দে শিবচন্দ্র। বাগনান লাহা শৈলেন্দ্র নাথ বি, এল কাঁকলিয়া রোড। ওকালতি। বড়মুল বর্দ্ধমান

নন্দী শ্যামাপ্রসাদ
ফার্ণ রোড। ষ্টেশনারি দোকান।

নন্দী পাঁচকড়ি।
রহিমুদ্দিন লেন। ব্যবসায়।

মল্লিক রাসবিহারী
হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট, মনোহর দাস চক্‌ বড়বাজার কলিকাতা।

রক্ষিত অধর চন্দ্র।
প্রিন্স আনোয়ার সাহি রোড
পাতুল, হুগলী। ব্যবসায়—চাউলের আড়ৎ (কার্ত্তিক চন্দ্র কর) টালিগঞ্জ)

রক্ষিত তুলসীচরণ
রসারোড, পাতুল হুগলী মহাজনী।

রক্ষিত নিবারণ চন্দ্র।
রহিমুদ্দিন লেন। পূর্ব্ব সাকিম পাতুল, হুগলী অবসর প্রাপ্ত।

রক্ষিত হরিচরণ।
প্রিন্স আনোয়ার সাহি রোড। পাতুল। খাবারের দোকান।

৺তিনকড়ি রক্ষিতের বাটী।
প্রিন্স আনোয়ার সহি রোড।

শ্রীমতী পঞ্চী দাসী।
রহিমুদ্দিন লেন। শান্তিপুর।

সেন দিবাকর। সন্ধিপুর—হুগলী চাউলের আড়ৎ। টালিগঞ্জ বাজার

সিংহ গোপীকৃষ্ণ (ডাঃ) ৮।৯বালিগঞ্জ প্লেস। হবিবপুর, নদীয় অবসরপ্রাপ্ত

উত্তর কলিকাতা

[উত্তর বরাহনগর, পশ্চিম ভাগীরথী, দক্ষিণ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ও বিডন ষ্ট্রীট, পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র খাল]

বরাহনগর

যোগেন্দ্র বসাক রোড

আশ কমলাকান্ত। দেশ খাঁটুরা *।
দালাল—চিনিপটী
পাল কালাচাঁদ—চাকরি
পাল গোকুল চাঁদ
চাকরি—হার্ডওয়ার, হরিদাস পাল এণ্ড সন্স, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার।
পাল সহায়রাম।
চাকরি—মহানন্দ দত্ত কোম্পানি লিঃ

গঙ্গাধর সেন লেন

আশ কালীচরণ। ছাত্র।
আশ জগদ্বন্ধু। শিক্ষকতা।
দত্ত মনোমোহন। ফটোগ্রাফার।
দত্ত বীরেশ্বর।
চাকরি—ফটো সিণ্ডিকেট্।
শ্যামরত্ন লেন। শ্যামবাজার।
দত্ত বিশ্বনাথ।
চাকরি—ফটো ষ্টোরস, ধর্ম্মতলা।
পাল কালীদাস। চাকরি।
পাল পাঁচুগোপাল। বিষয়ভোগী।
পাল সরলকৃষ্ণ। ছাত্র।
পাল নারায়ণচন্দ্র। দালাল—ঘৃত।
পাল হরিহর। অবসরপ্রাপ্ত, বিষয়ভোগী।
রক্ষিত—কালীচরণ।
ব্যবসায় অংশীদার, সহায়নারায়ণ পাল এণ্ড কোং, কজেল ষ্ট্রীট।
রক্ষিত অমূল্যচরণ। বিষয়ভোগী।
সেন পাঁচকড়ি। ৺গঙ্গাধর সেন মহাশয়ের পুত্র। বিষয়ভোগী।
সেন সুধারময়। বিষয়ভোগী।
সেন সুবলচন্দ্র।
ব্যবসায় ও বিষয়ভোগী, গোলদারী—জোড়াসাঁকো।
সেন বঙ্কিমচন্দ্র।
বিষয়ভোগী। গায়ক।
রক্ষিত ফটিকচন্দ্র।
দালাল—ঘৃত।
রক্ষিত দুলালচন্দ্র। চাকরি।
রক্ষিত দুর্লভচন্দ্র। চাকরি।
খাতালেখা।
রক্ষিত ভোলানাথ। বিষয়ভোগী।
রক্ষিত সুদামচন্দ্র।
চাকরি হরিসাধন দত্ত কোম্পানি, চিনিপটী।

---

* বরাহনগরের সজাতীগণ সকলেই সপ্তগ্রামী। সকলেরই পূর্ব্বনিবাস গোবরডাঙ্গা অঞ্চল।

টবিন রোড

আশ হরিভূষণ। দালাল চিনি।
কুণ্ড সত্যপদ। চাকরি গান এণ্ড সেল ফ্যাক্টরি।
কোঁচ মহাপ্রভু। ব্যবসায় খিদিরপুর।
চেল কমলকৃষ্ণ। বিষয় ভোগী।
দাঁ হরিপদ। ৺দীননাথ দাঁ মহাশয়ের পুত্র। বিষয়ভোগী।
দাঁ যতীন্দ্রনাথ বিষয়ভোগী।
[বর্ত্তমান নিবাস—৩১এ বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার]
দাঁ কালাচাঁদ চাকরি চিনিপটী।
দাঁ জহরলাল বিষয়ভোগী।
দত্ত টুন্ টুন্। চাকরি।
পাল হরিভজন চাকরি; মহেশ কুণ্ড এণ্ড কোং চিনিপটী।
পাল ভোলানাথ চাকরি। (খুরজা); অশোক রক্ষিত লিঃ।
পাল বিমলচন্দ। চাকরি হরিদাস দত্ত, চিনিপটী।
পাল পার্ব্বতীচরণ বিষয়ভোগী। পাল ৺বঙ্কুবিহারী পালের বাটী।
রক্ষিত কালীপ্রসন্ন, চাকরি মহেশ কুণ্ড ফার্ম্ম, চিনিপটী।
রক্ষিত নিতাইচন্দ্র চাকরি।
রক্ষিত শ্রীদামচন্দ্র, চাকরি কামারহাটী জুট মিল।
রক্ষিত সুবলচন্দ্র। চাকরি, বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটি।
রক্ষিত হরিনারায়ণ চাকরি মুহুরি, কাশীপুর।
রক্ষিত হরিসাধন। এল্ এম এস। ডাক্তার সি. পি, হাঁসপাতাল।
রক্ষিত অনাথনাথ, বিষয়ভোগী।
রক্ষিত বলাইচাঁদ, চাকরি।
রক্ষিত মোহনলাল, চাকরি।

বামুন পাড়া লেন

রক্ষিত অদ্বৈতচরণ। চাকরি। লিনো:- অপারেটার, ধ্যাকার স্প্রিং কোং
রক্ষিত চৈতন্য প্রসাদ, দালাল চিনিপটী।

বঙ্কুবিহারী পাল লেন

আশ রাজেন্দ্র নাথ বিষয়ভোগী
আশ বুদ্ধদেব চাকরি।
কুণ্ডু শৈলেন্দ্র নাথ বিষয়ভোগী।
কোঁচ ক্ষেত্রপদ। চাকরি গান এণ্ড সেল ফ্যাক্টরি।
দে বেচারাম। চাকরি ৺মহানন্দ পাল সুরেন্দ্রনাথ পাল
পাল মদনগোপাল। ৺অম্বিকাচরণ পাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺হরিচরণ পাল মহাশয়ের পুত্র। দালাল ইনসিওরেন্স।
রক্ষিত দুলালচন্দ্র শিক্ষকতা।
রক্ষিত পরিতোষ, চাকরি ইউনিয়ন ড্রাগ কোং।

গোপাললাল ঠাকুর রোড

পাল আলোকচন্দ্র। চাকরি।
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসন।

পাল সিদ্ধেশ্বর। মুদিখানা।

পাল হরিদাস। চাকরি খোংরাপটী।

ময়রাডাঙ্গা

পাল রামহরি ব্যবসায়।

রক্ষিত সুরেন্দ্র নাথ।
দালাল টেনসিওরেন্স।

ভট্টাচার্য্য পাড়া লেন

সেন পাঁচুগোপাল।
চাকরি বেঙ্গল ইমিউনিটি।

সেন দুলালচন্দ্র।
চাকরি ক্যালকাটা ফায়ার ওয়াকস।

পাইকপাড়া ও টালা

দত্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ।
৬ পূর্ণ চাটুয্যে লেন,
'সর্ব্বমঙ্গলা' প্রেস।

লাহা বিভূতিভূষণ। রাণী রোড
দেশ জয়ন্তী, হাবড়া, মুদিখানা।

রক্ষিত কৃষ্ণপদ। ৪৯ রাণী রোড
পূর্ব্ব নিবাস ধর্ম্মদাটা হাবড়া
ইলেকট্রিকের কার্য্য।

রক্ষিত পঞ্চানন।
১।১ রাণী ব্রাঞ্চ রোড। ধর্ম্মখাটা,
হাবড়া। ইলেকটিক কন্ট্রাক্টার।

দে গুরুদাস, কালাচাঁদ পাণ্ডিতুণ্ডী লেন,
পূর্ব্ব নিবাস উচাটন বৰ্দ্ধমান।
ব্যবসায় ইলেকট্রিক কনট্রাকটার।

রক্ষিত নন্দলাল। পূর্ব্বনিবাস
খানাকুল, হুগলী। চাকরী।

সেন হরেকৃষ্ণ, ৮৯ রাণী রোড,
ডিঙ্গালহাটী, হুগলী। চাকরী।

সেন সূর্য্যকুমার।
১৫ কালাচাঁদ পাণ্ডিতুণ্ডী লেন,
ডিঙ্গালহাটী, হার্ডওয়ার দোকান,
বেলগাছিয়া ব্রীজের নিকট।

বাগবাজার ও শ্যামবাজার অঞ্চল

আশ হৃদয়মাণিক
২৭এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
খাটুরা, বিষয়ভোগী।

আশ ৺অঘোর আশ মহাশয়ের বাটী।
শ্যামরায় লেন।

দত্ত ক্ষিরোদ গোপাল
৩৮।১ নলিনী সরকার ষ্ট্রীট,
বঙ্গলক্ষ্মী রাইস মিল, মানকর।

দত্ত সনৎকুমার
১০ বি শ্যাম স্কয়ার, দোলৎগঞ্জ, নদীয়া।
বিষয়ভোগী

চেল মধুসূদন ফাড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, খাটুরা।
চাকরি—মহেশ কুণ্ডু কোং,
বর্ত্তমান নিবাস বরাহনগর।
দত্ত উমাকান্ত
২৭।১ মহেন্দ্র বসু লেন, খাটুরা
ডিরেক্টর মহানন্দ দত্ত এণ্ড কোং লিঃ।
দত্ত জগদ্বন্ধু
১৪ কাঁটাপুকুর লেন, খাটুরা, ব্যবসায়।
দত্ত ননীগোপাল
১৪ বি কাঁটাপুকুর লেন, খাটুরা
চাউলের কল, মানকর, বৰ্দ্ধমান
দত্ত হরিপ্রসন্ন
পশুপতি বসু লেন,
চাকরি। সোনাপটী।
পাল নিমাই চরণ
আদর্শ সমাজ-সেবক স্বর্গীয় ভূতনাথ
পাল মহাশয়ের পুত্র।
৩২ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
দালাল—হেসিয়ান বাজার।
[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীদুখীরাম দত্ত]
পাল প্রহ্লাদচন্দ্র
১৫ বি শ্রীকৃষ্ণ লেন, দালাল—চিনিপটী
রক্ষিত অশোকচন্দ্র
'তাম্বুলি বণিক' প্রণেতা শ্রীদুর্গাচরণ
রক্ষিত মহাশয়ের পুত্র।
'বীতাশোক কুটীর' ১৮১ রাজা দীনেন্দ্র
ষ্ট্রীট, ব্যবসায়;
অশোকচন্দ্র রক্ষিত লিমিটেড
'শ্রী' 'ভারতী'।
রক্ষিত কালীদাস
৺রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের পৌত্র
১৯ মোহনবাগান লেন
জমিদার, ব্যবসায়, চিনিপটী
রক্ষিত দেবকিঙ্কর
২৬ বাগবাজার বাইলেন, বিষয়ভোগী

দে নিতাইহরি এম, এ
২৭।১ মহেন্দ্র বসু লেন।
চাকরি—পলিটিকেল ডিপার্টমেণ্ট
দে প্রভুহরি
২২।২ গলিফ ষ্ট্রীট, দালাল সেয়ারবাজার
দে পূর্ণচন্দ্র বি, এ. উড্ডটসাগর,
১০ নেবুবাগান লেন, ভদ্রকালী, হুগলী।
অধ্যাপক—আশুতোষ কলেজ।
দাস হীরালাল
৩৪।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, মুদিখানা।
পাল খগেন্দ্রনাথ
১।২ রামকৃষ্ণ লেন, অবসরপ্রাপ্ত।
পাল ক্ষিতীশচন্দ্র
২।২ রামকৃষ্ণ লেন, দালাল—চিনিপটী।
রক্ষিত ফকিরচন্দ্র, রামসাগর
বাঁকুড়া, শিক্ষক, সরস্বতী ইনষ্টিটিউসন।
রক্ষিত বিভূতিভূষণ
অপার সারকুলার রোড
রক্ষিত ফকির দাস
১৯ বৃন্দাবন পাল লেন
মুদিখানা—১৯ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।
রক্ষিত বৈদ্যনাথ
দীন লজ—১৪ শ্যামপুকুর লেন, চাকরি
রক্ষিত সুধীরচন্দ্র
১১। মোহনলাল ষ্ট্রীট, অবসরপ্রাপ্ত
রক্ষিত সুধাংশুকুমার
৯৯।১ডি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্যবসায়
রক্ষিত হরিনারায়ণ
১৮ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, বিষয়ভোগী
পাল পঞ্চানন।
১১।১ মোহনলাল ষ্ট্রীট।
দালাল—চিনিপটী।
সিংহ তারাপদ।
৮ সরকারবাড়ী লেন।
চাকরি—গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট।

কুমারটুলি, আহীরিটোলা ও বেনেটোলা

আশ ইন্দুভূষণ
৪নং গোলুক দত্ত লেন, জমিদার।
আশ প্রভাস চন্দ্র
কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট
চাকরি—কত্তিকচন্দ্র দাসের দোকান
চিনিপটী
আশ ভোলানাথ
৩৯ শঙ্কর হালদার লেন, ছাত্র
এই বাটীতে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বথাকের
তাম্বুলী প্রতিনিধিগণের সভা হইয়াছিল।
আশ মহামূল্য
২৬ হর চোল লেন
ব্যবসায়—পঞ্চানন আশ এণ্ড কোং
চিনিপটী, চিনি ও ঘৃত 'বিশ্বনাথ'।
কোঁচ চৈতন্য প্রসাদ
২ বি ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট
দালাল—জায়গাজমি
চেল কৃষ্ণচৈতন্য
২৩ শঙ্করহালদার লেন।
চাকরি—ট্রামকোম্পানী
বুন্দু জীবনকৃষ্ণ
বেনেটোলা ষ্ট্রীট, ব্যবসায়
চন্দ্র জগবন্ধু
হর চোল লেন, দেশ বৰ্দ্ধমান,
দালাল—ঘৃত
দত্ত নীলোৎপল
২০এ শঙ্কর হালদার লেন
চাকরি—কর্পোরেশন আফিস
দত্ত সাধুচরণ
১০ বটকৃষ্ণ লেন
দালাল—ঘৃত, অংশীদার—মহানন্দ
দত্ত কোং লিঃ

দত্ত পরিতোষ বি,এ
১৪৭।১ বি অপার চিৎপুর রোড
শিক্ষক—শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল
দত্ত নিমাই চাঁদ,
২০ এ শঙ্কর হালদার লেন, ছাত্র
দত্ত বৈকুণ্ঠ নাথ
বেনেটোলা ষ্ট্রীট,
অংশীদার মহানন্দ দত্ত কোং লিঃ
দত্ত—দেবেন্দ্রনাথ
ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, ঘৃতের দালাল
দত্ত সত্যহরি
১৪৭।১ বি অপার চিৎপুর রোড
চাকরি।
আশ গোপালচন্দ্র
কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট
চাকরি—পুস্তকের দোকান
মহেশ লাইব্রেরী।
আশ রামকৃষ্ণ বি,এ
শঙ্কর হালদার লেন, শিক্ষকতা
কর পঙ্কজ কুমার
নিমু গোস্বামী লেন, দালাল—চিনিপটী
কুণ্ডু ননীগোপাল
হর চোল লেন, দালাল চিনিপটী
দে গোপালচন্দ্র
৪৪ শঙ্কর হালদার লেন
ব্যবসায়—খিদিরপুর।
দে হারাধন
৩১ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন
শাঁটিপুর, হুগলী।
ব্যবসায়—পাইকারী কাপড়ের দোকান,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট বড়বাজার।

দে সুরেশচন্দ্র
বনমালী সরকার ষ্ট্রীট
চাকরি ৺মহানন্দ পাল, সুরেন্দ্রনাথ পাল। নূতন বাজার।

দে পাঁচুগোপাল
৪৪ শঙ্কর হালদার লেন, বিষয়ভোগ।

দে হরিনারায়ণ
২০এ শঙ্কর হালদার লেন, পাঁকিড়িগড, আটিষ্ট।

দে—সুশীলচন্দ্র
হর ঢোল লেন, ব্যবসায়।

দে কানাই লাল
হর ঢোল লেন, দালাল চিনি

পাল সুরেশচন্দ্র
১ সি ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট
ভূতপূর্ব্ব তাম্বুলি-সমাজপত্রের সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত।

পাল তারাপদ
২৪ গোলক দত্ত লেন, দালাল চিনি

পাল রবীন্দ্রনাথ
২৪ শঙ্কর হালদার লেন ব্যবসায়।
গোলদারী ৺মহানন্দ পাল সুরেন্দ্রনাথ পাল, জোড়াসাঁকো ও নূতনবাজার

পাল তুলসীদাস
নিমু গোস্বামী লেন বিষয়ভোগ।

সেন রামপদ
বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, চাকরি।

সেন জীবনকৃষ্ণ
হর ঢোল লেন।
দালাল ইন্সিওরেন্স।

দত্ত মুরারীমোহন
কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, চাকরি।

দত্ত হরিসাধন, জোড়াবাগান
দোকান—বেলেঘাটা, চিনিপটী।

কর সঞ্জীবন, মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীট।
বৈদ্যপুর, চাকরি, ই, আই, আর।
গুডসেড, নিমতলা।

দত্ত ননীগোপাল
বেনেটোলা ষ্ট্রীট। চাকরি।

পাল কানাইলাল
জোড়াবাগান, দালাল ঘৃত।

রক্ষিত পাঁচুগোপাল
মথুর সেন গার্ডেন লেন, চাকরি

রক্ষিত ভূপেন্দ্রনাথ, বিডন ষ্ট্রীট
ডাঃ হোমিওপ্যাথ

রক্ষিত কার্ত্তিকচন্দ্র
জোড়াবাগান চাকরি।

কুণ্ডু হরিনারায়ণ
দীন রক্ষিত লেন, চাকরি।

সেন ভোলানাথ
কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট।
চাকরি—মহামূল্য আশের দোকান।

নন্দী যুগলকিশোর,
আহীরিটোলা ষ্ট্রীট।
কুলাকাশ, হুগলী
ব্যবসায়—ময়দা, দর্জ্জাহাটা।

চেল কৃষ্ণপ্রসাদ
আহীরিটোলা, গায়ক।

পাল চারুচন্দ্র
১১।১ গোলক দত্ত লেন, ডিরেক্টার
মহানন্দ দত্ত কোং লিঃ, 'বিশ্বেশ্বর' 'চাঁদ'
পাল রামচন্দ্র
১৪ গোপাল দত্ত লেন, বিষয়ভোগী
পাল বিমলচন্দ্র
স্বজাতি-সেবাকার্য্যে অক্লান্তকর্ম্মী,
তাম্বলি সমাজপত্রের সম্পাদক স্বর্গীয়
রাজকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের পুত্র
২৪ গোলক দত্ত লেন
ডাক্তার হোমিওপ্যাথ।
পাল কালীদাস
৪ গোলক দত্ত লেন, ব্যবসায়
পাল সত্যচরণ
১৪ গোলক দত্ত লেন, বিষয়ভোগী
পাল কানাইলাল
১ সি ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, চাকরি প্রেস
পাল পঞ্চানন
হর ঢোল লেন, চাকরি
পিরি অনাথ বন্ধু
হরঢোল লেন। সান্ধিপুল, হুগলী
মোজার ফাক্টরী
মল্লিক পঞ্চুলাল
২৭ বনমালী সরকার ষ্ট্রিট, ব্যবসায়
হার্ডওয়ার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
রক্ষিত দীন দয়াল
১০ হর ঢোল লেন, বৃত্তিভোগী।
রক্ষিত অবিনাশচন্দ্র
জোড়াবাগান, জেলা বাঁকুড়া
ডাঃ হোমিওপ্যাথ

রক্ষিত রাজেন্দ্রনাথ
হর ঢোল লেন সন্ধিপুর, হুগলী
ব্যবসায়
রক্ষিত জগজ্জ্যোতি
হর ঢোল লেন। চাকরি
রক্ষিত পঞ্চানন
হর ঢোল লেন। চাকরি
রক্ষিত শিবদাস
হর ঢোল লেন। ব্যবসায়
কারবাইড, ষ্ট্রাণ্ড রোড, ব্রীজের নিকট
রক্ষিত কৃষ্ণদাস
ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, দালাল ঘৃত
সরকার নরেন্দ্রনাথ
১৯।১ হর ঢোল লেন। সাদবাটী,
হাবড়া, আর্টিষ্ট
সিংহ সুশীলচন্দ্র
৬ শঙ্কর হালদার লেন।
ঘৃত—"আনন্দ ঘৃত"
সিংহ নলিনাক্ষ
২৫ গোলক দত্ত লেন, বৈচী,
হুগলী, ডাঃ—হোমিওপ্যাথ
সিংহ রাজকৃষ্ণ
২৫ গোলক দত্ত লেন। বৈচী
অবসর প্রাপ্ত
সিংহ কুমদচন্দ্র
২০এ শঙ্কর হালদার লেন, চাকরি
সেন ভীমচন্দ্র
১১০ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট
শিক্ষক ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি
সেন হারাধন
৪৫ শঙ্কর হালদার লেন, কণ্ট্রাক্টর

হাতীবাগান ও দর্জ্জিপাড়া অঞ্চল

কুণ্ডু শ্যামাচরণ
২০ গুলু ওস্তাগর লেন, বিষয়ভোগী।
কুণ্ডু সরলকুমার
৩ রায় বাগান ষ্ট্রিট, চাকরি
কুণ্ডু পান্নালাল
৬২।৫।১ বি বিডন ষ্ট্রীট, প্রেস।
গুঁই আশুতোষ
৪নং ঈশ্বর ঠাকুর লেন, চাকরি।
দত্ত দেবেন্দ্রনাথ, ১৭ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
ব্যবসায়, অংশীদার মহানন্দ দত্ত কোং লিঃ
দত্ত উপেন্দ্রনাথ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রিট
রাধানগর হুগলী, খাবারের দোকান
দত্ত কালীপ্রসন্ন
১১৮।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রিট
হবিবপুর, নদীয়া, অবসরপ্রাপ্ত ডাঃ
দে দেবেন্দ্রনাথ, এম্, বি, (ডাক্তার)
২ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, হুগলী।
রক্ষিত এককড়ি
১২এ রাধানাথ বসু লেন।
সান্ধিপুর, হুগলী, চাকরি।
রক্ষিত ৮আগুনাথ রক্ষিতের বাড়ী।
কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট।
সার হরিচরণ
২৯।৪ ছিদাম মুদী লেন, মুদিখানা।
সার পতিতপাবন
২৯।৫ ছিদাম মুদি লেন, চাকরি

দে ভোলানাথ
পি ১৯বি দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট
আঁটপুর, হুগলী, ব্যবসায়।
দে নরেন্দ্রনাথ
৬২।৫ বি বিডন ষ্ট্রীট, বিষয়ভোগী
পাল রবীন্দ্রনাথ
কালী দত্ত ষ্ট্রীট বিষয়ভোগী
পাল সুদাম চন্দ্র
কালী প্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট, ব্যবসায়।
পাল গণেশ চন্দ্র
৬।২ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী লেন, অবসরপ্রাপ্ত
পাল পঞ্চানন
৬।২ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী লেন,
দালাল—চিনি।
মল্লিক নিবারণচন্দ্র
২৫ নীলমণি মল্লিক ষ্ট্রিট
চাকরি—হিলজার্স কোং।
সরকার ধনঞ্জয়
৮ কাশী মিত্র লেন, যাদববাটী
হাবড়া, ব্যবসায়
সিংহ শশিভূষণ এম্.এ বি,এল্
বার-এট্-ল।
৩৫।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রিট
সিংহ নীলমনি
পি ১৯ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।
বৈঁচী, হুগলী, অবসরপ্রাপ্ত।
সিংহ—
রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
সর্ষপ তৈলের কল

মধ্য কলিকাতা

বড়বাজার অঞ্চল

রসাপটী

দ্বারিকা নাথ দে। পারহাটী ; বর্দ্ধমান।
২১০ হ্যারিসন রোড। কাতাদড়ী।

গোষ্ঠবিহারী কর। নিঃশঙ্ক ; বর্দ্ধমান।
২১০ হ্যারিসন রোড। কাতাদড়ী।

হরিদাস দে। এয়োড় ; বর্দ্ধমান।
৬২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কাতাদড়ী।

অভয়চরণ নন্দী। ব্রাহ্মণপাড়া ; বর্দ্ধমান।
৬৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; তার।

হরিপদ দত্ত। ৯।২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
রং, সিমেণ্ট, কাতা ইত্যাদি।
বাটী—৭নং সিমলা লেন।

কমলা কান্ত দে। নিঃশঙ্ক, বর্দ্ধমান
৬৯.৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; চট।

পরেশচন্দ্র কর।
৭০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বিড়ি।

পুলিনবিহারী দাস। রাধাকান্তপুর ;
বর্দ্ধমান। ৭০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।

পি, জি সিংহ। দেবীপুর ; বর্দ্ধমান।
৭১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।

শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। হবিবপুর ; নদীয়া।
৭২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।
বাটী— ৩৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

নন্দলাল রক্ষিত। ব্রাহ্মণপাড়া ;
বর্দ্ধমান। ৭২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; কাতাদড়ী।

৺জয়হরি দত্ত। হবিবপুর, নদীয়া।
৭৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।

শ্রীবাস দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স। হবিবপুর ;
নদীয়া। ৩২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।
বাটী—শ্রীবাস দত্ত লেন ; হাবড়া।

জয়গোপাল দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স।
হবিবপুর ; নদীয়া।
৩৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।

সেন কোং। রামচন্দ্রপুর ; হাবড়া।
৩৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; রং।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
রাধাকান্তপুর ; বর্দ্ধমান।
১১৩ মনোহর দাস চক্ ; কাতাদড়ী।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু। কাঁইগ্রাম ; বর্দ্ধমান।
১১৩ মনোহর দাস চক্ ; কাতাদড়ী।

কালীকিঙ্কর সেন। নিঃশঙ্ক ; বর্দ্ধমান।
১১৩ মনোহর দাস চক ; কাতাদড়ী

১১৩ মনোহর দাস চক্

আশ নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ।
কর দুর্গাদাস।
ইম্পোর্টার ও পাইকারি বিক্রেতা।
কুণ্ডু উপেন্দ্র নাথ। ইম্পোর্টার।
কুণ্ডু জীবনকৃষ্ণ।
কুণ্ডু নন্দকুমার।
কুণ্ডু শ্রীপতিচরণ। ইম্পোর্টার।
দ্বিতীয় দোকান—৫০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
কুণ্ডু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ।
গুঁই আনন্দসুন্দর।
গুঁই মুনীন্দ্রনাথ।
দাস মতিলাল।
ইম্পোর্টার।
দে দেবেন্দ্রনাথ।
ইম্পোর্টার।
দে গোষ্ঠবিহারী।
ইম্পোর্টার।
দে নবকৃষ্ণ।
ইম্পোর্টার ও পাইকারি বিক্রেতা।
দে শচীপ্রসাদ।
অর্ডার সাপ্লায়ার।
দে তারকনাথ ও গৌরহরি রক্ষিত।
ইম্পোর্টার।
দে শ্যামাচরণ।
বর্দ্ধন নবকৃষ্ণ। ইম্পোর্টার।

বর্দ্ধন শৈলেন্দ্রনাথ।
মল্লিক বিহারীলাল। ইম্পোর্টার।
মল্লিক রাসবিহারী।
ইম্পোর্টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার।
মল্লিক লালবিহারী।
ইম্পোর্টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার।
মল্লিক বটকৃষ্ণ।
ইম্পোর্টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার।
মল্লিক নন্দলাল। (১)
ইম্পোর্টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার।
মল্লিক উপেন্দ্রনাথ।
মল্লিক অমৃতলাল।
মল্লিক নন্দলাল। ২)
মল্লিক রামচন্দ্র।
ইম্পোর্টার।
মল্লিক নন্দকুমার।
রক্ষিত বেণীমাধব।
রক্ষিত রামচন্দ্র।
লাহা জানকীনাথ।
ইম্পোর্টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার।
লাহা অনুকূলচন্দ্র।
অংশীদার দাস লাহা এণ্ড কোং,
ইম্পোর্টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার।
লাহা দেবেন্দ্রনাথ।
সেন রাখালচন্দ্র।

হ্যারিসন রোড

আশ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ।
২০২।৫ হ্যারিসন রোড, ইম্পোর্টার।

সেন কানাইলাল। হার্ড আয়ার
হ্যারিসন রোড।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট

আর, সি, নন্দী। অর্ডার সাপ্লায়ার।
৬১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

পঞ্চুলাল মল্লিক।
ক্লাইভ ষ্ট্রীট। হার্ড অয়ার।

৺রামপদ সেন।
৬২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বাসন ব্যবসায়।

৺লক্ষ্মীকান্ত দে, তুলসীচরণ দে।
৬১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
বস্ত্র ব্যবসায়; পাইকারি।

লাহা, গাঙ্গুলী কোম্পানি।
ঢালাই গেট; রাজা উডমণ্ড ষ্ট্রীট।

ভূধরচন্দ্র সিংহ।
জি, টি, আর কোং লিঃ।
১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
ম্যানুফ্যাকচারার—বিববক্ ও 'ভাণ্ড-টাঙ্গি' মার্কা বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল বিক্রেতা।

চিনিপটী

অশোকচন্দ্র রক্ষিত লিঃ।
২৬ কটন ষ্ট্রীট। ঘৃত ব্যবসায়। 'শ্রী

কালিদাস রক্ষিত।
ঘৃত ও চিনি। 'শিবদুর্গা'

হরিদাস দত্ত।
১৫৩ কটন ষ্ট্রীট।
ঘৃত ও চিনি 'দেবলাদেবী'

হরিসাধন দত্ত।
বটতলা লেন।
ঘৃত ও চিনি—'দেবভোগ্য'।

রাইচরণ চেল, দাশরথি রক্ষিত।
১৫২ কটন ষ্ট্রীট।
ঘৃত ও চিনি—'অভয়া'।
দেশ—যৌগ্রামের নিকট, বর্দ্ধমান।

পঞ্চানন আশ।
২বি রামকুমার রক্ষিত লেন।
ঘৃত ও চিনি—'বিশ্বনাথ'।

কানাই জীবন কুণ্ডু।
৪ রামকুমার রক্ষিত লেন,
জয়শ্রী, দেবী।

সোনাপটী

সিদ্ধেশ্বর সিং। অংশীদার,
মধুসূদন দত্ত, সিদ্ধেশ্বর সিংহ।
নলিনী শেঠ রোড; হুগলী।

রাধাবাজার

গোপালচন্দ্র দে। রাধাবাজার;
ষ্টেশনার্স ও অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

জোড়াসাঁকো অঞ্চল

আশ রাজকৃষ্ণ।
১ মধুরায় বাই লেন। অবসরপ্রাপ্ত
আশ সুরেন্দ্র কৃষ্ণ।
বলরাম দে ষ্ট্রীট। ব্যবসায়।
কর অতুল কৃষ্ণ
আশুতোষ দে লেন। বিষয়ভোগী।
কর গোবিন্দ চন্দ্র।
৫৪ সিমলা ষ্ট্রীট। বিষয় ভোগী।
কর কমল কৃষ্ণ।
রায় লেন। বিষয় ভোগী।
কর নেপাল চন্দ্র।
চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট। চাকরি।
কর দুর্গা দাস।
১৮১ বলরাম দে ষ্ট্রীট। ব্যবসায়।
কর———— ——
রায় লেন। বিষয়ভোগী।
কুণ্ডু উপেন্দ্র নাথ।
রামবাগান ব্রাঞ্চ লেন। ব্যবসায়।
কুণ্ডু জীবন কৃষ্ণ।
বলরাম দে ষ্ট্রীট। ব্যবসায়।
কুণ্ডু দ্বারিকা নাথ। বিষয়ভোগী।
৪ ব্রাহ্মণ পাড়া লেন। চণ্ডীপুর। হাবড়া
কুণ্ডু প্রাণ কৃষ্ণ।
১৫ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। টেলার্স
কুণ্ডু রজনী কান্ত
১২২ বলরাম দে ষ্ট্রীট। চাকরি।
কুণ্ডু শ্রীপতি চরণ।
১৮৩ এ বলরাম দে ষ্ট্রীট। ব্যবসায়।
কুণ্ডু সুরেন্দ্র কৃষ্ণ।
রামবাগান লেন। ব্যবসায়।
কুণ্ডু হীরালাল।
বলরাম দে ষ্ট্রীট প্রেস।
গুঁই মুনীন্দ্র নাথ।
৮।৪ এ কাশী ঘোষ লেন, ব্যবসায়।
গুঁই রাজেন্দ্র নাথ।
৩২ বি জেলেটোলা ষ্ট্রীট। বিষয়ভোগী।
চেল যুগল কৃষ্ণ। চকরি।
১২২ বলরাম দে ষ্ট্রীট। সন্ধিপুর। হুগলী।
দত্ত মন্মথ নাথ। দালাল চিনি।
৬৮ চাষা ধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
দত্ত সতীশ চন্দ্র। সম্পাদক
তাম্বুলি ছাত্র সভা।
১২২ বলরাম দে ষ্ট্রীট।
দাস মতি লাল।
রাম বাগান ব্রঞ্চ লেন। ব্যবসায়
দে গোষ্ঠ বিহারী। ব্যবসায়।
৩৬ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন।
দে গোকুল চন্দ্র প্রেস
ব্রাহ্মণ পাড়া লেন।

দে দেবেন্দ্র নাথ
২৯৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ব্যবসায়।

দে নব কৃষ্ণ। ব্যবসায়।
রামতনু বসু লেন।

দে তারক নাথ। ব্যবসায়।
১১।৩ বি বারানসী ঘোষ ষ্ট্রিট।

দে শচীপ্রসাদ।
রায় লেন। ব্যবসায়।

দে শ্যামা চরণ। ব্যবসায়:
১১।১ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রিট।

৺চিন্তামনি দের দৌহিত্র। বিষয়ভোগী।
বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

নন্দী পঞ্চানন।
৪ ব্রাহ্মণপাড়া লেন; চাকরি।
বারুইপুর; হাওড়া।

বদ্ধন নবকৃষ্ণ।
৮।৪এ কাশী ঘোষ লেন; ব্যবসায়।

মল্লিক কুঞ্জবিহারী। ৪ বারাণসী ঘোষ সেকেণ্ড লেন। অবসরপ্রাপ্ত ৺রামসুন্দর মল্লিকের বংশধর। ইনি সম্প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং সজাতীয়গণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মল্লিক রাসবিহারী। পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট ব্যবসায়।

মল্লিক বটকৃষ্ণ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট; ব্যবসায়।

মল্লিক লালবিহারী, ৯৭এ ডব্লু, সি, বানার্জ্জি রোড; ব্যবসায়।

মল্লিক বিহারীলাল, ৩ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট; অতিথি-পরায়ণতা ও সজাতিসেবার জন্য তাম্বুতিল সমাজে সুপরিচিত।

মল্লিক উপেন্দ্রলাল। বারাণসী ঘোষ সেকেণ্ড লেন; ব্যবসায়।

মল্লিক নন্দলাল (১)। ১৬৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট; ব্যবসায়।

মল্লিক নন্দলাল (২)।
২৯ জেলেটোলা ষ্ট্রীট; ব্যবসায়।

মল্লিক নন্দকুমার। ১৫ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। ব্যবসায়।

মল্লিক পুলিনবিহারী।
জেলেটোলা ষ্ট্রীট; চাকরি।

মল্লিক রামচন্দ্র:
ব্রাহ্মণপাড়া লেন। ব্যবসায়।

মল্লিক যুগলকৃষ্ণ। ১ বারাণসী ঘোষ লেন। বিষয়ভোগী।

মল্লিক বিনয়কৃষ্ণ। ১ বারাণসী ঘোষ লেন। বিষয়ভোগী।

মল্লিক অমৃতলাল। ১৭।১ বিন্দু পালিত লেন; ব্যবসায়।

রক্ষিত কালীচরণ
সন্তরণ বীর। বিষয়ভোগী।
২৯ ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জি রোড।

রক্ষিত বেণীমাধব।
বলরাম দে ষ্ট্রীট ; ব্যবসায়।

রক্ষিত গৌরহরি। ১১।৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ; ব্যবসায়।

লাহা অনুকূলচন্দ্র। ৬।১ বিন্দুপালিত লেন ; ব্যবসায়।

লাহা জানকীনাথ। ৫৬।১ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট ; ব্যবসায়।

লাহা দেবেন্দ্রনাথ। ২ তারক প্রামাণিক ষ্ট্রীট ; ব্যবসায়।

লাহা রাধাকৃষ্ণ। ১৫ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। চাকরি—জেমস্ ফিনলে কোং।

সেন কৃষ্ণধন ; রায় লেন। চাকরি।

সেন পুলিনবিহারী, জেলেটোলা ষ্ট্রীট। চাকরি।

সেন ভূতনাথ ; বেনেটোলা ষ্ট্রীট। চাকরি।

সেন বিজয়কৃষ্ণ। ৪ ব্রাহ্মণপাড়া লেন। চাকরি ; সন্ধিপুর ; হুগলী।

সেন হরিপদ, জেলেটোলা ষ্ট্রীট। বাড়ীর দালাল।

৵ মাণিক সেনের বাটী ; শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন।

নূতন বাজার অঞ্চল

কুণ্ডু গোবিন্দ চন্দ্র।
মসলারদোকান। কাশীয়াড়া, বর্দ্ধমান।

দাস নারায়নচন্দ্র।
গোলদারি। মহিষরেখা, হাবড়া।

দাস মন্মথ নাথ।
গোলদারি। মহিষরেখা ; হাবড়া।

নাগ কালীদাস।
দর্পনারায়ন ঠাকুর ষ্ট্রীট। বিষয়ভোগী।

রক্ষিত সাগর চন্দ্র। গোলদারি।
পাঁচড়া, বর্দ্ধমান।

সিংহ সাগর চন্দ্র। মদিখানা।
নবগ্রাম ; বর্দ্ধমান।

৵ মহানন্দ পাল, সুরেন্দ্র নাথ পাল।

নন্দ মল্লিক লেন।

সিমলা কাঁশারিপাড়া অঞ্চল

দত্ত দুর্গাচরণ।
দত্ত কটেজ ; ৭ সিমলা লেন। প্রসিদ্ধ রং ব্যবসায়ী ৺হরিপদ দত্ত মহাশয়ের পুত্র।

দত্ত নিতুলচন্দ্র।
রাজেন্দ্র সেন লেন ; চাকরি।

দত্ত কে দত্ত। ফটোগ্রাফার ; ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

দাস পঞ্চানন। চাকরি।
৫৮।২ তারক প্রামাণিক রোড;
ভোড়ে লিঃ। বর্দ্ধমান।
নন্দী নরেন্দ্রনাথ। বি এস্ সি, এম্-বি;
১৬ সিমলা লেন। বরুইপুর, হাওড়া।
পাল শৈলেন্দ্রনাথ।
শিবনারায়ণ দাস লেন। অংশীদার।
সহায়নারায়ণ পাল এণ্ড কোং
৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট। আশুতোষ বিল্ডিং।
পাল মৃত্যুঞ্জয়।
মধু রায় লেন; বিষয়ভোগী।
রক্ষিত কালীচরণ।
২৯ ডব্লু সি ব্যানার্জ্জি রোড।
বিষয়ভোগী।

কুণ্ডু ভূপেন্দ্রনাথ। মুদিখানা, ৫৫ তারক
প্রামাণিক রোড, মির্জ্জানগর; হুগলী।
দে সুরেন্দ্রনাথ, চাকরি; তারক
প্রামাণিক রোড, কেওতাড়া, বর্দ্ধমান।
সংস্কৃত পুস্তকালয়। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
লাহা নকুলেশ্বর।
৯ রেভারেণ্ড কালী ব্যানার্জ্জি রোড।
বিষয়ভোগী।
লাহা ব...ইচরণ। রা জন্দ্র সেন লেন।
চাকরি।
সেন কালীচরণ, ব্যবসায়।
ভৈরব বিশ্বাস লেন।
৺সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর ঠাকুর বাড়ী, ৫নং
তারক প্রামাণিক রোড।

চোরবাগান, জোড়াসাঁকো অঞ্চল

কর পুলিনবিহারী। এম্-এ; বি-এল্।
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ; ৫৮।এ
বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। বর্দ্ধমান।
গুঁই নলিনীকান্ত। বিষয়ভোগী
১০০, কেশব সেন ষ্ট্রীট; যাদববাটী।
গুঁই কেদারনাথ; প্রতাপ ঘোষ লেন।
দে প্রসাদচন্দ্র; "সন্তোষ মিষ্টান্ন
ভাণ্ডার"; কলেজ রো। বাটী ২৯।১,
সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট; পাঁতুল।
দে সরোজকুমার, স্কুল লাইব্রেরী।
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট; ঢাকা।
বিশ্বাস রেণুপদ; মুদিখানা। প্রতাপ
ঘোষ লেন; সোঁদা, বর্দ্ধমান।

রক্ষিত প্রসাদচন্দ্র; বিষয়ভোগী
কেশব সেন ষ্ট্রীট; হুগলী।
লাহা শচীন্দ্রনাথ। ১২০ আমহার্ষ্ট
ষ্ট্রিট। কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।
লাহা সরসীরঞ্জন। ৭।১ হ্যারিসন রোড।
পাতুল।
সেন নীলমণি; বিষয়ভোগী। ১৬।১
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন।
সেন মনিন্দ্রনাথ, মুদিখানা; প্রতাপ
ঘোষ লেন। সোঁদা, বর্দ্ধমান।
সেন দীননাথ। অংশীদার; সেন রক্ষিত
কোং; হার্ডঅয়ার; কলেজ ষ্ট্রীট
মার্কেট। রামচন্দ্রপুর।

৺সিদ্ধেশ্বর সেনের বাটী। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। বর্দ্ধমান।

৺সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাটী। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন ; বর্দ্ধমান।

বসন্ত খিংহ মোজা ও গেঞ্জীর ফ্যাক্টরী মেছুয়াবাজার

সিংহ জিতেন্দ্রনাথ, চাকরি। হার্ডঅয়ার দোকান। কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট। রামচন্দ্রপুর, হাবড়া।

সিংহ নৃসিংহ দাস ; এল, এম্ এস্। ১৫৬ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট ; কেশিয়াডাঙ্গা।

মাণিকতলা গড়পার অঞ্চল

কর রামপদ, বিষয়ভোগী। ৩৬২ বি গড়পার রোড। মৌলো, বর্দ্ধমান।

কুণ্ডু বিনয় কুমার, চাকরি ৬.২ কানাই মুখার্জ্জি লেন, মুদিখানা।

দত্ত বৈদ্যনাথ, ৫ ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন। পাঁড়াতল, বর্দ্ধমান।

দত্ত ননী গোপাল, মসলা দোকান। গ্যাস ষ্ট্রীট, পাঁড়াতল বর্দ্ধমান।

দত্ত প্রভাসচন্দ্র, চাকরি। ১২৪।২১১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। পুংসাদুর্গাপুর. ফরিদপুর।

দত্ত-

এজেন্ট, ভারত ইনসিওরেন্স, আতা-বাগান লেন। কাসিয়াডাঙ্গা।

দে বিজয়কৃষ্ণ, চাকরি। ৫০ বলদেওপাড়া লেন। রসপুর, হাবড়া।

নন্দী গিরীশ চন্দ্র। বিষয়ভোগী। ৩৬.১ গড়পার রোড। পূর্ব্ব নিবাস আঁটপুব, হুগলী।

রক্ষিত শৈলচরণ, কনট্রাক্টার। ৬।১ ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন।

সেন উপেন্দ্র নাথ। মুদিখানা রাজার বাজার। কুমিরমোড়া, হুগলী।

সেন কালীচরণ। মুহুরী। জগন্নাথ দত্ত লেন। কুমিরমোড়া, হুগলী

সেন রাজেন্দ্র নাথ। মুদিখানা। মুন্সিবাজার। দেশ কুমিরমোড়া।

পটলডাঙ্গা চাঁপাতলা, শিয়ালদহ অঞ্চল।

আশ বিধুভূষণ, ব্যবসায়। বহুবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্ব নিবাস খানাকুল।

কর পাঁচুগোপাল, ১৬২।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। পেঁড়ো, হাবড়া।

কুণ্ডু পান্নালাল, এম্. বি, (হোমিও) মহিষরেখা, হাবড়া। ১৭।১ ছুতারপাড়া লেন।

কোঁচ পাঁচুগোপাল, চাকরি লিপ্টন। পাতুল, হুগলী। ৬৮।৪ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

দত্ত শ্রীকৃষ্ণ, রং ব্যবসায়, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ৩৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, হবিরপুর।

দত্ত কানাইলাল, বিষয়ভোগী। ৩৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, হবিবপুর।

দাস দুর্গানন্দ, শ্রীদুর্গা চিত্রালয়। ৪৩ হ্যারিসন রোড। ঝিংর', হুগলী।

দে উপেন্দ্র নাথ, চাকরি, থার্ম্মি নেভি ষ্টোর্স্। বাগনান, হাবড়া। পটলডাঙ্গা

দে পাঁচকড়ি, আর্ট পাব্লিসিং কোম্পানি ৩৯ হ্যারিসন রোড। বাগনান, হাবড়া।

নন্দী পঞ্চানন, বি, এস্, সি। জুয়েলার্স ১০৭বি বহুবাজার ষ্ট্রীট! বাগনান, হাবড়া।

নন্দী যুগলকৃষ্ণ, মুদিখানা। ২১, আরপুলি লেন। কুমিরমোড়া, হুগলী।

নাগ যুগলকিশোর, বিষয় ভোগী, ১৬৭।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট। তাঁতশাল, হুগলী।

পাল বংশীধর, এম্ এ। চাকরি, সেক্রেটারিয়েট। অখিল মিস্ত্রী লেন। মেদিনীপুর।

পাল ৺যদুপাল মহাশয়ের পুত্র, ১৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। গোবরডাঙ্গা।

পাল বিশ্বনাথ। ৬৭ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। গোবরডাঙ্গা।

পাল—সহায়নারায়ণ পাল এণ্ড কোং, ৮৭২ কলেজ ষ্ট্রীট। হার্ডঅয়ার।

পাল দুর্গাদাস, ৯।১ আরপুলি লেন।

রক্ষিত উপেন্দ্র নাথ, বিষয়ভোগী। ৪।১ আরপুলি লেন। সন্দ্বিপুর, হুগলী।

রক্ষিত কালীকৃষ্ণ, বি-এ। শিক্ষকতা। ৬।১।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। কাশীপুর, হুগলী।

রক্ষিত বিশ্বনাথ, সাবানের দোকান বৈঠকখানা বাজার। যাদববাটী, হাবড়া।

রক্ষিত ফণীন্দ্র নাথ, শয্যাদ্রব্য ভাণ্ডার। বহুবাজার ষ্ট্রীট। কুলাকাশ হুগলী।

রক্ষিত মণীন্দ্রনাথ, শয্যাদ্রব্য ১৬৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কুলাকাস, হুগলী।

রক্ষিত সুধীর চন্দ্র, জুয়েলার্স, রক্ষিত কোং, ১২৯।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, হাবড়া।

৺ভূতনাথ রক্ষিতের দোকান। ৩৫।১ হ্যারিসন রোড। পাতুল, হুগলী।

লাহা জীবন কৃষ্ণ, খাবারের দোকান। মৃর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। মোড়া, হুগলী।

লাহা মণীন্দ্র নাথ, ১৬২।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। রাজবলহাট, হুগলী।

সেন তুলসী চরণ, ১ রমানাথ কবিরাজ লেন। সন্দ্বিপুর, হুগলী।

সেন সর্ব্বরঞ্জন, ভারত বস্ত্রালয় লেন। পাতুল, হুগলী! ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

৺সিদ্ধেশ্বর সেনের বাটী। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। বর্দ্ধমান।

৺সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাটী। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন ; বর্দ্ধমান।

বসন্ত খিংহ মোজা ও গেঞ্জীর ফ্যাক্টরী মেছুয়াবাজার

সিংহ জিতেন্দ্রনাথ, চাকরি। হার্ডঅয়ার দোকান। কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট। রামচন্দ্রপুর, হাবড়া।

সিংহ নৃসিংহ দাস ; এল, এম্ এস্। ১৫৬ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট ; কেশিয়াডাঙ্গা।

মাণিকতলা গড়পার অঞ্চল

কর রামপদ, বিষয়ভোগী। ৩৬.২ বি গড়পার রোড। মৌলো, বর্দ্ধমান।

কুণ্ডু বিনয় কুমার, চাকরি ৬.২ কানাই মুখার্জ্জি লেন, মুদিখানা।

দত্ত বৈদ্যনাথ, ৫ ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন। পাঁড়াতল, বর্দ্ধমান।

দত্ত ননী গোপাল, মসলা দোকান। গ্যাস ষ্ট্রীট, পাঁড়াতল বর্দ্ধমান।

দত্ত প্রভাসচন্দ্র, চাকরি। ১২৪।২।১১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। পুংসাদুর্গাপুর, ফরিদপুর।

দত্ত———————

এজেন্ট, ভারত ইনসিওরেন্স, আতাবাগান লেন। কাসিয়াডাঙ্গা।

দে বিজয়কৃষ্ণ, চাকরি। ৫০ বলদেওপাড়া লেন। রসপুর, হাবড়া।

নন্দী গিরীশ চন্দ্র। বিষয়ভোগী। ৩৬.১ গড়পার রোড। পূর্ব্ব নিবাস আঁটপুর, হুগলী।

রক্ষিত শৈলচরণ, কনট্রাক্টার। ৬।১ ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন।

সেন উপেন্দ্র নাথ। মুদিখানা রাজার বাজার। কুমিরমোড়া, হুগলী।

সেন কালীচরণ। মুহুরী। জগন্নাথ দত্ত লেন। কুমিরমোড়া, হুগলী।

সেন রাজেন্দ্র নাথ। মুদিখানা। মুন্সিবাজার। দেশ কুমিরমোড়া।

পটলডাঙ্গা চাঁপাতলা, শিয়ালদহ অঞ্চল।

আশ বিধুভূষণ, ব্যবসায়। বহুবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্ব নিবাস খানাকুল।

কর পাঁচুগোপাল, ১৬২।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। পেঁড়ো, হাবড়া।

কুণ্ডু পান্নালাল, এম্. বি, (হোমিও) মহিষরেখা, হাবড়া। ১৭।১ ছুতারপাড়া লেন।

কোঁচ পাঁচুগোপাল, চাকরি লিপ্টন। পাতুল, হুগলী। ৬৮।৪ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

দত্ত শ্রীকৃষ্ণ, রং ব্যবসায়, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
৩৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, হরিবপুর।
দত্ত কানাইলাল, বিষয়ভোগী। ৩৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, হরিবপুর।
দাস দুর্গানন্দ, শ্রীদুর্গা চিত্রালয়। ৪৩ হ্যারিসন রোড। ঝিংরা, হুগলী।
দে উপেন্দ্র নাথ, চাকরি, থার্ম্মি নেভি ষ্টোর্স। বাগনান, হাবড়া। পটলডাঙ্গা
দে পাঁচকড়ি, আর্ট পাব্লিসিং কোম্পানি ৩৯ হ্যারিসন রোড। বাগনান, হাবড়া।
নন্দী পঞ্চানন, বি, এস্, সি। জুয়েলার্স ১০৭বি বহুবাজার ষ্ট্রীট! বাগনান, হাবড়া।
নন্দী যুগলকৃষ্ণ, মুদিখানা। ২১, আরপুলি লেন। কুমিরমোড়া, হুগলী।
নাগ যুগলকিশোর, বিষয় ভোগী, ১৬৭।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট। তাঁতশাল, হুগলী।
পাল বংশীধর, এম্ এ। চাকরি, সেক্রেটারিয়েট। অখিল মিস্ত্রী লেন। মেদিনীপুর।
পাল ৺যদুপাল মহাশয়ের পুত্র, ১৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। গোবরডাঙ্গা।
পাল বিশ্বনাথ। ৬৭ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। গোবরডাঙ্গা।
পাল—সহায়নারায়ণ পাল এণ্ড কোং, ৮৭২ কলেজ ষ্ট্রীট। হার্ডঅয়ার।
পাল দুর্গাদাস, ৯।১ আরপুলি লেন।
রক্ষিত উপেন্দ্র নাথ, বিষয়ভোগী। ৪।১ আরপুলি লেন। সন্ধিপুর, হুগলী।
রক্ষিত কালীকৃষ্ণ, বি-এ। শিক্ষকতা। ৬।১।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। কাশীপুর, হুগলী।
রক্ষিত বিশ্বনাথ, সাবানের দোকান বৈঠকখানা বাজার। যাদববাটী, হাবড়া।
রক্ষিত ফণীন্দ্র নাথ, শয্যাদ্রব্য ভাণ্ডার। বহুবাজার ষ্ট্রীট। কুলাকাশ হুগলী।
রক্ষিত মণীন্দ্রনাথ, শয্যাদ্রব্য ১৬৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কুলাকাস, হুগলী।
রক্ষিত সুধীর চন্দ্র, জুয়েলার্স, রক্ষিত কোং, ১২৯।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, হাবড়া।
৺ভূতনাথ রক্ষিতের দোকান। ৩৫।১ হ্যারিসন রোড। পাতুল, হুগলী।
লাহা জীবন কৃষ্ণ, খাবারের দোকান। মৃর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। মোড়া, হুগলী।
লাহা মণীন্দ্র নাথ, ১৬২।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। রাজবলহাট, হুগলী।
সেন তুলসী চরণ, ১ রমানাথ কবিরাজ লেন। সন্ধিপুর, হুগলী।
সেন সর্ব্বরঞ্জন, ভারত বস্ত্রালয় লেন। পাতুল, হুগলী! ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

মনোরঞ্জন রক্ষিত মুদিখানা, ১৪৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
কুমির মোড়া, হুগলী।

বিন্ধ্যবাসিনী দাসী, সুরী লেন।
যাদববাটী, হাবড়া

পাল বিমলচন্দ্র ১৫০, আমর্হষ্ট ষ্ট্রিট রং ও হার্ডওয়ার দোকান।

পাল রামদাস, অবসর প্রাপ্ত অখিলমিস্ত্রি লেন।

সেন বটকৃষ্ণ, নবীন কুণ্ডুলেন বিষয়-ভোগী খাঁটুরা

বহুবাজার অঞ্চল।

কর অনাথবন্ধু। চাকরি, পুস্তকের দোকান। ক্যানিং ষ্ট্রীট। দেবান্দী, হাবড়া।

কর মণীন্দ্র নাথ। মুহুরি। অভয় হালদার লেন, আঁটপুর।

কর যুগলকৃষ্ণ। ২৯ শ্রীমন্ত দে লেন। দেবান্দী, হাবড়া।

দত্ত চুনীলাল। (রায় বাহাদুর) অবসর প্রাপ্ত। ৬৭ মলাঙ্গা লেন পূর্ব্ব নিবাস সন্দিপুর।

দত্ত ননীলাল। অবসর প্রাপ্ত। ৬৪সি মলাঙ্গা লেন।

দত্ত পশুপতি। চাকরি। ৬৪বি মলাসা লেন।

দত্ত সাধন চন্দ্র অবসর প্রাপ্ত ২৯ শ্রীমন্ত দে লেন। সন্দিপুর, হুগলী।

দে কানাই লাল। মুদিখানা। ৫৭ মলাসা লেন। যাদববাটী, হাবড়া।

দে গৌর মোহন। ৯০ বহুবাজার ষ্ট্রীট। দেবান্দী।

নন্দী অনিল বিহারী। অবসর প্রাপ্ত। ৪৯ মদন বড়াল লেন। বিংরা. হুগলী।

নন্দী বিনোদবিহারী। অবসর প্রাপ্ত। ১৩।১ ফকির দে লেন। বরুইপুর, হাবড়া।

পাল হরিদাস। হার্ডঅয়ার দোকান। ৩২।২বি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। খাঁটুরা।

রক্ষিত অবিনাশ চন্দ্র। বিষয়ভোগী। প্রাতঃস্মরণীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিত মহাশয়ের বংশধর। ৬৭বি মলাঙ্গা লেন। সন্দিপুর, হুগলী।

রক্ষিত অক্ষয়কুমার। ৫৭ মলাঙ্গা লেন। সন্দিপুর, হুগলী।

রক্ষিত হরিপ্রসন্ন। ব্যবসায়। ৬৭বি মলাঙ্গা লেন। সন্দিপুর।

সেন ক্ষীরোদ চন্দ্র। মুদিখানা। ২৪ সেণ্ট জেমস্ লেন। সন্দিপুর।

সেন সতীশ চন্দ্র। চাকরি, জি, পি ও। ৫৮ মলাঙ্গা লেন। পারম্ভুরবিট্টু। হুগলী।

তালতলা অঞ্চল :

আশ সন্তোষ কুমার মিষ্টান্নের দোকান। আনন্দ পালিত রোড় ইটালী যাদববাটী

কর ক্ষুদিরাম। চাকরি। ৬৪ নিয়োগী পুকুর লেন। দেবান্দী, হাবড়া।

গুঁই গঙ্গাচরণ। ব্যবসায়। দেব লেন। দোকান ১নং ফুলবাগান রোড। যাদববাটী হাবড়া।

গুঁই মনোরঞ্জন। ১নং ফুলবাগান রোড। ব্যবসায়। বাটী ৮নং বেচুলাল রোড়। যাদববাটী, হাবড়া।

চেল দাশরথী। চাকরী। ২২ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। কুমিরমোড়া, হুগলী।

চেল বিহারী লাল। মুদিখানা। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। জানবাজার। কুমিরমোড়া, হুগলী।

চেল নন্দলাল। চাউল ব্যবসায। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। কুমিরমোড়া।

চেল সতীশ চন্দ্র। আলুর আড়ৎ। গঙ্গারাম গলি। কুমিরমোড়া, হুগলী।

দত্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ। চাকরি। ২২ নিয়োগীপুকুর লেন, খাঁটুরা।

দত্ত অনুপকৃষ্ণ। ব্যবসায়। ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। খাঁটুরা।

দাস পশুপতি চরণ। চাউলের আড়ৎ। ৩৭এ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড়। ভবাণীপুর, হাবড়া।

দাস সতীশ চন্দ্র। দালাল চাউল। ১০১।৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। ভবানীপুর হাবড়া।

দাস চারুচন্দ্র। ব্যবসায়। ৯৮।৩ তালতলা লেন।

দে পূর্ণচন্দ্র। ব্যবসায়। ৯৬ তালতলা লেন।

দে যতীন্দ্র নাথ। ৯৬ তালতলা লেন।

দে সাতকড়ি। বিষয়ভোগী ৭ ডাক্তার বাই লেন। কুমিরমোড়া।

দে মতিলাল। মিষ্টান্নের দোকান। চাঁদনীচক্ ষ্ট্রীট। আউসনাড়া, বাঁকুড়া।

দে গঙ্গাচরণ। মুদিখানা। দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড। যাদববাটী।

দে সন্তোস কুমার। মুদিখানা। ইটালি মার্কেট। কুমির মোড়া হুগলী।

দে কৃষ্ণচন্দ্র। মুদিখানা। পার্ক সার্কাস।

নন্দী চারুচন্দ্র। বি, এল্। জুয়েলার ৪৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। বাগনান হাবড়া।

নন্দী কানাই লাল। ব্যবসায়। ৪৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। যাদববাটী।

নন্দী সুরেন্দ্রনাথ। দালাল, চাউল। ৪৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। যাদববাটী।

নন্দী মনোহর। দালাল, চাউল। ২ নিয়োগী পুকুর বাইলেন। যাদববাটী।

নন্দী ভূতনাথ। অবসর প্রাপ্ত। ১০১।৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। জাঙ্গিপাড়া হুগলী।

নন্দী মতিলাল। অবসর প্রাপ্ত। ৯৮ ডি তালতলা লেন। ঝিংরা, হাওড়া।

নন্দী হরিদাস। চাকরি। ই, আই, আর। ৬ ডাক্তার লেন, ঝিংরা হাওড়া।

নন্দী রাজেন্দ্রনাথ। ব্যবসায়। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। ঝিংরা, হাওড়া।

নাগ বিনোদ বিহারী। ৬৭।এ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। তাঁতশাল, হুগলী।

মনোরঞ্জন রক্ষিত মুদিখানা, ১৪৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। কুমির মোড়া, হুগলী।

বিন্ধ্যবাসিনী দাসী, সুরী লেন। যাদববাটী, হাবড়া

পাল বিমলচন্দ্র ১৫০, আমর্হষ্ট ষ্ট্রিট রং ও হার্ডওয়ার দোকান।

পাল রামদাস, অবসর প্রাপ্ত অখিলমিস্ত্রি লেন।

সেন বটকৃষ্ণ, নবীন কুণ্ডুলেন বিষয়ভোগী খাঁটুরা।

বহুবাজার অঞ্চল।

কর অনাথবন্ধু। চাকরি, পুস্তকের দোকান। ক্যানিং ষ্ট্রীট। দেবান্দী, হাবড়া।

কর মণীন্দ্র নাথ। মুহুরি। অভয় হালদার লেন, আঁটপুর।

কর যুগলকৃষ্ণ। ২৯ শ্রীমন্ত দে লেন। দেবান্দী, হাবড়া।

দত্ত চুনীলাল। (রায় বাহাদুর) অবসর প্রাপ্ত। ৬৭ মলাঙ্গা লেন। পূর্ব্ব নিবাস সন্ধিপুর।

দত্ত ননীলাল। অবসর প্রাপ্ত। ৬৪সি মলাঙ্গা লেন।

দত্ত পশুপতি। চাকরি। ৬৪বি মলাঙ্গা লেন।

দত্ত সাধন চন্দ্র। অবসর প্রাপ্ত ২৯ শ্রীমন্ত দে লেন। সন্ধিপুর, হুগলী।

দে কানাই লাল। মুদিখানা। ৫৭ মলাঙ্গা লেন। যাদববাটী, হাবড়া।

দে গৌর মোহন। ৯০ বহুবাজার ষ্ট্রীট। দেবান্দী।

নন্দী অনিল বিহারী। অবসর প্রাপ্ত। ৪ মদন বড়াল লেন। বিংরা হুগলী।

নন্দী বিনোদবিহারী। অবসর প্রাপ্ত। ১৩।১ ফকির দে লেন। বরুইপুর, হাবড়া।

পাল হরিদাস। হার্ডঅয়ার দোকান। ৩২।২বি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। খাঁটুরা।

রক্ষিত অবিনাশ চন্দ্র। বিষয়ভোগী। প্রাতঃস্মরণীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিত মহাশয়ের বংশধর। ৬৭বি মলাঙ্গা লেন। সন্ধিপুর, হুগলী।

রক্ষিত অক্ষয়কুমার। ৫৭ মলাঙ্গা লেন। সন্ধিপুর, হুগলী।

রক্ষিত হরিপ্রসন্ন। ব্যবসায়। ৬৭বি মলাঙ্গা লেন। সন্ধিপুর।

সেন ক্ষীরোদ চন্দ্র। মুদিখানা। ২৪ সেণ্ট জেমস্ লেন। সন্ধিপুর।

সেন সতীশ চন্দ্র। চাকরি, জি, পি ও। ৫৮ মলাঙ্গা লেন। পারম্বুরবিট্ট। হুগলী।

তালতলা অঞ্চল।

আশ সন্তোষ কুমার মিষ্টান্নের দোকান। আনন্দ পালিত রোড় ইটালী যাদববাটী

কর ক্ষুদিরাম। চাকরি। ৬৪ নিয়োগী পুকুর লেন। দেবান্দী, হাবড়া।

গুঁই গঙ্গাচরণ। ব্যবসায়। দেব লেন। দোকান ১নং ফুলবাগান রোড। যাদববাটী হাবড়া।

গুঁই মনোরঞ্জন। ১নং ফুলবাগান রোড। ব্যবসায়। বাটী ৮নং বেচুলাল রোড়। যাদববাটী, হাবড়া।

চেল দাশরথী। চাকরী। ২২ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। কুমিরমোড়া, হুগলী।

চেল বিহারী লাল। মুদিখানা। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। জানবাজার। কুমিরমোড়া, হুগলী।

চেল নন্দলাল। চাউল ব্যবসায়। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। কুমিরমোড়া।

চেল সতীশ চন্দ্র। আলুর আড়ৎ। গঙ্গারাম গলি। কুমিরমোড়া, হুগলী।

দত্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ। চাকরি। ২২ নিয়োগীপুকুর লেন, খাঁটুরা।

দত্ত অনুপকৃষ্ণ। ব্যবসায়। ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। খাঁটুরা।

দাস পশুপতি চরণ। চাউলের আড়ৎ। ৩৭এ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড়। ভবানীপুর, হাবড়া।

দাস সতীশ চন্দ্র। দালাল চাউল। ১০১।৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। ভবানীপুর হাবড়া।

দাস চারুচন্দ্র। ব্যবসায়। ৯৮।৩ তালতলা লেন।

দে পূর্ণচন্দ্র। ব্যবসায়। ৯৬ তালতলা লেন।

দে যতীন্দ্র নাথ। ৯৬ তালতলা লেন।

দে সাতকড়ি। বিষয়ভোগী ৭ ডাক্তার বাই লেন। কুমিরমোড়া।

দে মতিলাল। মিষ্টান্নের দোকান। চাঁদনীচক্ ষ্ট্রীট। আউসনাড়া, বাঁকুড়া।

দে গঙ্গাচরণ। মুদিখানা। দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড। যাদববাটী।

দে সন্তোষ কুমার। মুদিখানা। ইটালি মার্কেট। কুমির মোড়া হুগলী।

দে কৃষ্ণচন্দ্র। মুদিখানা। পার্ক সার্কাস।

নন্দী চারুচন্দ্র। বি, এল্। জুয়েলার ৪৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। বাগনান হাবড়া।

নন্দী কানাই লাল। ব্যবসায়। ৬৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। যাদববাটী।

নন্দী সুরেন্দ্রনাথ। দালাল, চাউল। ৪৭ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। যাদববাটী।

নন্দী মনোহর। দালাল, চাউল। ২ নিয়োগী পুকুর বাইলেন। যাদববাটী।

নন্দী ভূতনাথ। অবসর প্রাপ্ত। ১০১৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। জাঙ্গিপাড়া হুগলী।

নন্দী মতিলাল। অবসর প্রাপ্ত। ৯৮ ডি তালতলা লেন। ঝিংরা, হাওড়া।

নন্দী হরিদাস। চাকরি। ই, আই, আর। ৬ ডাক্তার লেন, ঝিংরা হাওড়া।

নন্দী রাজেন্দ্রনাথ। ব্যবসায়। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। ঝিংরা, হাওড়া।

নাগ বিনোদ বিহারী। ৬৭।এ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। তাঁতশাল, হুগলী।

নাগ ধর্ম্মদাস। বি, এল্, (ছোট আদালত) ৭ডাক্তার বাই লেন। তাঁতশাল।

নাগ সতীশচন্দ্র। চাকরি। ডাক্তার বাই লেন, তাঁতশাল।

পাল নিমাই চাঁদ। হার্ডঅয়ার ইটালি বাজার। খঁটুয়া।

রক্ষিত মনোহর। চাকরি। ৩০।৭ বি-ডাক্তার লেন। যাদববাটী। বি ডাক্তার লেন। বাদববাটী।

রক্ষিত তিনকড়ি। চাকরি। ৪৯ নিয়োগী পুকুর লেন। যাদববাটী।

রক্ষিত বলাই চাঁদ। চাকরি।

রক্ষিত সাতকড়ি। টাইপ রাইটার বিক্রেতা।

৯৮।৩ তালতলা লেন। সন্ধিপুর।

রক্ষিত মিহিরচন্দ্র। অবসর প্রাপ্ত। ১০১।৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড।

লাহা বামনদাস। জুয়েলার। ১০৭ বি সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড। জয়ন্তী। হাবড়া।

লাহা পাঁচুগোপাল। মসলার দোকার। মল্লিক বাজার। ৩৫ লোয়ার সার্কলার রোড। পর্ব্বতপুর, বর্দ্ধমান।

লাহা পঞ্চলাল। ডাক্তার। ১০৫ কড়েয়া রোড। পর্ব্বতপুর, বর্দ্ধমান।

সার সুরেন্দ্রনাথ। ১৯ নিয়োগী পুকুর, কুলকাস।

সিংহ কুমুদরঞ্জন। চাকরি। ৩৩।এ।৮ ডাক্তার লেন। হবিবপুর, নদীয়া।

সেন অনিলচন্দ্র। বিষয় ভোগী। ডাক্তার লেন। যাদববাটী।

সেন সুরেন্দ্রনাথ। বিষয় ভোগী। ২৯। বি, ডাক্তার লেন। যাদববাটি।

সেন সুরেন্দ্রনাথ। মুহুরী। ৭ ডাক্তার বাই লেন। কুমিরমোড়া।

সেন গোবর্দ্ধন। চাকরি। ৬ ডাক্তার বাই লেন। কুমিরমোড়া।

সেন উপেন্দ্রনাথ। ব্যবসায়। ৭০ ডাক্তার লেন। সন্ধিপুর, হুগলী।

সেন পঞ্চানন। মুহুরী। ৪।২ ডাক্তার বাই লেন। কুমিরমোড়া।

সোম দুর্লভচন্দ্র। অবসর প্রাপ্ত। ২ ভট্টাচার্য্য লেন। যাদববাটী। হাবড়া।

বেলিয়াঘাটা অঞ্চল।

চেল একক্‌ড়ি। ব্যবসায়। বেলিয়া ঘাটা। বাজার। খাতন, হুগলী।

দত্ত হরিসাধন। গোলদারী, বাজার। খাঁচুরা।

দে প্রবোধচন্দ্র এম্, এ, বিএল্। হেডমাষ্টার, জর্জ্জ, হাইস্কুল। যাদববাটী। হাবড়া

রক্ষিত হরেন্দ্রকুমার। ব্যবসায়। ৮৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রোড।

রক্ষিত তুলসীচরণ। কুমিরমোড়া।

সেন বিজয়কৃষ্ণ। মুহুরী। মহেশ বারিক লেন। নারিকেলডাঙ্গা। কুমিরমোড়া। হুগলী।